আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

জাতীয় বীমা দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

১ মার্চ ২০২২

স্মরণিকা

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

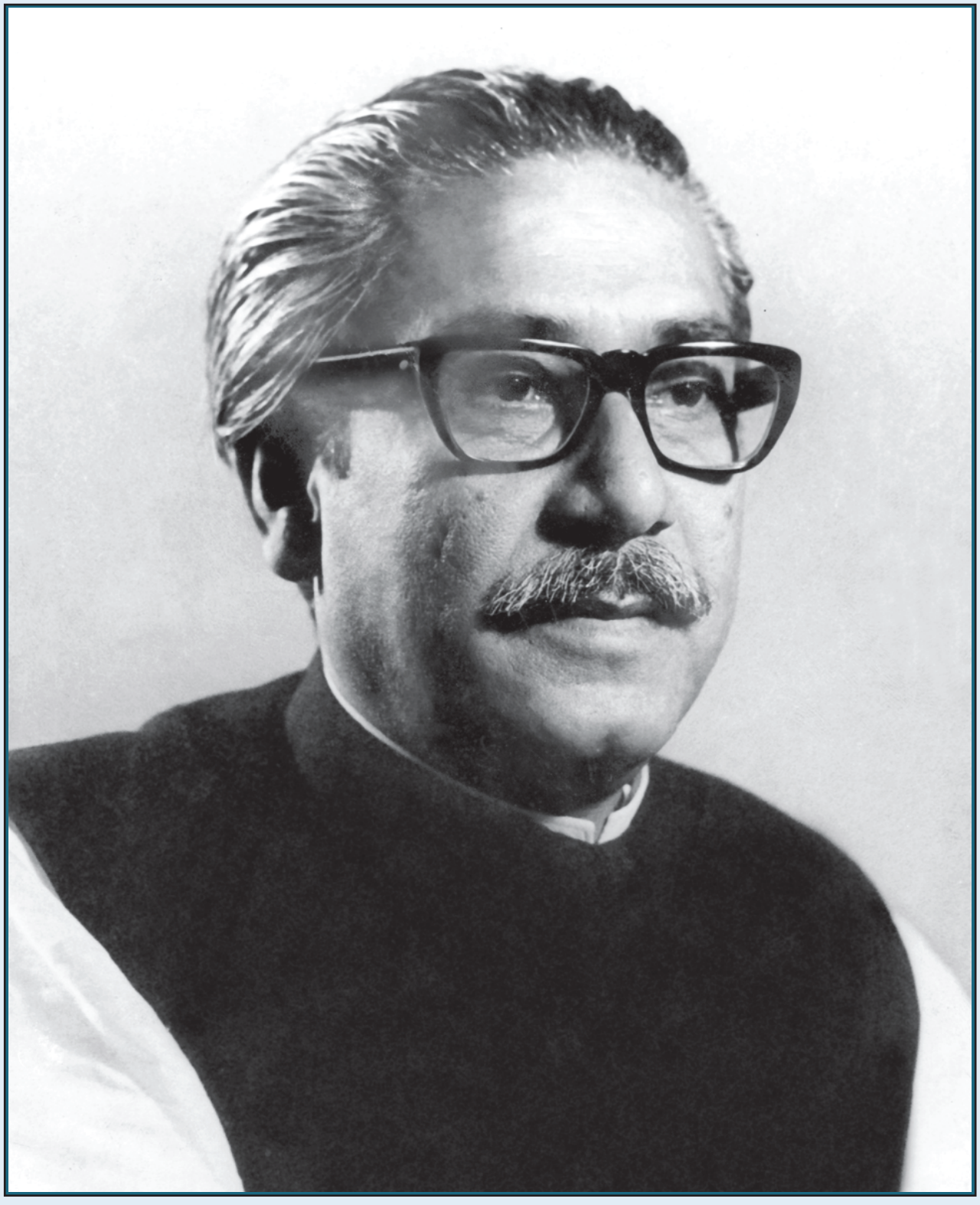

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় বীমা দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

জাতীয়
বীমা
দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

জাতীয় বীমা দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে
এগিয়ে যাব সবাই মিলে

জাতীয় বীমা দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

'বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তৃতীয়বারের মতো জাতীয় বীমা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বীমা প্রতিষ্ঠান, গ্রাহকসাধারণসহ বীমা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মুক্তিকামী মানুষকে সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে জেল-জুলুম সহ্য করে এবং কঠিন আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে। তিনি ১৯৬০ সালের ১ মার্চ আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে যোগদানের মাধ্যমে বীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ দিনটি স্মরণে প্রতিবছর ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস পালন বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি বীমা শিল্পের উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বীমা অন্যতম অনুষঙ্গ। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এসকল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মতো জটিল কাজ আর্থিক খাতে একমাত্র বীমার মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। সমাজে বয়োবৃদ্ধদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন এবং পেনশন বীমার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও বীমা একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নন-লাইফ বীমা এবং জীবনের ঝুঁকির জন্য জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৩৫টি লাইফ ও ৪৬টি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স মিলে দেশে বর্তমানে ৮১টি বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণ জনগণই বীমা শিল্পের প্রাণ। একমাত্র গ্রাহকের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই এ শিল্পের বিকাশ সম্ভব। তাই বীমা সেবাকে একটি নির্ভারযোগ্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও নিষ্ঠা এবং পেশাদারিত্বের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। গ্রাহকের বীমা দাবি যথাসময়ে পরিশোধ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিসমূহ প্রতিপালন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদানে এগিয়ে আসতে আমি বীমা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশের বীমা শিল্পের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

'জাতীয় বীমা দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক-এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

জাতীয়
বীমা
দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বীমা পেশায় যোগাদানের স্মৃতি বিজড়িত ১ মার্চ 'জাতীয় বীমা দিবস' পালন হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য 'বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় অর্থনীতিতে বীমার গুরুত্ব এবং এর অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে স্বাধীনতার পর বীমা শিল্পকে অধিকতর অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স (জাতীয়করণ) আদেশ-১৯৭২ জারি করে ৪৯টি দেশি-বিদেশি বীমা কোম্পানিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে সুরমা, রূপসা, তিস্তা এবং কর্ণফুলি নামক ৪টি বীমা কর্পোরেশন গঠন করেছিলেন। একই সঙ্গে এই চারটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে জাতীয় বীমা কর্পোরেশন গঠন করেন। পরবর্তীতে অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বীমা শিল্পের উন্নয়নে 'ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন আইন-১৯৭৩' প্রণয়ন করে এই ৪টি কর্পোরেশনকে ভেঙ্গে 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' এবং 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' নামে দু'টি পৃথক বীমা কর্পোরেশন গঠন করেন। এ দু'টি কর্পোরেশন এখনও দেশে বীমা ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে দেশের জনগণকে বীমা সেবা দিয়ে আসছে। বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বীমা অধিদপ্তর গঠন করেন।

বীমা শিল্পের উন্নয়নের জাতির পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করে ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বীমার গুরুত্ব ও সুফল জনগণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পুরাতন বীমা আইন-১৯৩৮ কে রহিত করে সময়োপযোগী 'বীমা আইন-২০১০' এবং 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' প্রণয়ন পূর্বক তৎকালীন বীমা অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। 'জাতীয় বীমা নীতি-২০১৪' বাস্তাবায়নের মাধ্যমে বীমা খাতের বিকাশে আমাদের সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য প্রবাসী কর্মী বীমা, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবিলায় হাওড় এলাকায় সীমিত পরিসরে আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বীমা চালু করা হয়েছে।

বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে State-of-the-art technology সম্পন্ন Unified Messaging Platfrom (UMP) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো বৃহৎ প্রকল্পগুলোর বীমা ঝুঁকি আবরণ ও পুনঃবীমা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি বীমার প্রসার এবং বীমা শিল্পে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করছে।

টেকসই অর্থনীতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বীমা জরুরী। বর্তমানে উন্নত দেশসমূহে মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বীমা ব্যবস্থাকেই বেছে নিয়েছে। ২০২১ সালে বিশ্বে বীমাখাতে মোট প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ৬.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে এখাতে ২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৮ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম আয় ১৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশে বীমা পেনিট্রেশন মাত্র ০.৫৬ শতাংশ। বীমার পেনিট্রেশন বৃদ্ধিতে গ্রাহকগণের প্রতি বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিশ্রুতির যথাযথ পরিপালন আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে বীমা পণ্য বাজারজাত করতে হবে। সরকারি ভাতা সহায়তা বা ভর্তুকির চেয়ে মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি বা আপদকালীন সময়ে বীমা অধিক কার্যকর বিকল্প হতে পারে।

টেকসই বীমা শিল্পের স্বার্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও সচেতন হতে হবে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় বীমা সেবা পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি প্রচলিত বিপণন পদ্ধতিতে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতে হবে। সর্বোপরি বীমার যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও বেগবান হবে বলে আমি আশ করি।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত আজকের এই দিনে বীমার শুভবার্তা দেশের সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে যাক, দেশের সকল মানুষ এবং সম্পদ বীমা সেবার আওতায় আসুক-এই প্রত্যাশায় আমি জাতীয় বীমা দিবস ২০২২-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় বীমা দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

বাণী

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

আগামী ১ মার্চ ২০২২ দেশব্যাপী জাতীয় বীমা দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বীমা শিল্পের উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। বীমা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর যোগদানের তারিখকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে স্মরণীয় করে রাখতে ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ শিল্পকে গর্বিত করেছেন।

জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল একটি দারিদ্রমুক্ত ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার সেই অর্থনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে তারই রক্তের উত্তরাধিকার বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তি ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শী ও হিরন্ময়ী নেতৃত্বে কোভিড পূর্ব গত এক দশক গড়ে ৭.৪% অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এমনকি অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯ মহামারী কালে গত বছর যেখানে বৈশ্বিক অর্থনীতি ৩% সংকুচিত হয়েছে, এমন ক্রান্তিকালেও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশ শীর্ষ পাঁচটি সহনশীল অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের ৬.৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের Center for Economics and Business Research -এর অতি সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ২০৩৬ সালেই বাংলাদেশ বিশ্বের ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। আমাদের এখন লক্ষ্য এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া; ২০৪১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত জ্ঞানভিত্তিক এক উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার অন্তর মন প্রথিত সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের সুবর্ণ রেখাটি স্পর্শ করা।

দেশে বীমার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সরকার বীমা খাতের উন্নয়ন ও প্রসারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রাহক স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বীমা দাবি পরিশোধে বিশেষ যত্নবান হওয়ায় বীমা খাতের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে এ শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বীমা শিল্পও দারিদ্র্য দূরীকরণ, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

জাতীয় বীমা দিবসের সকল আয়োজন সফল করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার্স এসোসিয়েশনসহ সকল বীমা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত জাতীয় বীমা দিবস, ২০২২ এর সার্বিক সাফল্য এবং বীমা শিল্পের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আ হ ম মুস্তাফা কামাল, এফসিএ, এমপি

বাণী

সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে সামিল হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। এ অগ্রযাত্রার পথকে সুগম করতে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে 'বীমার সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১ মার্চ ২০২২ তারিখ তৃতীয়বারের মতো জাতীয় বীমা দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ দিবস উপলক্ষে আমি বীমা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বীমা শিল্পে যোগদানের দিন অর্থাৎ ১ মার্চ কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর এ দিনকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। উন্নত দেশসমূহের জিডিপিতে বীমার অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও বাংলাদেশের জিডিপিতে বীমাখাতের অবদান এখনও কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। দেশে এ খাতের উন্নয়নের অপার সুযোগ রয়েছে। এ বিবেচনায় বীমা শিল্পে উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে বর্তমান সরকার পুরাতন বীমা আইন রহিত করে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেছে। বীমা শিল্পকে গতানুগতিক ধারা থেকে বের করে এ শিল্পের স্বচ্ছতা, জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করে এর সার্বিক উন্নয়নে সরকার সময়োপযোগী মহুমুখী সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বীমা শিল্পকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে বীমা শিল্পে অটোমেশনসহ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বীমা অন্যতম অনুষঙ্গ। বীমা খাতের সার্বিক উন্নয়নে বীমা সম্পর্কে মানুষের ইতিবাচক ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি, বীমা খাতে পেশাদারিত্ব আনয়ন এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেশে অ্যাকচুয়ারির সংকট দূরীকরণে যুক্তরাজ্যের সিটি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল সাইন্স বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান, ব্যাংকাস্যুরেন্স (Bancassurance) চালুর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া সময়োপযোগী পরিকল্প হিসেবে প্রবাসী বীমা, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা, বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা চালু করা হয়েছে। এ বছরের জাতীয় বীমা দিবসে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' চালুর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে বাংলাদেশের জনগনের মধ্যে জীবন ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা বিবেচনায় নিয়ে বীমা গ্রহকদের চাহিদা ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান এবং তাদের জন্য উপযুক্ত বীমা পরিকল্প প্রণয়ন করে বীমা শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বীমা শিল্প কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি 'জাতীয় বীমা দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ

বাণী

চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এ অঞ্চলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর যোগদানের তারিখটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য সরকার ১ মার্চকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। 'বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১ মার্চ ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় বীমা দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় বীমা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সরকার ইতোমধ্যে রুপকল্প-২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ঘোষণা করেছে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্থবিরতায় মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ঝুঁকি নিরসনে বীমার গুরুত্ব নতুনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। বাংলাদেশের বীমা খাতের উন্নয়ন তথা অটোমেশনের জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে একটি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বীমা খাতে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণাকে ইতিবাচক করতে এবং বীমা শিক্ষা প্রসারের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নিয়েছে। বীমা শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমীকে বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউটে রুপান্তরের জন্য আইন প্রণয়নসহ সামগ্রিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বীমা খাতের ভাবমূর্তি উজ্জল করণে কর্তৃপক্ষ বীমা দাবি পরিশোধের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। ফলে বীমা দাবি পরিশোধের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাইফ বীমাকারীর মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করাসহ বীমা খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারীর একইরুপ সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের একচ্যুয়ারির সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকার একচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্স বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বীমা শিল্পের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কর্পোরেট এজেন্টসহ ব্যাংকাস্যুরেন্স (Bancassurance) পদ্ধতি চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রবাসে কর্মরত লক্ষ লক্ষ কর্মীর ঝুঁকি নিরসনে 'প্রবাসী বীমা' চালু করা হয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু বীমা পরিকল্প চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের অকাল মৃত্যুতে বা শারীরিক অক্ষমতায় তাদের শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' পরিকল্পটি কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে চালু করা হয়েছে। সর্বসাধারণের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি রোধকল্পে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার্থে তৈরী করা হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"। এছাড়াও, ভবন বীমা, শস্য বীমা, রেলওয়ে-বাস যাত্রীদের বীমা, গবাদিপশুর বীমাসহ নানাবিধ বীমা সুবিধা চালু প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

জাতীয় বীমা দিবস ২০২২ এর সকল আয়োজন সফল করার জন্য আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়র্স এসোসিয়েশন, সকল বীমা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় বীমা দিবস ২০২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ

বাণী

প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

১ মার্চ, ২০২২ ৩য় বার "জাতীয় বীমা দিবস" পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ বৎসর মহামারী করোনার কারণে দিবসটি পালনে কিছুটা বিঘ্ন হলেও লক্ষ্য অর্জনে কোন ঘাটতি থাকবে না বলে আমি মনে করি। এ দিবস পালনের প্রাক্কালে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশের বীমা শিল্পের ইতিহাসে ভূমিকা গ্রহণকারী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনাকে। যিনি ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তদানিন্তন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করেছিলেন। রাজনীতির প্রতিকূল অবস্থায় তিনি মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বীমা শিল্পকে বেছে নিয়েছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর বীমা শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বীমা আইন ২০১০ পাশ করার মাধ্যমে বীমা শিল্পে নতুন অধ্যায় সূচনা হয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক মানের বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বোপরি বীমা শিল্পের উন্নয়ন ও বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১ মার্চকে "জাতীয় বীমা দিবস" হিসাবে ঘোষণা করেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সারাদেশ ব্যাপী উৎসাহ উদ্দীপনায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি বীমা সংশ্লিষ্ট সকল জাতীয় অনুষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে অনুপ্রানিত করেছেন, সে জন্য আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আজকের এই মহান দিনে আমাদের সকলকে বীমা শিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য যার যার অবস্থান থেকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এই সেক্টরের সাথে জড়িত সকলকে বীমার পেনিট্রেশন রেট বৃদ্ধি করে দেশের মানুষকে বেশি বেশি করে বীমার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। এবারের শ্লোগান "বীমায় সুরক্ষিত থাকলে এগিয়ে যাব সবাই মিলে" এ জন্য সাধারণ মানুষের উপযোগী নতুন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করে তাদেরকে বীমার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বীমা শিল্পের উন্নয়নে নানাবিধ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজকের এই জাতীয় বীমা দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার হোক- "বীমা দাবী সময়মত পরিশোধ করব; মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনব"।

পরিশেষে আমি জাতীয় বীমা দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করি এবং বীমা শিল্পের উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি হোক এই কামনা করি এবং এ দিবস উদযাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শেখ কবির হোসেন

বাণী

প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম

১৬ ফাল্গুন ১৪২৮
১ মার্চ ২০২২

জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয়বারের মত 'জাতীয় বীমা দিবস ২০২২" উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমরা অনেক আনন্দিত ও অনুপ্রানিত। বাঙ্গালী জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শিল্পের সাথে স্মৃতিবিজড়িত ১ মার্চ দিনটি বীমা সেক্টরের সাথে জড়িত আমাদের সকলের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ন এবং গৌরবময় দিন। বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার মহানুভবতায় আমরা এই বিশেষ দিনটি "বীমা দিবস" হিসাবে উপহার পেয়েছি। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুজিব শতবর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তী এক সাথে পালন করতে পেরে আমরা অনেক উৎফুল ও আবেগপ্লুত। আমিগভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে যাঁর স্মরণে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে "মুজিব শতবর্ষ"। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও পতাকা। আমি স্বাধীনতার এই মাসে আরো স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল বীর শহীদকে।

বৈশ্বিক মহামারি ঈড়ারফ-১৯ এর কারণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যখন বিপদগ্রস্থ ও দিশেহারা তখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষনতা ও সাহসের সহিত তা মোকাবেলা করেছেন। মানুষের জীবন ও জীবিকা সচল রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, বীমা শিল্পে আমরা তা পুরোপুরি অনুসরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যার ফলে এই সেক্টর এখন পর্যন্ত বড় কোন সংকটে পড়েনি।

অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আমরা বীমার সুবিধা সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করেছি এবং সঠিক সময়ে ও দ্রুততার সহিত বীমা দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করায় বীমা শিল্পের প্রতি মানুষের আস্থা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বছর বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য "বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে" সত্যিকার অর্থেই গুরুত্বপূর্ন এবং মূল্যবান। কারণ একটি দেশের ন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগনের বীমার সুবিধা প্রাপ্তি একান্ত আবশ্যকীয়। অতএব আমরা বীমা দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্যের সাথে একাত্ম হয়ে বলি, আমরা সবাই বীমার আওতায় আসব এবং নিজের জীবন ও দেশকে সুরক্ষিত রাখব।

"জাতীয় বীমা দিবস ২০২২" এর সাফল্য ও স্বার্থকতা কামনা করি।

বি এম ইউসুফ আলী

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মইনুল ইসলাম
সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
আহবায়ক, ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশনা উপ-কমিটি

জনাব মোহম্মদ সোহরাব উদ্দিন, একচ্যুয়ারি
বীমা ব্যক্তিত্ব

জনাব দাস দেব প্রসাদ
পরিচালক
ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যু: কোঃ লিঃ

জনাব পি. কে. রায়
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রুপালী ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ

জনাব মোঃ ইব্রাহিম হোসেইন
চীফ ফ্যাকাল্টি ও পরিচালক (অ: দা:)
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি - সদস্য

জনাব মোঃ শামসুল আলম খান
কর্মকর্তা
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ আবু মাহমুদ
কর্মকর্তা
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান
কর্মকর্তা
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ সোহেল রানা
জুনিয়র কর্মকর্তা
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সোনার
পরিচালক (উপসচিব)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ - সদস্য-সচিব

সম্পাদকীয়

সদস্য
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
ও আহ্বায়ক, ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশনা উপ-কমিটি

বাংলাদেশের উন্নয়নের সংবাদ আজ দেশ ছাপিয়ে দেশের বাইরে। বিশ্ববাসী কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখছে এ অর্থনৈতিক উত্থানকে। বাংলাদেশ উন্নয়নের এক রোল মডেল এ কথা বিশ্ব আজ সহজেই মানছে। ২০২৬ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়া এদেশের জন্য আর স্বপ্ন নয়, খুবই বাস্তব। বাংলাদেশের অভাবনীয় এ অগ্রযাত্রার মিছিলে যোগদিয়ে বীমা খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বীমা একমাত্র উপায় যা বিপদে আর্থিকভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং ঝুঁকি প্রশমন করে থাকে। জনবহুল দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ হবার কথা বীমার দেশ তা সত্ত্বেও এদেশে বীমার আশানুরূপভাবে প্রসার ঘটছে না। যার জন্য জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান অপ্রতুল। বীমা পরিষেবা জনগণের দোঁরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে বীমার উন্নয়ন, প্রসার ও জন সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রতিবছর ১ মার্চ 'জাতীয় বীমা দিবস' উদযাপন করছে। ১৯৬০ সালের এই দিনে জাতির পিতা এ পেশায় যুক্ত হন। জাতির পিতার বীমা শিল্পে পদার্পণের দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আমরা প্রকাশ করছি একটি আকর্ষণীয় স্মরণিকা। এ স্মরণিকায় লেখা ও বুদ্ধিদীপ্ত উপদেশ দিয়ে যারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। স্মরণিকার লেখাগুলো আমাদের চিন্তার জগৎকে আরও শাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল বীমা দিবসের শুভেচ্ছা। সংকলন ও সম্পাদনায় প্রকাশনাটি যারা সাফল্যমন্ডিত করেছেন তাঁদের জানাই অভিনন্দন।

আসুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শিল্পে যোগদানের দিন ১ মার্চ 'জাতীয় বীমা দিবস' এর বার্তা আনন্দ উদযাপনে চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

"বীমায় সুরক্ষিত থাকলে এগিয়ে যাব সবাই মিলে" এ প্রতিপাদ্য শপথ হোক আমাদের এবং বীমা দিবসের আমেজ ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ুক সবার মাঝে ।

মইনুল ইসলাম

ডিসক্লেইমার

স্মরণিকায় সংকলিত প্রবন্ধসমূহের মতামত ও পরিসংখ্যান লেখকবৃন্দের নিজস্ব, তা কোনক্রমেই কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রতিফলিত করে না।

সূচিপত্র

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা ----------
- বীমা জরিপ কি এবং লাইসেন্স প্রাপ্তিতে বীমা জরিপকারীদের করণীয় ----------
- ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা ও আর্থিক নিরাপত্তা ----------
- বীমাখাতে মানিলন্ডারিংয়ের ঝুঁকি ও প্রতিরোধের উপায়----------
- বাংলাদেশে মোটর ইন্স্যুরেন্সের বাধ্যবাধকতা ----------
- বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে বীমা শিল্প : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ----------
- আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমাঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকের ঘুরে দাড়ানোর প্রেরণা ----
- জাতির পিতার সাথে বীমা খাতের কিছু স্মৃতি----------
- Basics of Business Interruption Insurance ----------
- Responsible Underwriting: A Means of Expanding the Reach of Insurance in Bangladesh----------
- Growing Importance of Enterprise Risk Management----------
- JBC: Pioneer in Life Insurance Business in Bangladesh----------
- Threat of Money Loundaring and Terrorist Financing in Insurance Sector ----------
- Prospects and Challenges of Telematics in Bangladesh ----------
- Role of ERP in Modernizing Insurance Sector.----------
- Insurance- GDP Ratio: Impact of Policy Lapse Rate Reduction----------
- Catalytic Role of an Insurance CEO in Bringing about Market Discipline ----------
- Steps Towards Social Health Insurance Scheme----------
- Implementation of National Integrity Strategy in Insurance Industry ----------
- Enhancing Insurance Penetration in Bangladesh ----------
- Prospect and Necessity of Professional Indemnity Insurance ----------
- Health Insurance in Bangladesh: Challenges and Prospects----------
- Digital Identification Based Livestock Insurance (DIBLI)----------
- Scenario of Insurance Industry in a nutshell----------
- Brief Life Sketches of Chairmen and Members of IDRA----------

জাতীয়
বীমা
দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রণিধানযোগ্য ২টি উক্তি:

"অটিজম আক্রান্ত কোনোভাবেই আমাদের বোঝা নয়। বিশ্বমানের অনেক মনীষী আছেন যাঁরা এ সমস্যায় আক্রান্ত। সঠিক পরিচর্যা, সমাজের সহানুভূতি ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলাদেশের অনেকেই নিজেদের সে উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"অটিজম আক্রান্ত এবং বিশেষ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্নত রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া ও চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করা জরু রি প্রয়োজন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এ দু'টি উক্তির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যা"ছ, তখন আমাদেরই সমাজের একটি অবি"ছদ্য অংশের পিছিয়ে থাকা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত বীমা খাতও এগিয়ে যা"ছ। নিষিদ্ধ রাজনীতি চালিয়ে নেয়ার মানসে ১৯৬০ সালের ১ মার্চ জাতির পিতা বীমা পেশায় যোগদান করেন। বীমা খাতে জাতির পিতার পদচারণা এবং তাঁর অনবদ্য অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে দেশকে উপহার দেয়া হয়েছে 'জাতীয় বীমা দিবস'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা" পরিকল্প চালু করার সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ মুজিববর্ষে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর সুযোগ্য নাতনী সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল এর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি তীব্র ভালবাসা তথা তাদের জন্য অনবদ্য অবদান ও কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বীমার ছায়ায় নিয়ে আসার উদ্যোগ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে।

এ প্রেক্ষাপটে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বা এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সকল লাইফ ও নন-লাইফ বীমা কোম্পানি এবং একচ্যুয়ারি ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন এর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় এ মহতী উদ্যেগ সফল হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আগামী দশকে অনন্য উচ্চতায় দেখতে চান, আর এ উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক খাতকে সচল রাখার মাধ্যমে জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে সংশি-ষ্টপরিবারগুলো স্বস্তি পাবে এবং এগিয়ে যাওয়া নির্বিগ্ন হবে। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমা সেক্টরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রাথমিকভাবে এ চার ধরণের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাশ্রয়ী খরচে স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে।

এই মহতী উদ্যোগকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিউরো-ডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক প্রস্তুত করা হয়।

এনডিডি বীমা পরিকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহর, ঢাকা জেলা এবং সিলেট জেলার স্নায়ু বিকাশ জনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এ কার্যক্রম শুরু করা হবে। উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথ অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে পাইলটিং পদ্ধতিতে এ মহতী পরিকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

সংকলনে- চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

পরবর্তীতে সকল সরকারি, বেসরকারি নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বীমা পরিকল্পটির সুবিধা সকল পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ ও হালনাগাদ পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, পরিসংখ্যান ব্যুরো ও সমাজসেবা অধিদপ্তর- এ তিনটি সংস্থার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হলে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। BBS- এর বিভিন্ন জরিপ/শুমারি থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো-

উৎস	প্রতিবন্ধীর হার	জরিপ/শুমারির সাল
জনসংখ্যা শুমারি	১.৪১	২০১১
MSVSB *	০.৯০	২০১৪
EHS *	১.৩৩	২০১৪
HIES *	০.৯১	২০১০

* MSVSB (Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh) EHS (Education Household Survey) HIES (Household Income and Expenditure Survey)

সমাজসেবা অধিদপ্তরের হালনাগাদ প্রতিবেদন এর তথ্য মতে দেশে বর্তমানে মোট প্রতিবন্ধির সংখ্যা ২৪,৬১,৮৫৫ জন। তন্মধ্যে এন ডি ডি গ্রুপের প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৩,৪৯,২৫৫ জন, যা মোট প্রতিবন্ধীর মধ্যে ১৪.১৯%। নিম্নোক্ত পাই চার্টে ইহার বিশ্লেষণ দেখানো হলো:

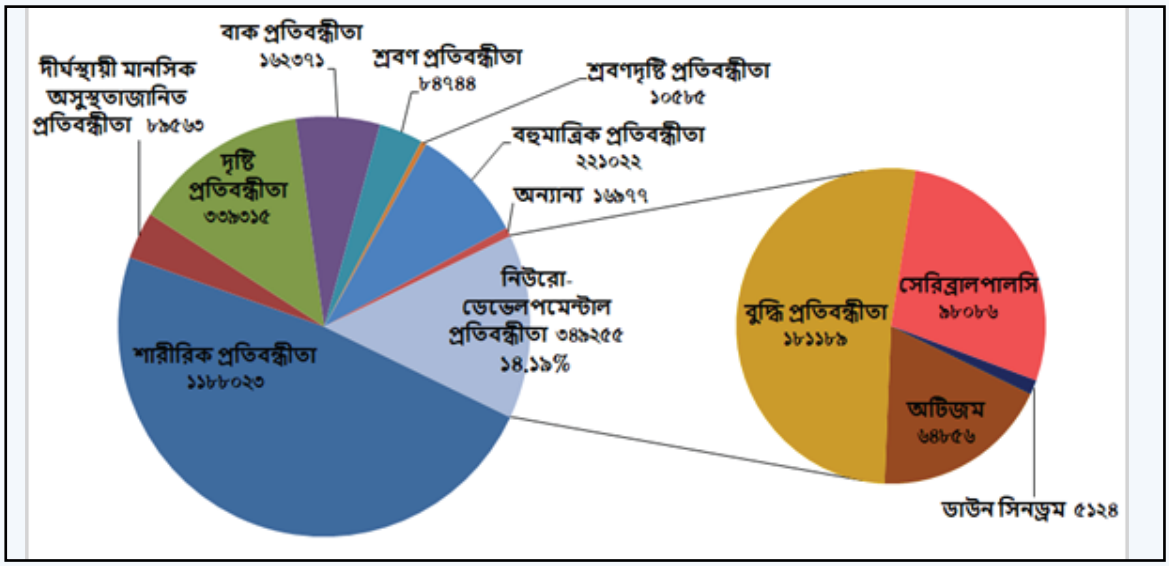

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) এর স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্প

একচ্যুয়ারি ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন কর্তৃক নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) এর স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি এ ৪ ধরণের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য বীমা সেবা প্রদানই এ বীমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ বীমা পরিকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ৩ থেকে ২৫ বছর বয়সের সকল বীমা গ্রাহকের (নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী) জন্য একই প্রিমিয়াম হার ব্যবহার করা হবে;

- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ৪ ধরণের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একই ধরণের বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে;
- পূর্ব শারীরিক অবস্থার (Preexisting condition) জন্য কোন Exclusion নেই;
- ইন্স্যুরেন্স পূর্ব কোন ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন নেই;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী এ স্বাস্থ্যবীমার আওতাভুক্ত হবেন;
- যে কোন সরকারি হাসপাতালের OPD চিকিৎসার ব্যয় পূনর্ভরণ করা হবে;
- নির্ধারিত সীমার মধ্যে হাসপাতালে ভর্তির পূর্ব ও পরবর্তী ব্যয় পূনর্ভরণ করা হবে;
- নির্ধারিত সীমার ওপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকার বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে।

যোগ্যতার মানদন্ড

- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ৪ ধরণের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীই এ বীমা সুবিধা পাবেন;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধ প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটধারীগণই এ স্বাস্থ্য বীমা পলিসির আওতাভুক্ত হবেন।

প্রয়োজনীয় দলিলাদি

- নির্ধারিত বীমা প্রস্তাবপত্র যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে;
- বীমাবৃত ব্যক্তির পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন এর ফটোকপি;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (চেয়ারম্যান/কমিশনার) কর্তৃক সত্যায়িত;
- স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণপত্র;
- বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন প্রতিষ্ঠান/ স্থানীয় জন প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান/ কমিশনার) কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক আয়ের সনদ;
- যাদের টিআইএন আছে তাদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আয়কর সনদ।

বীমাবৃত ব্যক্তি তালিকাভুক্তিকরণ পদ্ধতি

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এর অধীনে ট্রাস্ট কর্তৃক নিকটতম অনুমোদিত/রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোন যোগ্য ব্যক্তি এ বীমা পলিসি ক্রয় করতে পারবেন। অনুমোদিত/রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তিকরণ ফরমটি অন-লাইন মাধ্যমে ট্রাস্ট বরাবর পাঠাতে হবে। ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত হলে বীমা পলিসিটি কার্যকর হবে।

সেবা গ্রহণের ফি

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) ব্যক্তিদের এ স্বাস্থ্য বীমা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের ফি পরিশোধ করতে হবে না।

প্রিমিয়ামের হার

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট বীমাবৃত ব্যক্তি/বীমাবৃত ব্যক্তির অভিভাবক হতে অগ্রীম বার্ষিক প্রিমিয়াম গ্রহণ করবে। তারপর এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক সংগৃহীত বার্ষিক প্রিমিয়াম একত্র করে বীমাবৃত/উপকারভোগীর পক্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বরাবর জমা প্রদান করবে। বাৎসরিক প্রিমিয়াম ৬০০/- টাকা। এ প্রিমিয়াম পরিশোধের ক্ষেত্রে আয়ের ভিত্তি নিম্ন রূপ:

- বীমাবৃত ব্যক্তি/বীমাবৃত ব্যক্তির অভিভাবকের মাসিক আয় ২৫,০০০/- টাকা বা এর চেয়ে কম হলে বার্ষিক প্রিমিয়ামের ২৫% বীমাবৃত ব্যক্তি/বীমাবৃত ব্যক্তির অভিভাবককে পরিশোধ করতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বীমাবৃতের পক্ষে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট পরিশোধ করবে;

- বীমাবৃত ব্যক্তি/বীমাবৃত ব্যক্তির অভিভাবকের মাসিক আয় ২৫,০০০/- টাকার চেয়ে বেশি হলে বীমাবৃত ব্যক্তি/বীমাবৃত ব্যক্তির অভিভাবক নিজেই পুরো বাৎসরিক প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন।

স্টপ লস

কোন কারণে মোট বীমা দাবির পরিমাণ মোট প্রিমিয়াম আয়ের চেয়ে বেশি হলে/অতিক্রম করলে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন মোট প্রিমিয়ামের ১১০% ঝুঁকি গ্রহণ করবে। একই ভাবে যদি মোট দাবির পরিমাণ মোট প্রিমিয়াম আয়ের চেয়ে কম হয় তবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন লভ্যাংশ হতে প্রশাসনিক খরচ বাবদ ১৫% রেখে বাকি ৮৫% এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এর নিকট ফেরত প্রদান করবে।

রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানের আয়

প্রত্যেক বীমাবৃতকে তালিকাভুক্তি/রেজিস্ট্রি করার জন্য অনুমোদিত/রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানকে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ২৫/- টাকা করে দেওয়া হবে এবং প্রতিটি প্রিমিয়াম সংগ্রহ/আদায়ের জন্য অনুমোদিত/রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানকে প্রতিটি প্রিমিয়ামের আয় হতে ৪০/- টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হবে।

বীমা দাবি পরিশোধের প্রক্রিয়া

বীমাবৃত ব্যক্তি/বীমাবৃত ব্যক্তির অভিভাবক (বীমাবৃতের পক্ষে) প্রাপ্ত স্বাস্থ্য কার্ড প্রদর্শন করে সরকারি হাসপাতালে বীমাবৃতের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারবেন। বীমা দাবী নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মে অনুমোদিত/রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বরাবর বীমা দাবির আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে অবশ্যই চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী সরকারি হাসপাতালের প্রত্যয়ন পত্রের মূলকপির সাথে স্বাস্থ্য কার্ড, ডাক্তারি বিল, হাসপাতালে ভর্তি ও ছাড়পত্র এবং সংশিষ্ট অন্যান্য বিল ভাউচার (যদি থাকে) এর ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রক্রিয়া শেষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা দাবীর অর্থ সরাসরি বীমাবৃতের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করবে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পূর্বেই প্রিমিয়াম প্রদান করা হলেই কেবল বীমা দাবিটি পরিশোধযোগ্য হবে। আবেদনপত্র ও আবেদন পত্রের সাথে উপরোল্লিখিত কাগজপত্র জমাদানের ২ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে বীমা দাবিটির অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

স্বাস্থ্য কার্ড সরবরাহ

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট তার নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বীমাবৃতকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করবে। এ কার্ডটি বীমা পলিসি গ্রহণের প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বীমাবৃতের তালিকা

বীমাবৃতের প্রিমিয়াম প্রদানসহ সকল তথ্য এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট সর্বদা সংরক্ষণ করবে এবং সে সকল তথ্য এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বরাবর প্রেরণ করবে।

এ বীমা পরিকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে একবছরের জন্য প্রদান করা হবে। এ সময় শেষ হবার পর এ পরিকল্পের সার্বিক অবস্থা তথা প্রিমিয়াম হার এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয়, দাবির হার ইত্যাদি পুনরায় যাচাই-বাছাই করা হবে। এতে যদি কোন পরিবর্তন আসে তাহলে ২য় বর্ষের শুরু হতে সে সকল পরিবর্তন আলোচ্য পলিসিটিতে সংযোজন/বিয়োজন করে বাস্তবায়ন করা হবে।

যেহেতু এ ধরণের বীমা বাংলাদেশে প্রথম চালু হতে যাচ্ছে, তাই এর সাথে খাপ খাওয়াতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে যাব এবং জাতির পিতার আশির্বাদপুষ্ট বীমা খাতকে বিশ্বমানে উন্নীত করবো এ আশা রইল।

বীমা জরিপ কি এবং লাইসেন্স প্রাপ্তিতে বীমা জরিপকারীদের করণীয়:

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সোনার

১. বীমা জরিপ কি এবং কেন করা হয়?

* বীমা হলো বীমা গ্রাহক ও বীমা কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি, যার বিনিময়ে বীমাগ্রহীতা তার জীবন বা সম্পদের ঝুঁকি কমাতে বীমাকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং বীমাকারী উক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাগ্রহীতার জীবন বা সম্পদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করে অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদানকরে। বীমার উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ইতিহাস বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে বিভিন্ন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্ব সভ্যতার এক পর্যায়ে ভূমধ্যসাগরের উত্তর অঞ্চলে-বিশেষত: ইতালিকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় কিছু দেশে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে বীমা ব্যবসায়ের শুরু হয়। পরবর্তীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবহিকতায় গ্রেটবৃটেনকে কেন্দ্র করে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটা শুরু করে। ধীরে ধীরে বীমা ব্যবসা ইউরোপ হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসহ আমাদের উপ-মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বীমা ব্যবসার গোড়াপত্তন হয় নৌ বীমা দিয়ে। তাই নৌ-বীমা সবচেয়ে প্রাচীনতম বীমা এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে বীমা প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয়। জীবন চলার পথে মানুষ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় বীমার কাজ হলো সে ক্ষতি প্রশমন করা। নন-লাইফ কোম্পানিসমূহ নৌ, অগ্নি, মটর, এভিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, পণ্য দায়, শস্য, গবাদি পশু ইত্যাদি পলিসি বিক্রি করে থাকে। এসব পলিসি ক্রয়ের সব মালামাল আনা নেয়ার পথে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নিরুপণের জন্য বীমা জরিপকারীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বীমা জরিপকারীরা সরেজমিনে ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ণ করে বীমাকারীর নিকট রিপোর্ট দাখিল করে এবং বীমাকারী সে অনুযায়ী বীমাগ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। এভাবে নন-লাইফ সেক্টরে বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির মূল্যায়ণের জন্য বীমা জরিপকারী কাজ করে থাকে।

২. বীমা জরিপকারী উপশ্রেণি

* বীমা জরিপকারীকে নন-লাইফ বীমা জরিপকারী (লাইসেন্সিং) বিধিমালা-২০১৮ মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত উপ-শ্রেণিতে ভাগ করা হয়; ক) অগ্নি খ) নৌ-কার্গো গ) নৌ-হাল ঘ) মটর ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং চ) এভিয়েশন এবং ছ) বিবিধ।

৩. ব্যক্তির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন (চেকলিষ্ট)

ব্যক্তির ক্ষেত্রে বীমা জরিপ সনদ অনুমোদনের জন্য নন-লাইফ বীমা জরিপকারী (লাইসেন্সিং) বিধিমালা-২০১৮ এবং বীমা আইন, ২০১০ মোতাবেক চেকলিস্ট:

ক) আবেদনপত্র (ফরম-ক অনুযায়ী)

খ) লাইসেন্স ফি প্রদানের মূলকপি (কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রতি উপ-শ্রেণির জন্য ২,০০০/- হিসাবে।

গ) মূসক ফি (১৫%) প্রদানের ফটোকপি।

ঘ) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি (সত্যায়িত)।

সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (সত্যায়িত)।

ট্রেড লাইসেন্স এর কপি।

বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ (ট্রেনিং) সংক্রান্ত সকল সনদের ফটোকপি।

জ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

ঝ) আয়কর প্রত্যয়ন পত্রের ফটোকপি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আবেদন পত্রের সাথে উপরে বর্ণিত কাগজাদি সংযুক্তি আবশ্যক।

পরিচালক (উপসচিব)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৪. প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন (চেকলিষ্ট)

* প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বীমা জরিপ সনদ অনুমোদনের জন্য নন-লাইফ বীমা জরিপকারী (লাইসেন্সিং) বিধিমালা-২০১৮ এবং বীমা আইন, ২০১০ মোতাবেক চেকলিস্ট:

ক) পস্তাবিত বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠানের নাম।

খ) আবেদনপত্র (ফরম-খ অনুযায়ী)।

গ) লাইসেন্স ফি প্রদানের মূলকপি (কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রতি উপ-শ্রেণির জন্য ২,০০০/- হিসাবে।

ঘ) মূসক ফি (১৫%) প্রদানের ফটোকপি।

ঙ) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি (সত্যায়িত)।

চ) কোম্পানিতে কর্মরত কর্ম অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের কপি (সত্যায়িত)।

ছ) আবেদনকারী ও অংশীদারের সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (সত্যায়িত)।

জ) ট্রেড লাইসেন্স এর কপি।

ঝ) বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ (ট্রেনিং) সংক্রান্ত সকল সনদের ফটোকপি।

ঞ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

ট) আয়কর প্রত্যয়ন পত্রের ফটোকপি।

ঠ) বীমা আইন ২০১০ এর ১২৭ ধারা অনুযায়ী হলফনামা (তিনশত টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারিকৃত)।

ড) জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সহিত রেজিস্ট্রেশন এর সনদপত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আবেদন পত্রের সাথে উপরে বর্ণিত কাগজাদি সংযুক্তি আবশ্যক।

৫. ব্যক্তির ক্ষেত্রে লাইসেন্স নবায়ণের আবেদন (চেকলিষ্ট)

* ব্যক্তির ক্ষেত্রে বীমা জরিপ সনদ নবায়নের জন্য নন-লাইফ বীমা জরিপকারী (লাইসেন্সিং) বিধিমালা-২০১৮ এবং বীমা আইন, ২০১০ মোতাবেক চেকলিস্ট:

ক) বিধিমালা ৭.২ মোতাবেক নবায়ন সনদ আবেদন (ফরম-ঙ)।

খ) বিধিমালা ১৩ মোতাবেক নবায়ন ফি।

গ) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭ ধারার ৬ উপধারা মোতাবেক মূসক ফি।

ঘ) বিধিমালা ৭.৪ (খ) মোতাবেক কর্মচারীদের নামের তালিকা।

ঙ) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭ ধারার ৬ উপধারা মোতাবেক বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার্স এসোঃ এর মেম্বারশীপ সনদের কপি।

চ) মেয়াদ উত্তীর্ণের জন্য বিলম্ব ফি পরিশোধের কপি।

ছ) উপশ্রেণি অনুসারে ০২ টি করে বীমা জরিপ প্রতিবেদনের কপি।

জ) সর্বশেষ ০১ বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী।

ঝ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।

ঞ) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।

ট) আবেদন পত্রের সাথে বিগত বছরের নবায়ন সনদপত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আবেদন পত্রের সাথে উপরে বর্ণিত কাগজাদি সংযুক্তি আবশ্যক।

৬. প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লাইসেন্স নবায়ণের আবেদন (চেকলিষ্ট)

* প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বীমা জরিপ সনদ নবায়নের জন্য নন-লাইফ বীমা জরিপকারী (লাইসেন্সিং) বিধিমালা-২০১৮ এবং বীমা আইন, ২০১০ মোতাবেক চেকলিস্ট:

ক) বিধিমালা ৭.২ মোতাবেক নবায়ন সনদ আবেদন (ফরম-চ)।

খ) বিধিমালা ১৩ মোতাবেক নবায়ন ফি।

গ) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭ ধারার ৬ উপধারা মোতাবেক মূসক ফি।

ঘ) বিধিমালা ৭.৪ (ঘ) এর উপবিধি ৫ মোতাবেক প্রত্যয়ন পত্র।

ঙ) বিধিমালা ৭.৪ (খ) মোতাবেক কর্মচারীদের নামের তালিকা।

চ) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭ ধারার ৬ উপধারা মোতাবেক বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স সার্ভেয়ার্স এসোঃ এর মেম্বারশীপ সনদের কপি।

ছ) মেয়াদ উত্তীর্ণের জন্য বিলম্ব ফি পরিশোধের কপি।

জ) বিধিমালা ২০১৮ এর ধারা ৬(ক) মোতাবেক প্রতি শ্রেণির ০২ টি করে বীমা জরিপ প্রতিবেদনের কপি।

ঝ) বিধিমালা ৭ (৪) এর গ মোতাবেক সর্বশেষ ০১ বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী।

ঞ) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭ ধারার ৬ উপধারা মোতাবেক আয়কর সনদ।

ট) আবেদন পত্রের সাথে বিগত বছরের নবায়ন সনদপত্র।

ঠ) বিধিমালা ৭ (৪) এর ক মোতাবেক বিগত ১ বছরের জরিপ কার্যক্রমের তালিকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আবেদন পত্রের সাথে উপরে বর্ণিত কাগজাদি সংযুক্তি আবশ্যক।

৭. লাইসেন্স প্রদানের প্রয়োজনীয় শর্ত

* বীমা জরিপকারী হিসেবে কার্য-সম্পাদনের লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে কর্তৃপক্ষকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, যথা:-

ক. আবেদনকারী-

অ) কোনো স্বীকৃত দেশি বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী;

আ) জরিপকারী হিসাবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন;

ই) চাকুরিজীবী নহেন;

ঈ) সরকারি বীমাকারী বা বীমা এজেন্ট বা ব্রোকার বা তাহাদের কর্মচারী নহেন;

উ) কোনো কর্পোরেশন, কোম্পানি, ফার্ম বা সংস্থার কর্মচারী নহেন এবং;

ঊ) পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচালক, অংশীদার বা উপদেষ্টা হিসেবে অন্য কোনো কোম্পানি, ফার্ম বা সংস্থার সহযোগী নহেন; এবং

ঋ) আইনের ধারা ১২৭ এর উপধারা (৬) এর অধীন অযোগ্য নহেন।

৮. লাইসেন্সের মেয়াদ

* কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে, উহা প্রদানের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর।

৯. লাইসেন্স ফি

* আবেদনকারীকে তাহার আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ও হারে ফি প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

ক) লাইসেন্সের জন্য ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা (প্রতি উপশ্রেণি)

খ) লাইসেন্স নবায়নের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকা (প্রতি উপশ্রেণি)

গ) মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিলম্ব ফি ১০০ (একশত) টাকা (প্রতিমাসে);

ঘ) প্রতিলিপি লাইসেন্সের জন্য ১০০ (একশত) টাকা;

উল্লিখিত ফি কর্তৃপক্ষের অনুকূলে কোনো তফসিলী ব্যাংকে, ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডারের মাধ্যমে, জমা প্রদান করিতে হইবে।

- বিস্তারিত তথ্যাদি জানতে ও অভিযোগের জন্য যোগাযোগ করুন: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা টাওয়ার (৯ম তলা), ৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায়। এছাড়াও ভিজিট করুন: www.idra.org.bd ওয়েব সাইটে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা ও আর্থিক নিরাপত্তা

মোঃ মিজানুর রহমান এফসিএস

মানুষ জীবিতবস্থায় নানাবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে যেমন- দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়া, কল-কারখানা, আমদানী-রপ্তানী ব্যবস্থা বা অন্যান্য ব্যবসা, অগ্নি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যকার মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, এককথায় বলতে গেলে মানুষ প্রতিনিয়ত তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। মানুষের চরম বিপদ মুহূর্তে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে পোষ্যদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা উচিত।

একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। একজন মানুষ সাধারণতঃ কি আশা করে? তার আশা আর্থিক দিক থেকে নিরাপদ থাকা অর্থাৎ তার ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আর্থিক ক্ষতি সাধিত না হয়, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপদ ও ভাবনাহীন স্বচ্ছল জীবন, পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা, সু-স্বাস্থ্য ও পেশার নিরাপত্তা, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় -স্বজনের তরফ থেকে সম্মান অর্জন, ধন-সম্পত্তি, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে মানুষের আশা হচ্ছে "সম্পূর্ণ আর্থিক নিরাপত্তা"।

অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক ও ভীতিপ্রদ বিষয় কি? "নিরাপত্তার অভাব" নিজ ও পরিবারের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার অক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পত্তি বিনষ্টের আশঙ্কা, রোগ-ব্যাধি ও বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়সে পরনির্ভরতা ইত্যাদি এসমস্তই নিরাপত্তাহীনতার প্রতীক। একজন ব্যক্তি যদি জানতো কখন তার মৃত্যু হবে, কখন তিনি রোগাক্রান্ত / দুর্ঘটনায় পতিত হবেন, কখন তার সহায়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্ট হবে, কখন তার উপর দুর্দিনের ভয়াবহ খড়্গ নেমে আসবে তাহলে হয়ত বীমার মত ব্যবস্থার প্রয়োজন হত না। এরকম ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থাই হয়ত যথেষ্ট ছিল, কেননা ব্যাংকে টাকা সঞ্চয় করে সে নির্দিষ্ট সময়ে তার প্রয়োজন মেটাতে পারত। এই অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য। এজন্যই সে চায় নিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। বীমা ব্যবস্থা কিছুটা হলেও এই নিরাপত্তা বিধান করতে পারে এবং দিতে পারে পরিবার-পরিজনের জন্য স্বচ্ছল ও নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি। এখন প্রশ্ন হল, এই বীমা ব্যবস্থা মুসলমানদের নিকট শরীয়াহ সিদ্ধ কিনা এবং মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য কিনা?

আমরা জানি, আল-কুরআনের সূরা মায়েদাহ, আয়াত এর অংশ- ০৩ এর মধ্যে বলা হয়েছে, **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের প্রতিটি সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে পবিত্র কুরআন শরীফে এবং রসুলুল্লাহ (সঃ) প্রদত্ত দিক নির্দেশনার অর্থাৎ সুন্নাহর মধ্যে। নিম্নে পবিত্র কুরআন শরীফের এ ধরনের কয়েকটি আয়াত এবং রসুলুল্লাহ (সঃ) প্রদত্ত বাণী উল্লেখ করা হল যা দ্বারা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। ভবিষ্যত বংশধরদের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমার জন্য এটাই উত্তম যে, তোমার ছেলেমেয়েদেরকে দরিদ্র না রেখে সম্পদশালী রাখবে যেন তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়।" (সাঈদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত) এ উক্তির মধ্যে বীমা প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থনের ইঙ্গিত রয়েছে। জীবন বীমার মাধ্যমে পরিবারের প্রধান অর্থ উপার্জনকারীর মৃত্যুর পর বিধবা এবং অন্যান্য নির্ভরশীলদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বিধবা এবং দরিদ্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ

এসভিপি এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারী
চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিঃ

"যিনি বিধবার এবং দারিদ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের জন্য কাজ করেন তিনি আল্লাহতায়ালার জন্য যুদ্ধকারী যোদ্ধার সমতুল্য অথবা যিনি দিনে রোজা রাখেন এবং সমস্ত রাত্রি এবাদত করেন তাঁর সমতুল্য।" (সাফোয়ান বিন সালিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্নিত) জীবন বীমা বিধবা, এতিমদের ভবিষ্যত আর্থিক অনটন থেকে মুক্ত রাখার একটি পদ্ধতি। রাসুলুল্লাহ(সঃ) মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য একে অন্যের সাহায্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তিনি বলেনঃ "যিনি একজন বিশ্বাসীর পার্থিব দুঃখ দুর্দশা মোচন করবেন, আল্লাহতায়ালা শেষ বিচারের দিন তার একটি দুর্দশা লাঘব করবেন। যিনিই কোনো দুখি মানুষের সমস্যা দুর করবেন, আল্লাহতায়ালা তার এই দুনিয়া এবং আখেরাতের দুর্দশা মোচন করবেন।" (আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত) বীমা দারিদ্রতা মোচন এবং সুখী জীবন গড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা পবিত্র কোরআনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহতায়ালা কোরআন মাজিদে সুরা বাকারাহ ২০১ আয়াতে এরশাদ করেনঃ **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ** হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। বীমা স্বনির্ভর সমাজ গড়নে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সাহায্য করে থাকে এবং দুঃখ -দুর্দশা লাঘব করে শান্তিময় জীবন গঠনে সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালা সুরা বাকারাহ ১৮৫ আয়াতে উলে-খকরেনঃ**يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহতা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"

উপরে উল্লেখিত কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াত এবং রসুলুল্লাহ (সঃ) এর বিভিন্ন হাদিস এটাই প্রমাণ করে যে, বীমারমাধ্যমে মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব এবং সুখী জীবন গড়ার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ মতে কোনা বাঁধা নেই। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত বাণিজ্যিক বীমা ব্যবস্থায় এমন কিছু বিষয় আছে যা শরীয়াহ সম্মত নয়। গত তিন বা চারশত বছর ধরে পশ্চিমা দেশে যে বীমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা আমাদের দেশেও শিকড় গেড়েছে। এ কারণে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ এবং শরীয়াহ বিশরদগণ বাণিজ্যিক বীমা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে থাকেন। বিভিন্ন মুসলিম দেশে সেমিনার, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওলামাগণ একত্রে বসে একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করেন, কি করে মুসলমানদের বীমার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। তাঁরা তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করেন যার উপস্থিতির কারণে মুসলমানদের নিকট বাণিজ্যিক বীমা বা বর্তমানের প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। তা হচ্ছে, বাণিজ্যিক বীমাতে রয়েছে আলুঘারার. আল-মাইসির, এবং আল-রিবা। এই তিনটি অগ্রহণযোগ্য বিষয় যদি বাদ দেয়া যায় তাহলে মুসলমানদের জন্য বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। নিম্নে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

(১) আল ঘারার : আল ঘারার অর্থ হচ্ছে অনিশ্চয়তা বা অস্বচ্ছতা। রসুলুল্লাহ (সঃ) অনিশ্চিত বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ঘারা বিক্রি হচ্ছে এমন সমস্ত কেনা বেচা যাতে অনিশ্চয়তা এবং অস্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বীমা একটি চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়িক ব্যবস্থা। তাই চুক্তিতে অনিশ্চয়তা সম্পর্কে হাদিস হচ্ছে : "কোনো বিক্রিযোগ্য দ্রব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ধারণা না নিয়ে তা বিক্রি করা জায়েজ নয় এবং তেমনি কোনো দ্রব্যের ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা স্বত্ত্বেও তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকাও জায়েজ নয়।" নিম্নলিখিত বিষয় থেকে উদ্ভুত হতে পারে- (ক) কোনো বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তথ্যের অভাব; (খ) এর প্রাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহ; (গ) উপস্থিতি (ঘ) সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ।

(২) আল-মাইসির: মাইসির শব্দের অর্থ হচ্ছে জুয়া। জুয়াকে আল্লাহতায়ালা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআন মাজিদে জুয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে : " হে মুহাম্মদ (সঃ) তারা আপনাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন উভয়ের মধ্যে মহাপাপ।" সুরা বাকারাহ, আয়াতা -২১৯। কোরআন মাজিদে জুয়া বোঝাতে 'মাইসির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এমন কোনো ঝুঁকি নেয়া যাতে ক্ষতির আশংকা ও মুনাফার আশা উভয়ই জড়িত এবং যা জীবনের কোনো স্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে সম্পৃক্ত নয়। মুফাসিরগণ মাইসির সম্পর্কে এ মত প্রকাশ করেছেন যে,-

মাইসির' শব্দটি 'ইউসরুন' অর্থাৎ সহজ ও আরাম থেকে উদগত। এর তাৎপর্য হচ্ছে জুয়াড়ী কোনো শ্রমদান ছাড়াই খুব সহজে সম্পদ পেতে চায়, আর এজন্য জুয়ার মান দেয়া হয়েছে 'মাইসির'।'মাইসির' এর মুলমন্ত্র হচ্ছে 'জুয়া' যাকে আভিধানিকরা ধোঁকা/প্রতারণার অর্থের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। জাহিলী যুগের আরবে প্রচলিত 'জুয়ার' রূপ ছিল আমাদের বর্তমান যুগের ভাগ্যচক্রের ভিত্তিতে হারজিতের খেলা এর মত। জুয়ার এসব প্রকরণ হারাম ঘোষণার সাথে সাথে ইসলাম সেসব কারবারও হারাম ঘোষণা করেছে যার সাথে জুয়ার মিল রয়েছে। অবশ্য বীমা চুক্তিতে জুয়ার উপাদান আছে কিনা সে সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, বীমা ও জুয়ার মধ্যে বিশেষ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

জুয়া খেলায় জুয়াড়ী ব্যক্তি বাজি ধরে বা শর্ত আরোপ করে নিজের কাঁধে এমন একটা ঝুঁকি নিয়ে থাকে যা প্রথম থেকে ছিল না অথবা থাকলেও তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। যে ব্যক্তি বাজি ধরে হেরে যাওয়ার ঝুঁকি মাথায় নেয়, সে ইচ্ছা করলে বাজি নাও ধরতে পারত। লটারীর টিকেট কেনা, ঘোড়দৌড়, ফুটবল অথবা তাস বা পাশা খেলায় হারজিতের বাজি ধরা ইত্যাদি এর সাধারণ উদাহরণ বিশেষ। অন্য দিকে বীমা কারবার এর থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যে ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্যে বীমা গ্রহীতা বীমা করে থাকে তার অস্তিত্ব এবং তার সাথে সে ব্যক্তির সম্পর্ক তার বীমা করা না করার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং সর্বাবস্থায়ই এই ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। এই ঝুঁকি জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, পেশা বা ব্যবসায়ের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে এবং এর দূরীকরণ বীমা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পন্থায় সম্ভব নয়। এসব ঝুঁকির সাথে আর্থিক ক্ষতিও জড়িত। যেমন মানুষের অকাল মৃত্যুতে নির্ভরশীলগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মখীন হয়। এভাবে মোটর, সামদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ এবং অন্যান্য যানবাহনের মালিকদের এসব যানবাহনের ধ্বংস বা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কলকারখানা, আগুন লেগে বা বন্যা, সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপরোল্লিখিত প্রত্যেক অবস্থায়ই ক্ষয়ক্ষতির আশংকা ও তার ফলশ্রুতিতে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সবসময়ই লেগে থাকে। বীমা করলে যেমন, বীমা না করলেও ঠিক তেমনি সম্ভাবনা থেকে যায়।

জুয়া ও বীমার মধ্যে অন্য একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে মুনাফার আশার সাথে সম্পৃক্ত। জুয়ার আর্থিক উদ্দীপক হচ্ছে বাজী জেতার ফলে প্রাপ্ত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। অথচ বীমা করার আর্থিক উদ্দীপক হচ্ছে দুর্ঘটনায় পতিত হলে আর্থিক ক্ষতিপুরণ প্রাপ্তির আশা। এটা কেবল সেই আর্থিক ক্ষতির পূরণ যা বাস্তবে সম্পদে কোনো সংযোজন হয় না, বরং কেবল ক্ষতিটাই পূরণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বাজিতে জয় লাভের ফলে জুয়াড়ী ব্যক্তি যে অর্থ পায়, তাতে সে ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এজন্যে জুয়াড়ীর এই অর্থ অযাচিত মুনাফার মত। জুয়াড়ীর জুয়া খেলার প্রেরণা আর বীমা গ্রহীতার বীমা করার প্রেরণা এক নয়। অন্য একটি অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে যে, জুয়ার চুক্তিতে পূর্বাহ্নে স্বীকৃত ঘটনা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় সংঘটিত হবে এবং এতে দুই পক্ষের এক পক্ষ হয়তবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা লাভবান হবে। কিন্তু বীমা চুক্তিতে যে ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ করা হবে বলে একমত হয়েছে তা ঘটতেও পারে বা নাও ঘটতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করে থাকেন কেননা তাকে বীমার মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। যাহোক, বীমা চুক্তি এবং জুয়া চুক্তির মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন যে, জীবন বীমায় জুয়ার আলামত থাকতে পারে। তবে কিছু কিছু পরিবর্তন করে জীবন বীমা থেকে জুয়ার ঐ সমস্ত আলামত দূরীভূত করা সম্ভব।

(৩) আল রিবাঃ "কিতাবুল ফিকাহ আ'লাল মাযাহিবিল আরবাহা গ্রন্থাকারের নাম" গ্রন্থে বলা হয়েছে, "একই জাতীয় কোনো পণ্য সামগ্রীর পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোনো বিনিময় ব্যতীত এক পক্ষ কর্তৃক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয়, যে অতিরিক্ত মালামাল বা অংশকে বলা হয় 'রিবা' বা সুদ।" মুফতি আমীমুল ইহসান (রাঃ) তাঁর "কাওয়াইদুল ফিকহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষে যে কোনো এক পক্ষ পারস্পরিক লেনদেনে শরীয়াহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করে তাকে 'রিবা' বলা হয়।" ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে সুদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ইসলামী শরীয়াহ 'সুদ' ঐ মালকে বলা হয়েছে যা মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে প্রদান করা হয় যার কোনো বিনিময় নেই।"

পবিত্র কোরআন মাজিদে সুদ বা কুসীদ এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী 'রিবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, পরিবর্ধন, বেশি, স্ফীত ইত্যাদি। রিবার ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে 'সুদ' বা কুসীদ। সুদ হচ্ছে ফারসী ও উর্দু বা আরবী 'রিবা'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। পবিত্র কুরআন শরীফে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুরা বাকারাহ, আয়াত-২৭৬ এ উলে-খকরা হয়েছে যে, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ "আল্লাহতা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।" আবার সুরা আর-রুম, আয়াত -৩৯ এ উলে-খকরা হয়েছে যে, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ "মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।"

উল্লেখ্য যে 'রিবা' অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হলেও সকল প্রকার বৃদ্ধিকে রিবা বলে আখ্যায়িত করে হারাম করা হয়নি। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যেও মুলধন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যা 'মুনাফা' নামে আখ্যায়িত। মুলধনের এ বৃদ্ধি অর্থাৎ 'মুনাফা' সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা হারামও নয়। ইসলামে একটি বিশেষ ধরণের বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলে আখ্যায়িত করে হারাম করা হয়েছে যা প্রদত্ত মুলধনের উপর চুক্তি মোতাবেক আদায় করা হয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্যের বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক পূর্বনির্ধারিত হারে কোনো বিনিময় ব্যতিত যে অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্য আদায় করা হয় কিংবা একই শ্রেণীভুক্ত মালের হাতে হাতে লেনদেনকালে কোনো বিনিময় ব্যতীত অতিরিক্ত যে পরিমাণ মাল গ্রহণ করা হয় তাকে 'রিবা' বলে। নন-লাইফ বা বাণিজ্যিক বীমাতে উপরে উলে-খিততিনটি বিষয় অর্থাৎ আল-ঘারার, আল-মাইসির এবং আল-রিবা থাকতে তা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বীমার প্রয়োজনও কোনোক্রমে উপেক্ষা করা যায় না। তাই ওলামা ও ফিকাহবিদগণ বাণিজ্যিক বীমার বিকল্প হিসেবে শরীয়াহ নীতিমালা অনুসারে মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য বীমা পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রতি দৃষ্টি দেন। ষাট ও সত্তরের দশকে মুসলমানদের মধ্যে এক নবজাগরেণের সৃষ্টি হয় এবং ওলামাগণ ইসলামী শরীয়াহ আইনের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পুঁজিবাদ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলাম সমবায় পদ্ধতিতে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় বিশ্বাস করে এবং লাভ-লোকসানের ভাগাভাগি (আল-মুদারাবাহ) কারবার শরীয়াহ মোতাবেক গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআন মাজিদে উল্লেখ করেন, **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** "সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।" (সুরা মায়েদাহ-০২ এর কিছু অংশ) পবিত্র কোরআনের এরকম অসংখ্য আয়াত ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বাণী থেকে প্রমাণ করা যায় যে, বীমা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তবে তা আল-গারার, আল-মাইসির এবং আল-রিবা মুক্ত হতে হবে।

বীমাখাতে মানিলন্ডারিংয়ের ঝুঁকি ও প্রতিরোধের উপায়

মাহফুজুর রহমান

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থকে বৈধ করার জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়াকেই বলে মানিলন্ডারিং। মূলত এ ধারণাকে সামনে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মানিলন্ডারিং কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। কোনো কোনো দেশ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোকেও মানিলন্ডারিং অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশে যেমন ব্যাংক বহির্ভূত চ্যানেলে বিদেশ থেকে টাকা আনা বা বিদেশে টাকা প্রেরণকেও মানিলন্ডারিং অপরাধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(ফ) ধারায় মানিলন্ডারিংয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারা অনুসারে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জেনেও এর স্থানান্তর, রূপান্তর বা হস্তান্তর করা, বিদেশে অর্থ পাচার বা বিদেশ হতে অবৈধ পদ্ধতিতে অর্থ দেশে আনা এবং অন্য কোনোভাবে অপরাধলব্ধ সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং রিপোর্ট ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে লেনদেন করাকেই মানিলন্ডারিং বলে। অনেকে মনে করেন যে, বীমাখাতে মানিলন্ডারিং করার সুযোগ নেই। এতদবিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) মনে করে যে, বীমাখাতের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করার সুযোগ বিদ্যমান। বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ঝুঁকি ও এর নিরসনের উপায় নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা-ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্স্যুরেন্স সুপারভাইজার্স (আইএআইএস) ব্যাপক গবেষণা করে প্রতিনিয়তই বীমাকারীদের জন্য নানা ধরনের সুপারিশ প্রণয়ন করছে।

গবেষণা ও প্রাপ্ত তথ্যাদি দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, বীমা ব্যবসা মানিলন্ডারিংয়ের জন্যে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তবে সব ধরনের বীমাপণ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সমান নয়। কিছু কিছু বীমাপণ্য ও স্কিম মানিলন্ডারারদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এরূপ ঝুঁকির স্বল্পতা বা আধিক্য নির্ভর করে স্কিমের জটিলতা, মেয়াদ, ধরন, চুক্তির শর্ত এবং পরিশোধ প্রণালীর উপর। জীবন বীমা ও সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকির ধরনও ভিন্নতর। জীবন বীমার ঝুঁকিগুলো আবর্তিত হয় মুনাফাযুক্ত এককালীন প্রিমিয়াম প্রদানের সুবিধা, পরিবর্তনশীল ইক্যুয়িটি সুবিধা, হস্তান্তরের সুবিধা, মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সারেন্ডারের বা নতুন বেনিফিশিয়ারি নির্ধারণের সুবিধা এবং জামানত হিসেবে ব্যবহারের সুবিধা সম্বলিত পলিসিগুলোকে ঘিরে। আবার সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে স্ফীত বা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন দাবী, বীমাচুক্তি বাতিলপূর্বক প্রিমিয়ামের চেক দাবী, অতিরিক্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করে তা ফেরত প্রদানের অনুরোধ এবং বীমামূল্য কম দেখিয়ে প্রতারণার সুযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলো বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান বা মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও মানিলন্ডারিং করার আশংকা থাকে।

আমরা জানি, বিশ্বব্যাপী মানিলন্ডালিং অপরাধ দমন করার লক্ষ্যে পৃথিবীকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং একটি করে তদারককারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। অত্র এলাকার তদারককারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং বা এপিজি। আবার বাংলাদেশে বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(ব)(ই) ধারা অনুসারে বীমাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই আইনের ২৫(১) ধারা অনুসারে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য নিম্নরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এগুলো হলো: (ক) গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ বা কেওয়াইসি করা; (খ) কোনো গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হলেও কমপক্ষে পাঁচ বছর পর্যন্ত তার হিসাবের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা; (গ) সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা এবং (৪) সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলে তা নিজের উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করা। গ্রাহকদের কেওয়াইসি সঠিকভাবে করতে হলে নির্ভরযোগ্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আবার এসব তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রেও যথাযথ এবং উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করতে

ভাইস চেয়ারম্যান
এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এবং
প্রাক্তন ডেপুটি হেড বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

হবে। গ্রাহকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি, পরিধি ও লেনদেনকৃত অর্থের উৎস জানতে হবে, হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কে জানতে হবে। বড় বড় গ্রাহকদের ক্ষেত্রে চলমান মনিটরিং বহাল রাখতে হবে। আবার কেউ যাতে ভুয়া নামে বা ঠিকানায় পলিসি ক্রয় করতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (Politically Exposed Persons: PEPs) হিসাব মনিটরিং করার বিধান চালু হয়েছে। সুতরাং উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এবং নন-কো-অপারেটিভ দেশ বা অঞ্চলের পলিসি গ্রাহকদের ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বীমাখাতে মানিলন্ডারিং বন্ধ করার অন্যতম কৌশল গ্রাহকের লেনদেন মনিটরিং করা। বীমাচুক্তির সুবিধাভোগী পরিবর্তন, বীমার মূল্য ও প্রিমিয়াম পরিশোধ সম্পর্কিত নির্দেশনার পরিবর্তন, নগদ লেনদেন বা বড় অংকের একক প্রিমিয়াম প্রদান, প্রিমিয়ামদাতার সঙ্গে বীমা পলিসি গ্রাহকের সম্পর্ক অস্পষ্ট থাকা, বীমার অর্থ মেয়াদ পূর্তির আগেই প্রদানের অনুরোধ, মেয়াদ পূর্তির আগে পলিসি স্থগিত করা বা মেয়াদ পরিবর্তন করা এবং পলিসি জামানত রেখে ঋণ গ্রহণের আবেদন করার বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং পরীক্ষা করতে হবে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারার বা সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসে অর্থায়নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জাতিসংঘ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে থাকে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত নিষেধাজ্ঞা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো অবস্থাতেই বীমাসেবা প্রদান করা যাবে না। সুতরাং প্রতিটি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকেই জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাভিত্তিক পরীক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। বীমা পলিসি গ্রাহকদের লেনদেন ও কার্যক্রম দেখে বীমাকারীর মনে কখনো কখনো সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারায় 'সন্দেহজনক লেনদেন' এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে: (১) যা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরন হতে ভিন্ন; (২) যে লেনদেন সম্পর্কে এরূপ ধারণা হয় যে, এই অর্থ কোনো অপরাধ হতে অর্জিত এবং এই অর্থ কোনো সন্ত্রাসী কাজে, কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোনো সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন। এক্ষেত্রে বীমা পলিসি গ্রহীতার লেনদেন বা কার্যকলাপ দেখে যদি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের উপরোক্তরূপ সন্দেহ হয় তাহলে নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে জানাতে হবে। এরূপ জানানোকে বলা হয় সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং বা এসটিআর। কোনো বীমাকারী সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েও রিপোর্ট না করলে মানিলন্ডারিং অপরাধে অপরাধী হতে পারে। তাই নিজের এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করার একটি সংস্কৃতি চালু রাখা প্রয়োজন।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা তথা নিজ প্রতিষ্ঠানকে কলুষমুক্ত রাখার প্রয়োজনে প্রতিটি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। পলিসি-গ্রাহকের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও স্বাভাবিক লেনদেন সম্পর্কে একটি ধারণা থাকলেই তার অস্বাভাবিক কার্যক্রম ও অস্বাভাবিক লেনদেন উদঘাটন করা সম্ভব। এজন্য পলিসি গ্রাহকের প্রকৃত পেশা এবং পলিসির ধরন জানা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হতে পারে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, একজন পলিসি গ্রাহক অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করে সে টাকা দিয়ে দশ বছর মেয়াদী একটা পলিসি গ্রহণ করলেন। এক বছর পর তিনি পলিসিটা ভাঙ্গিয়ে বীমাকারীর নিকট হতে একটি চেক গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রে তিনি চেকটি ব্যাংকে জমা দেবেন; তবে ব্যাংকের মনে কোনো প্রশ্নের বা সন্দেহের উদ্রেগ হবে না। কারণ ,এটি একটি বীমা কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত চেক। সঙ্গত কারণেই লোকটির অবৈধ অর্থ সকলের কাছে বৈধ অর্থ বলে প্রতীয়মান হবে। এভাবেই বীমা কোম্পানি তাকে মানিলন্ডারিং করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে ফেলল যা প্রকৃতপক্ষে বীমাকারীর ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং অপরাধ হয়েছে বলে গণ্য হবে। মানিলন্ডারিং একটি জামিন-অযোগ্য অপরাধ।

বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম ফেরত এবং আপাতদৃষ্টিতে ভুলবশত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম জমা দিয়ে ফেলার ঘটনাটি বেশী ঘটে থাকে বলে গবেষকদের ধারণা। এসব বিবেচনায় বীমার ক্ষেত্রে সন্দেহের নিদর্শকসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- নিজ এলাকায় বিভিন্ন বীমা কোম্পানির অফিস থাকা সত্তেও দূরবর্তী কোনো স্থানে বীমা পলিসি ক্রয় করা;
- পলিসি গ্রহীতার স্বাভাবিক ব্যবসার বাইরে অন্য কোনো কাজের ওপর পলিসি গ্রহণ করা;
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন আইনসমূহ দুর্বল এমন দেশের এজেন্ট বা বীমাকারীর মাধ্যমে পলিসি ক্রয় করা;
- তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা অহেতুক বিলম্ব করা;
- গ্রাহক নিজে থেকেই অস্বাভাবিক শর্ত মেনে নেওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন;
- ব্রোকারেজ ফার্ম বা অনিবাসী হিসাব হতে অর্থ পরিশোধ;

- ইন্স্যুরেন্স পলিসি ও প্রিমিয়ামের সামঞ্জস্যহীনতা;
- কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে বা পলিসি গ্রহীতার সঙ্গে অস্পষ্ট সম্পর্কযুক্ত মানুষকে নমিনি করা বা টাকা প্রদানের জন্য ক্ষমতার্পন করা;
- ক্ষতি মেনে নিয়েও মেয়াদপূর্তির আগে পলিসি ভাঙ্গিয়ে ফেলা;
- পলিসির বেনিফিসিয়ারি পরিবর্তন করা;
- পলিসি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের চেক প্রদান করা;
- যে কোনোভাবে পলিসির অর্থ বিদেশে পাঠানোর অনুরোধ করা এবং
- একই ব্যক্তির একই ফার্মে বা বিভিন্ন ফার্মে অনেকগুলো পলিসি থাকা।

বীমাখাতের সন্দেজনক লেনদেন নিরূপণ করার ক্ষেত্রে এই নিদর্শকগুলো ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগতে পারে। ইদানিং কেওয়াইসির পাশাপাশি কেওয়াইই নিয়েও কথা হচ্ছে। কেওয়াইই মানে হচ্ছে Know Your Employee। বীমাকারীর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারি মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের কাজে জড়িত আছে কিনা তাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার দায়িত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বীমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) কাজ করছে। দেশের বীমাখাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বীমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিরোধমূলক কাজকে জোরদার করার মাধ্যমে দক্ষ বীমাবাজার এবং মানিলন্ডারিংমুক্ত বীমাখাত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রতিটি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানেই দক্ষ জনবল গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর এজন্য প্রয়োজন দেশে-বিদেশে কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন। দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা ও জিরো টলারেন্স নীতি দেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সহায়ক। সরকারের নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভবিষ্যতেও তাদের অনুরূপ আন্তরিকতা এবং দক্ষ মনিটরিং দেশে কল্যাণমুখী বীমা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশে মোটর ইন্স্যুরেন্সের বাধ্যবাধকতা

এ কে এম মনিরুল হক

সভ্য সমাজের অনেকগুলো মানদন্ডের অন্যতম প্রধান মানদন্ড হচ্ছে দায়বদ্ধতা (Liability)। নিজের এবং অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। যে দেশের জনগণ ও সমাজের দায়বদ্ধতা বেশি সেই দেশ তত সভ্য। আর এই দায়বদ্ধতা পালনকে সহজ করার জন্য আধুনিক অর্থনীতিতে লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্সের উদ্ভব হয়েছে। তাই প্রথমে আমাদের এই মর্মে একমত হতে হবে যে নিজেকে সভ্য সমাজের অংশ হিসেবে দাবিদার হতে হলে, রাস্তায় গাড়ি চালাতে হলে আমরা আমাদের দায়বদ্ধতাকে এড়াতে পারি না, বিশেষ করে গাড়ি চালাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ আর তৃতীয় পক্ষের সম্পদের হেফাজত আমাদের দায়িত্ব। গাড়ির যে কোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বা সম্পদের ক্ষতিপূরণ গাড়ির মালিককে বহন করতে হবে। গাড়ির মালিক এই ক্ষতি আধুনিক অর্থনীতির একটি হাতিয়ার বীমার মাধ্যমে পূরণ করবেন। সেই কারণে রাস্তায় গাড়ি নামাতে বা চালাতে হলে মোটর বীমা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মোটর কম্প্রেহেন্সিভ ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ কঠিন হলেও অন্ততপক্ষে মোটর লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা উচিত।

বাংলাদেশে কোনো মোটর দুর্ঘটনার পর যে পক্ষ বেশি সম্পৃক্ত হন তারা হচ্ছে থার্ডপার্টি অর্থাৎ আমজনতা। তারা দূর্ঘটনার জন্য দায়ী গাড়ীর ক্ষতিসাধন করে কিন্তু নিজেদের আর্থিক সুরক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে হবে। দুর্ঘটনার পর যাত্রী বা রাস্তার পথচারীদের ক্ষতিপূরণ, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বা চিকিৎসাজনিত খরচ, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা থাকলে গাড়ীর ক্ষতিসাধন না করে বীমা দারি পাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী হবে। মারমুখী জনতার রোষ থেকে বাঁচার জন্য পালাতে গিয়ে ড্রাইভার আরো এক্সিডেন্ট করে বসে। লায়াবিলিটি মোটর বীমার উপর গুরুত্বারোপ বা বাধ্যতামূলক করা হলে এসব প্রবণতা কমবে বলে আশা করা যায়। যদি রাস্তায় অথবা অন্য যে কোনো স্থানে মোটর চালিত যানবাহন/পণ্যবাহন নিয়ে যান (মালিক অথবা ড্রাইভার অথবা দুজনই), তাহলে সম্ভাব্য দু'টো-দায়' (লায়াবিলিটি) থাকবে। কোনো দুর্ঘটনায় যানবাহন/পণ্যবাহন পতিত হলেই মালিক বা ড্রাইভার হিসেবে একক অথবা যৌথ ভাবে ক্রিমিনাল, সিভিল অথবা এই দু'টোতেই লায়াবল হতে পারে। দুর্ঘটনায় পতিত যানবাহন অথবা পণ্যবাহন অন্য মানুষের (যাত্রী, বাইরের সাধারণ মানুষ) প্রাণহানি বা অঙ্গহানি বা আহত করতে পারে। তাছাড়া অন্যের সম্পত্তির (বাড়ী, গাড়ী, পণ্য) ক্ষতিসাধন করতে পারে।

আদালত সিভিল লায়াবিলিটি এর বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি এর বিপরীতে জেল / আর্থিক ক্ষতিপূরণ অথবা দু'টোর রায়ই দিতে পারে। ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে সিভিল লায়াবিলিটি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বীমার ব্যবস্থা আছে। যানবাহন / পণ্যবাহনের দুই ধরনের বীমাপত্র (পলিসি) বিক্রি হয়। একটা হলো শুধুমাত্র চালক, যাত্রী, রাস্তার বা বাইরের সাধারণ মানুষের জান আর মাল। একে বলা হয় থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স। দ্বিতীয় ধরনের বীমাপত্রকে কমপ্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স বলা হয়। এতে থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি এর সাথে সাথে আপনার যানবাহন / পণ্যবাহনের ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি কমপ্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স কিনলে আর থার্ড-পার্টি ইন্স্যুরেন্স কেনার দরকার নেই।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ধারা ৬০ এর উপধারা ১, ২, ৩ মতে তৃতীয় পক্ষ বীমা বা থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কথাটা খুব সম্ভব ঠিক নয়। কেননা এই আইনের ধারা/উপধারার ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলে অনেক বীমা বিশেষজ্ঞ মনে করেন। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ধারা ৬০, মোটরযানের 'দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা এবং বীমা' সংক্রান্ত। এই ধারাতে মোট ৪টি উপধারা আছে যা নিম্নরূপ :-

(১) কোনো মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করিলে তাহার মালিকানাধীন যে কোনো মোটরযানের জন্য যে সংখ্যক যাত্রী পরিবহনের জন্য নির্দিষ্টকৃত তাহাদের জীবন ও সম্পদের বীমা করিতে পারিবে।

(২) মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান উহার অধীন পরিচালিত মোটরযানের জন্য যথানিয়মে বীমা করিবেন এবং মোটরযানের ক্ষতি বা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি বীমার আওতাভুক্ত থাকিবে এবং বীমাকারী কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

চেয়ারম্যান
নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

(৩) মোটরযান দুর্ঘটনায় পতিত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা নষ্ট হইলে উক্ত মোটরযানের জন্য ধারা ৫৩ এর অধীন গঠিত আর্থিক সহায়তা তহবিল হইতে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না।

(৪) বীমার শর্ত, বীমার দায়-দায়িত্বের সীমা, বীমার দেউলিয়াত্ব, বীমা-দাবী পরিশোধ, বিরোধ-নিষ্পত্তি, বীমা সনদের কার্যকারিতা ও উহা হস্তান্তর, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

উপধারা ১ এবং ২ বীমাপত্র কেনা বাধ্যতামূলক কি না, যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে কোনো ধরনের বীমাপত্র কেনা বাধ্যতামূলক, আর বাধ্যতামূলক না হলে কোনো ধরনের বীমাপত্র কেনা বাধ্যতামূলক না তা বলা আছে। সম্প্রতি বিআরটিএ কর্তৃক জারিকৃত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইংরেজি তারিখের প্রজ্ঞাপনের চিঠিতে উপরোক্ত ৬০ ধারার ব্যাখ্যা দিয়ে সুস্পষ্টকরা হয়েছে যে থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স কেনা বাধ্যতামূলক নয়। আর সেজন্য কারো থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটিইন্স্যুরেন্স না থাকলে তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার সুযোগ নেই। ফলে একটা যানবাহন বা পণ্যবাহন আপনাকে অথবাআপনার প্রোপার্টি দুমড়েমুচড়ে দিলে ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ নেই। আগে তবুও মারা গেলে ২০ হাজার টাকা পাওয়া যেতো আর থার্ড পার্টির সম্পদের ক্ষতিতে ৫০ হাজার টাকা। উপধারা ১ এ বলা হয়েছে কোনো মোটরযানের মালিক ইচ্ছাকরিলেচ যতটা সিট সেই মোটরযানের যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করা (অর্থাৎ সিটিং ক্যাপাসিটি - ৬০ জন, ১০০ জন ইত্যাদি), তাহাদের জীবন ও সম্পদের বীমাচ করিতে পারিবে। এই ধারাটা অসম্পূর্ণ। এতে যাত্রীর জান, মালেরচ বীমা করাকেবাধ্যতামূলক করা হয়নি। মালিক যদি ইচ্ছে করেনচ যাত্রীর জান, মালের বীমাপত্র নিতে পারেন। এই উপধারাকে রেফারেন্স টেনে বিআরটিএ তার প্রজ্ঞাপনে বলেছে থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটিচ ইন্স্যুরেন্স কেনা সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ মোতাবেক বাধ্যতামূলক নাচ।

এই উপধারার অসম্পূর্ণতা হলো এতে শুধুমাত্র যাত্রীর জান, মালের বীমাপত্র নিয়ে বলা হয়েছে। থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স শুধুমাত্র যাত্রীর জান ও মালের বীমাপত্র না। এতে এই যাত্রীসহ বাইরের সাধারণ মানুষ (যেমন কোনো পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে বা চাকায় পিষে মেরে ফেলে) এবং তাদের সম্পত্তির (যেমন দোকান বা বাড়ী বা অন্য মোটরযান বা অন্য কোনো কিছু কে ধাক্কা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে), তাও থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি এর আওতাভুক্ত। সুতরাং এই ধারা এককভাবে অসম্পূর্ণ। উপধারা ২ তে বলা হয়েছে, মোটরযানের মালিক তার মোটরযানের যথানিয়মে বীমা করিবেন। যথানিয়ম বলতে কোনো নিয়ম বা কী নিয়ম, তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। এটা শাব্দিক অর্থ ধরে বলা যায় এখানে বীমা করাকে বাধ্যতামূলকচ করা হয়েছে। এখানে বীমা ইচ্ছাধীন নয়, যা আছে উপধারা ১ এ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কী বীমা করবে? এই উপধারায় বলা হচ্ছে মোটরযানের ক্ষতি বা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি বীমার আওতাভুক্ত থাকিবেচ। এটা পরিষ্কার করেই বলা হচ্ছে কমপ্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স নিতে হবে। কমপ্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স নিলে থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্সচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া হয়ে গেলো। আর তখন উপধারা ১ এ দেওয়া আংশিকচ থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স আর ঐচ্ছিক থাকে না। উপধারা ২ এর উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় থার্ড-পার্টি লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্সচ নেওয়া ইচ্ছাধীন নয়। ঐচ্ছিক করতে হলে যাত্রীর জান আর মালেরচ সাথে অন্য থার্ড-পার্টি ও তাদের সম্পত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে। সাথে সাথে উপধারা ২ কে পরিষ্কার করতে হবে যথাযথ নিয়ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে। কমপ্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স বাধ্যতামূলক কে পাল্টাতে হবে। যদি উপধারা ১ ঐচ্ছিক না হয়, তাহলে বিআরটিএ এর আলোচ্য প্রজ্ঞাপনের ভিত্তি থাকে না আর তাদের তখন তার সংশোধনী দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে।

উপরন্তু সরকার, বিআরটিএ বা অন্য কোনো অথরিটি যানবাহনের বা পণ্যবাহনের সিভিল লায়াবিলিটি (লায়াবিলিটি আন্ডার টর্ট) রদ বা রহিত করতে পারেনা। যদি করে, তবে ভিক্টিম এর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উৎস কী তার প্রশ্ন থেকে যায়।

উপরে উল্লেখিত কথাগুলোকে যদি আমরা সরলীকরণ করি তা হলে বলতে হয়ঃ

১. মোটর বীমা বাধ্যতামূলক করা।

২. কম্প্রিহেন্সিভ মোটর বীমা যদি বাধ্যতামূলক করা হয় তবে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে প্রিমিয়াম, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি রুলস অব বিজনেসের নির্দেশনা দিতে হবে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

৩. কম্প্রিহেন্সিভ মোটর বীমাকে বাধ্যতামূলক না করে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে বিবেচনায় এনে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর আদলে বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন (বিআইএ) প্রস্তাবিত নতুন পরিকল্প অর্থাৎ Motor Liability Insurance কে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। যেন ন্যূনতম বীমা পলিসি নিয়ে মোটর মালিক তার দায়বদ্ধতাকে সামাল দিতে পারেন।

৪. বিআইএ প্রণীত Motor Liability Insurance পরিকল্পটি বাধ্যতামূলক করতে হলে-

ক. বর্তমান প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়াতে হবে

খ. বর্তমান ক্ষতিপূরণের অংক বাড়াতে হবে

গ. ক্ষতি বা দাবীপূরণের প্রক্রিয়াকে সহজিকরণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আদালতে স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করে ক্ষতিগ্রস্ত দের যথাশীঘ্র ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. নির্ধারিত সীমার পরও আদালতের ডিক্রির উপর প্রাধান্য দিয়ে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে। চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার মামলায় ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করে আদালত রায় দেন ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। গাড়ীর মালিক এই ভদ্রলোক যদি এই রায় সম্পর্কে জানতেন, তাহলে না খেয়ে হলেও ইন্সুরেন্স কিনতেন। কাল যদি, আল্লাহ না করু ক, এমন আরেক তারেক মাসুদ ওনার গাড়ীর সাথে ধাক্কা খান তখন কী হবে? যদি ইন্সুরেন্স থাকে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব কেননা আদালতের রায় বীমা কোম্পানি ও পুনঃবীমা কোম্পানিকে মানতে বাধ্য করতে আইন করা উচিত বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক ও তৃতীয় পক্ষের ক্ষতিপুরন সম্ভব। বর্তমানে আমাদের দেশে মোটর ভেহিক্যালের বিপরীতে কোনো ধরনের বীমার বাধ্যবাধকতা নেই। তাই জান-মালের নিরাপত্তায় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখার প্রত্যয়ে, ব্যাপক ঝুঁকি সম্মলিত Motor Comprehensive Insurance বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

যানবাহন ও সড়ক দূর্ঘটনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিআরটিএ-র তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে নিবন্ধিত ২০২১ সাল অক্টোবর পর্যন্ত ২০ ধরনের মোটরচালিত যানবাহনের সংখ্যা = ৪৯,০০,০০০ লক্ষের বেশি
- এর মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ মোটরসাইকেল ৩৪,১২,৭৩০টি যা নিবন্ধিত যানবাহনের প্রায় ৭০ শতাংশ।
- ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর ৪ (চার) লক্ষ বা এর অধিক মোটরযান নিবন্ধিত হচ্ছে।
- এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এআরআই) এবং বুয়েটের ২০২০ সালের গবেষণায় দেখা যায় যে, গত দুই দশকে ৫৮,২০৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৬,৯৮৭ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৮(আট) জন মানুষ রাস্তায় প্রাণ হারাচ্ছেন।
- যাত্রী কল্যাণ সমিতির পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট দুর্ঘটনার ৩১ শতাংশ মৃত্যু হয় মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় যার ৮০ শতাংশই কিশোর তরুণ যুবক, যারা দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারতো।
- গার্ডিয়ানের তথ্যনুযায়ী অনুযায়ী দেশের ১.২ বিলিয়ন পাউন্ডের ক্ষতি মত হয়। শুধুমাত্র সড়ক দুর্ঘটনার দরুন যা জিডিপির বৈদেশিক বরাদ্দের ২ শতাংশের সমান। আর ইউনেস্কোর (UNESCO) হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর ৩৮০০০ শিশু এতিম হয় সড়ক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।
- এছাড়া আহত হয়েছেন আরো কয়েকগুণ মানুষ, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই হয়েছেন চিরতরে পঙ্গু। তাই উপর্যুক্ত পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা অনুযায়ী মোটর বীমা বাধ্যতামূলক করা হলে-
- বিপুল পরিমাণে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পাবে ফলশ্রুতিতে বৃদ্ধি পাবে বীমা পেনিট্রেশন,
- প্রিমিয়াম বৃদ্ধির ফলে সরকারী কোষাগারে অর্থ জমার হারও বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ,
- সর্বোপরি জনগণের জান-মালের সঠিক নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে যা এদেশকে সভ্য সমাজের দায়বদ্ধতা রক্ষা করে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে যার জন্য বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতিতে বীমা শিল্প
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

শ্যামল কৃষ্ণ সরকার

নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। দেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ২৫৯১ মার্কিন ডলার এবং মোট জিডিপি ৪১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ১০% এর কাছাকাছি এবং জিডিপি বিগত বছর গুলোতে ৭.৫% এর কাছাকাছি হারে বেড়েছে। দেশের কাঠামোগত উন্নয়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অন্যান্য খাতের মতো বীমা খাত কি সে গতিতে তাল মিলাতে পারছে? বীমা শিল্পকে পিছনে রেখে অন্যান্য শিল্পের উন্নতি আসলেই কি টেকসই উন্নয়নের ধারক হতে পারবে? শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন দৈব দূর্বিপাক বা দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বীমা শিল্প সে আর্থিক ঝুঁকি বহন করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত এবং টেকসই করে। তবে পিছিয়ে পড়া বীমা শিল্প ক্রম-বিকাশমান বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে তাল মিলাতে পারছে কিনা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়-

- ২০২০ সালে হংকংয়ের মোট জিডিপিতে বীমা শিল্পের অবদান ছিল ২০.৮%, তাইওয়ানের ১৭.৪%, দক্ষিণ আফ্রিকার ১৩.৭%, যুক্তরাষ্ট্রের ১২%, দক্ষিণ কোরিয়ার ১১.৬%, ইংল্যান্ডে ১১.১% । আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতের বিশাল আকার জিডিপিতে বীমা শিল্পের অবদান ৪.২%, চীনের ৪.৫%, মালয়েশিয়ার ৫.৪%, থাইল্যান্ডের ৫.৩%। বিশ্ব জিডিপির ৭.৪% এসেছে বীমা খাত থেকে । তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান জিডিপিতে বীমা শিল্প অবদান রাখছে মাত্র ০.৪% (উৎস: The Business Standard & Insurance Information Institute)।
- বাংলাদেশে বীমা শিল্পের ভাবমূর্তির সংকট এবং বীমা বিষয়ে সচেতনতার অভাব এ শিল্পের জন্য বড় সংকটের কারণ। সাধারণ জনগণ এখনো বীমাকে সাদরে গ্রহণ করতে বা এর সুফল ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। দাবী মীমাংসায় দীর্ঘসূত্রিতা, গ্রাহক ভোগান্তি এ শিল্পের উন্নয়নের পথের কাঁটা। সরকার এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ চেষ্টায় পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও কাঙ্খিত সাফল্য এখনো আসেনি।
- Micro Insurance প্রান্তিক স্তরের গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো অন্যতম মাধ্যম। নিম্ন আয়ের মানুষকে বীমা সুফলের ভাগীদার করতে চাইলে Micro Insurance এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে অল্পকিছু Micro Insurance পলিসি চালু হয়েছে তবে এর প্রসার আশা ব্যঞ্জক নয়। মুজিব বর্ষে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা', 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' সহ অন্যান্য Micro Insurance গুলোর ব্যাপক প্রচার সম্ভব হলে এদেশের সকল স্তরের মানুষ বীমা সুবিধা ভোগে আগ্রহী হবেন।
- যানবাহনের বীমার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী সকল রাষ্ট্রে বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাংলাদেশে বর্তমানে এই বাধ্যবাধকতা না থাকায় যানবাহন ও তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি, ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাংঘর্ষিক। দূর্ঘটনা অনিবার্য নিয়তি, যা প্রতিহত করা সম্ভব না হলেও বীমার মাধ্যমে ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব। মটর বীমার বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ বীমা খাতটিও হুমকির মুখে রয়েছে।

সহকারী ব্যবস্থাপক,
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

- দাবী নিষ্পত্তিতে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। তবে পরিতাপের বিষয় জরিপকারী প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান, বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ কারী সংস্থার সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও সকল স্তরে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। জরীপে ক্ষতির প্রকৃত বিষয় উঠে আসে এবং যার উপর ভিত্তি করে বীমাদাবী পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে জরিপকারীর অদক্ষতার বিষয়টি সামনে আসে যা এদেশের বীমা শিল্পের জন্য ক্ষতিকারক।
- বীমা শিল্পে দক্ষ কর্মীর সংকট বহুদিনের। পিছিয়ে থাকা এ শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে, দেশের টেকসই উন্নয়নের অংশীদার হতে দক্ষ বীমা কর্মী সৃষ্টি সময়ের দাবী। দক্ষ বীমা কর্মীর বৈদেশিক চাহিদাও রয়েছে ব্যাপক। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে দক্ষ বীমা কর্মী প্রেরণ করা গেলে তা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে।
- পুনঃবীমা বৈদেশিক লেনদেনের একটি মাধ্যম। বিশ্বায়নের যুগে ঝুঁকি হস্তান্তরে পুনঃবীমা দেশের সীমাকে অনেক আগেই পার করেছে। আমাদের দেশের সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবত দেশে ও বিদেশে পুনঃবীমা চালু রয়েছে। তবে বীমা শিল্পে বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে দেশের মধ্যে আন্ত প্রতিষ্ঠান পুনঃবীমা চালু বা সাধারণ পুলের মাধ্যমে পুনঃবীমা এখন জরুরী হয়ে পড়েছে।

প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা থেকে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের বীমা খাত। দেশের উন্নয়নের সাথে তাল মিলাতে এ খাত এখন পূর্ণরূপে সফল হতে পারেনি । বাংলাদেশের উন্নতি দৃশ্যমান, তবে এই উন্নতির স্থিতিশীলতার পেছনে বীমা শিল্পের ব্যাপকভাবে অবদান রাখার সুযোগ আছে। দূর্ঘটনা অনিবার্য নিয়তি, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দূর্ঘটনা দেশের উন্নয়নের পথে বাধা হতে পারে। যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের বর্তমান উন্নতি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। একমাত্র বীমা শিল্পই পারে সকল সম্পদের ঝুঁকি গ্রহণ করে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করতে। সকল উন্নয়নের পেছনে থেকে অদৃশ্য শক্তি হিসেবে নিরাপত্তা বিধান করতে। বীমা শিল্পের উন্নতি ব্যতিরেকে সার্বিক টেকসই উন্নয়ন অকল্পনীয়। তবে এখনো সময় আছে বীমা শিল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নীত করার। যাতে তাৎক্ষণিক ক্ষতি পুষিয়ে উঠার স্বক্ষমতা অর্জন করে দেশ এবং পরিণত হতে পারে টেকসই অর্থনীতির দেশে। বর্তমান সরকার বীমা শিল্প উন্নয়নের বিষয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উন্নয়নে অগ্রাধিকার পাচ্ছে এ খাত। তারই অংশ হিসেবে বীমা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পালিত হচ্ছে বীমা দিবস। সর্বোপরি বাংলাদেশের বীমা শিল্প এগিয়ে যাক, বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতি উন্নয়নের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করুক আর বীমা শিল্প হোক সেই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক এটাই প্রত্যাশা।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমাঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকের ঘুরে দাড়ানোর প্রেরণা

মোঃ আবদুল করিম

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রায় ৪৮% লোক সরাসরি কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটা প্রকৃতি নির্ভর। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রায় প্রতি বছর সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি উৎপাদন যেমন ব্যহত হয় তেমনি কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রায়শই নিঃস্ব সর্বশান্ত হয়ে হাহাকার করতে থাকে। গত ২০ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৯৫ জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ২৭%। অথচ ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৬.৩%, ২০১৮ সালে ১৩.৭% এবং ২০১৯ সালে আরো করে দাঁড়ায় ১২.৬৮%। বলা বাহুল্য এর প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব। তবে কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকারে নানামুখী উদ্যোগের ফলে এদেশের কৃষি সেক্টর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ২০২১ সালে দেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.২৩%-এ উন্নীত হয়। ব্যাপক জনগোষ্ঠী ও তাদের মৌলিক এই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সংশিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি অনাবৃত রেখে দেশের Sustainable Development সম্ভব নয়। তাই জলবায়ু পরিববর্তন-এর প্রভাব জনিত সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ঝুঁকি রূপান্তরপূর্বক দেশে কৃষি তথা শস্য বীমা চালু করে এগিয়ে নেয়া সময়ের দাবী।

বাংলাদেশে শস্য বীমার গোড়ার কথা

বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতিতে নন-লাইফ ইন্সুরেন্সের পেনিট্রেশনের হার খুবই নগণ্য। যদিও কৃষি দেশের অর্থনীতির প্রধান খাত, তথাপি মটর, নৌ, অগ্নি বীমা যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেই তুলনায় কৃষি বীমা কৃষকদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম ট্রেডিশনাল শস্য বীমা চালু করে। কিন্তু অতিমাত্রায় অপারেশনাল কস্ট, মর‍্যাল হ্যাজার্ড, জনসচেতনতা অভাব এবং পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা অভাবে কৃষকদের মধ্যে কৃষি বীমার চাহিদা গড়ে উঠেনি। তাছাড়া প্রায় প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে সহজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না থাকার ফলে দাবী পরিশোধের হার হয়ে উঠে অসহনীয় (প্রায় ৫০০%) ফলশ্রুতিতে কৃষি বীমা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চালুর চেষ্টা করলেও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি বেসরকারী ন-লাইফ বীমা কোম্পানী থাকলেও ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষি বীমা প্রচলনে কোন কোম্পানী এগিয়ে আসেনি। তবে আশার কথা হলো ২০১৪ সালের পরে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পাশাপাশি দু-একটি বীমা কোম্পানী শস্য বীমা প্রচলনের কাজ শুরু করেছে।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রচলন ও জনমূখী করার লক্ষ্যে সম্প্রতি গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমার ধারনাঃ

জলবায়ু পরিববর্তন-এর প্রভাব জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ট্রেডিশনাল শস্য বীমার সমস্যা ও বাঁধার বিষয়গুলি বিবেচনা নিয়ে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা হতে পারে কৃষি সেক্টরের আবহাওয়া জনিত ঝুঁকি স্থানান্তরের একটি কার্যকর হাতিয়ার।

ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
বিপনন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ

- আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি গাণিতিক ধারণা। মেট্রোলজিস্ট ও এ্যগ্রোনোমিস্টের পরামর্শ মোতাবেক অতীতের ২০-৩০ বৎসরের আবহাওয়া ডাটা ও ফসল উৎপাদনে ডাটার তুলনামূলক সম্পর্কে ভিত্তিতে বীমা প্রোডাক্ট প্রনয়ন করা হয় এবং লস রেসিও অনুযায়ী প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ করা হয়।
- একটি নির্দিষ্ট স্থানের আবহাওয়ার তথ্য যেমন- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, তাপমাত্রা ইত্যাদি রিয়েল টাইম ডাটার সংরক্ষণ ও গণনার ভিত্তিতে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। যা প্রকৃত ক্ষতির নিরীখে নয়।

- আবহাওয়া সূচকভত্তিকি শস্য বীমায় দেখা যায় এটি -
- সহজ ও স্বচ্ছ পদ্ধতি;
- দাবী নিরূপণ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ;
- অতি অল্প সময়ের মধ্যে দাবী পরিশোধ করা যায়;
- প্রশাসনিক খরচ কম, ফলে প্রিমিয়ামও অপেক্ষাকৃত কম; ও
- আন্তর্জাতিক পুনঃবীমাকরণের সুবিধা।

এডিবি'র সহায়তায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদেরকে ক্ষয়ক্ষতি উত্তর স্বাবলম্বী হয়ে তাদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড সচল রাখার জন্য অর্থ মন্ত্রনালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সহযোগিতা করে। পরীক্ষামূলক আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রকল্প বাস্তবায়নে সাবীকের অভিজ্ঞতা নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের আওতায় খরাপ্রবন অঞ্চল হিসাবে রাজশাহী, বন্যা প্রবন অঞ্চল হিসাবে সিরাজগঞ্জ এবং সাইক্লোন প্রবন অঞ্চল হিসাবে নোয়াখালী এই ৩টি জেলার ২০টি উপজেলা ২০টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন (AWS) স্থাপন করা হয়েছে;
- ১৬,৪২৬ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে বিভিন্ন সেমিনার ও FGD'র মাধ্যমে জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি ও কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরীক্ষামূলক আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বীমা সম্পর্কে Sensitize করার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকা ৭টি পাইলটিং-এর অধীনে ৯,৭০০ কৃষকের মধ্যে আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বীমার (WIBCI) পলিসি ইস্যু করা হয়েছে;

- ৮,২৩৬ টি পলিসির বিপরীতে কৃষকদেরকে দাবী পরিশোধ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর-এর আবহাওয়া স্টেশন ডাটা, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত AWS ডাটা এবং স্যাটেলাইট ভিত্তিক Remote Sensing ডাটার ভিত্তিতে প্রণীত WIBCI পলিসিতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি (খরা), অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা, ঝড় এবং Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ইত্যাদি ঝুঁকি কভার করে বোরো, আমন, আলু, পটল ও মরিচ মোট ৫টি ফসলকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে;
- দাবীর অংক ছোট ছোট আকারের হওয়ায় মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ) ব্যবহার করে কৃষকদেরকে সহজে ও দ্রুততম সময়ে পরিশোধ করা হয়।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'হাওড় বন্যা সূচক শস্য বীমাঃ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হাওড় এলাকা মেঘালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের কৃষকদের উপাদিত ফসল ঘরে তোলার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে প্রায়শঃ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও অপ্রত্যাশিত পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যা (Flash Flood) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আকস্মিক বন্যার অন্যতম কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত। আর এই বৃষ্টিপাতে সঞ্চিত পানির প্রবাহের একমাত্র পথ হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জলধারা। পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় এই এলাকা মানুষের জীবন-জীবিকা করে তোলে বিপর্যস্ত। তাই পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় (Flash Flood) ফসলের ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ক্ষতিতে রূপান্তর করে হাওড় অঞ্চলের কৃষকদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ২০২০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে **'হাওড় বন্যা সূচক শস্য বীমা'**। এ বীমার আওতায় বোরো মৌসুমে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় ২০২০ সালে ৪১৫ জন ও ২০২১ সালে ৫২৫ কৃষককে এই বীমার আওতায় আনা হয়েছে। MODIS Satellite Data ব্যবহার করে আবহাওয়া প্যারামিটার হিসাবে Percent of inundated areas as total geographical area (3*3) km ধরে এই বীমা পলিসি প্রণীত হয়েছে।

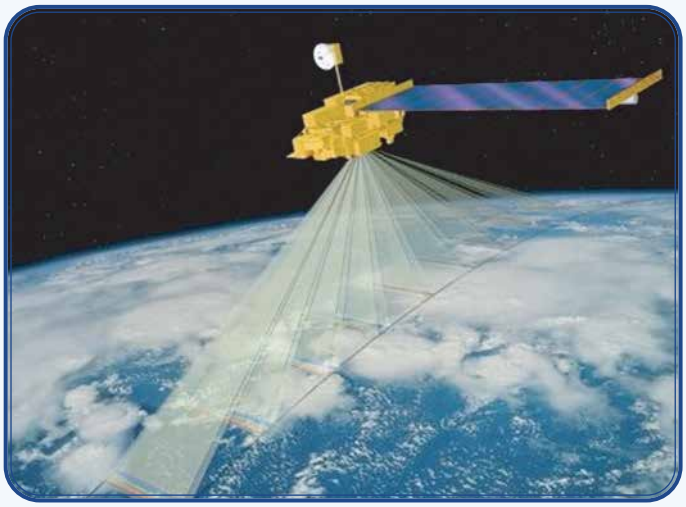

সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন কর্তৃক সুরক্ষা আওতায় গৃহীত পদক্ষেপঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষকদের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সুইস দূতাবাস অর্থায়নে সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন ফর সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার কর্তৃক ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাস্তবায়িত 'Promoting Risk Mitigation Measures for Climate Change Adaptation' (সুরক্ষা)' প্রকল্প আওতায় সাধারন বীমা কর্পোরেশন এবং গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড বাণিজ্যিকভাবে আবহাওয়া সূচক শস্য বীমা পলিসি ইস্যু করছে। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ২১৪ হাজার কৃষকের আমন ধান, বোরো ধান, আলু, ভুট্টা এবং শিমের ফসলের বীমা করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩২ মহিলা কৃষক। বিভিন্ন বিতরণ চ্যানেল যেমন - ব্র্যাক সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম, জিবিকে এন্টারপ্রাইজ এবং ইজেএবি এগ্রো লিমিটেড ইত্যাদি ব্যবহার করে এই আবহাওয়া সূচক শস্য বীমা পলিসি কৃষকদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে

দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলাতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০০ হাজারেরও বেশি কৃষকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে শস্য বীমার গুরুত্ব এবং সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পরিবেশক এবং বীমা কোম্পানির ২৫০ টিরও বেশি কর্মীকে আবহাওয়া সূচক-ভিত্তিক বীমা এবং এর পদ্ধতির উপর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা কৃষকদের কাছে এই বীমা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারনা করছে। বীমা নিষ্পত্তির জন্য বীমাকৃত কৃষকদের ২০ লাখ টাকারও বেশি ক্ষতিপুরণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

আইএফসি - গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোং কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সার্বিক সহায়তায় বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোং গ্রিডেড বৃষ্টিপাত-এর উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্রাকারে আবহাওয়া সূচকভিত্তি শস্য বীমা চালু করেছে। তারা ছোট ছোট আকারে কয়েকটি পাইলটিং সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে তারা ক্ষুদ্র পরিসরে শস্য বীমা চালু রেখেছে।

অক্সফাম-প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোং কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পাইলটিং বেসিসে সিরাজগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত ১৪টি গ্রামে ১৬৬১ টি কৃষক পরিবারকে বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে বন্যা সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু করেছে। বর্তমানে তারা কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে কাজ করছে।

শস্য বীমা চালুর যৌক্তিকতাঃ

যে কোন সেক্টরকে সফল ও টেকসই বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূপান্তরের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো কার্যকরভাবে ঝুঁকি হ্রাস/স্থানান্তর করা। আর ঝুঁকি স্থানান্তরের প্রধান উপায় হলো বীমা। এ যাবত পরিচালিত শস্য বীমা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত কারণে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু

- প্রতিনিয়ত আর্থিক ও প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা করেও কৃষি সেক্টর আজ বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূপান্তরের জন্য এ জাতীয় শস্য বীমা অত্যন্ত কার্যকর;
- যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগে ফসলহানি হলে তা রোধ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বীমা করা থাকলে কৃষকদেরকে অন্তত উৎপাদন খরচের সমপরিমাণ আর্থিকভাবে ক্ষতিপুরণ করা সম্ভব। এতে কৃষকদের মনোবল চাঙ্গা থাকবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততার অনুপাতে কৃষকেরা যে পরিমাণ ত্রাণ বা সাহায্য পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই যৎসামান্য তাও যথাসময়ে পায় না। তাই রিলিফ বা সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে না

থেকে দূর্যোগ পরবর্তীকালে বীমা দাবী থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে;

- রাষ্ট্র তথা সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা চাপ কমে, বাজেট বর্হিভূত/অতিরিক্ত দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব;
- ব্যাংক, এনজিও এমএফআই সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কৃষি লোনের রিকভারী রেট ও গুণগত উন্নয়নের পাশাপাশি ঋণগ্রহীতার পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়;
- বিভিন্ন আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা'র পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে কৃষকের কৃষি আয়ের নিশ্চয়তা ঠিক রাখতে শস্য বীমা অত্যন্ত কার্যকরী।

শস্য বীমা বাস্তবায়েনে প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জঃ

এ যাবত পরিচালিত শস্য বীমা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই ধরনের শস্য বীমার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন - বীমা বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব ও নেতিবাচক ধারনা, কৃষকের আর্থিক অসচ্চলতা, বীমা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব, কারিগরি দক্ষতা ও তথ্যে অভাব, অবকাঠামোর অনুপস্থিতি, যথাযথ বিতরনের মাধাম গড়ে না উঠা এবং সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের অনাগ্রহ ইত্যাদি।

প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশঃ জাতীয় অর্থনীতি মজবুত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে ফসল হানির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি তথা শস্য বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই এই বীমা পরিকল্প বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করতে হলে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ গুলোর উপর জোর দেয়া একান্তভাবে প্রয়োজনঃ

- রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও দিক নির্দেশনায় সংশিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন - ডি.এ.ই, উপজেলা কৃষি অফিস, কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি,বাংলাদেশ হাওড় ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, এমএফআই, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এগ্রিগেটদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে কৃষি / শস্য বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। কেননা মাটপর্যায়ে কৃষকদের নিকট কৃষি কর্মকর্তাদের ব্যপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।
- শস্য বীমাকে কার্যকর উপায়ে বাস্তবায়নকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় সাবসিডির ব্যবস্থা রাখা এবং প্রিমিয়ামে আরোপিত ভ্যাট মওকুফ করা যেতে পারে। সাবসিডি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে একটি ফান্ড গঠন করে বীমা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কৃষকদের বীমা গ্রহণে আগ্রহী করতে প্রিমিয়ামে আর্থিক সহায়তা হিসাবে ভর্তুকি (Subsidy) প্রদান করা যেতে পারে;
- শস্য বীমা প্রোডাক্টডিজাইন ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের নিমিত্তে সংশিষ্ট সকল স্টোকহোল্ডারদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সকল ডাটা Free of cost ও সহজবোধ্যভাবে নির্ভুল ডাটা নিশ্চিত করণার্থে একটি কমন ডাটা প্লাটফর্ম (e - Flatform for common Data) তৈরী করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন ব্যাংক এবং এনজিও-এমএফআইকে বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার ও বিতরণকৃত কৃষি ঋণের সাথে শস্য বীমাকে বাধ্যতামূলক বান্ডেল প্রোডাক্টহিসাবে চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে;
- প্রিমিয়াম কালেকশন ও উত্থাপিত দাবীর অংক কৃষকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং চ্যানেলকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- PPP-এর ভিত্তিতে সরকারি বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানিকে শস্য বীমা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- শস্য বীমা ও গবাদি পশু বীমাসহ সংশিষ্ট বিভিন্ন ধরণের কৃষি বীমার জন্য কৃষিবান্ধব রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা যেতে পারে; এবং
- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শস্য বীমা প্রোডাক্টপ্রণয়নপূর্বক Trial & Error এর ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় পাইলটিং বাস্তবায়নপূর্বক হাওড় শস্য বীমার একটি স্থায়ী ও টেকসই মডেল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু করার সম্ভাবনা

দেশের জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের উলেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। কিন্তু প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্নিঝড়, খরা, বন্যা, Flash flood ইত্যাদি কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের জানমাল ও ফসলাদি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলো আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে একবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে দেখা দেয় সামাজিক অস্থিরতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর আর্থিক দূরাবস্থার কারণে কৃষকগণ স্বাভাবিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা পূণর্গঠন করতে পারে না, ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির উপর চাপ পড়ে। এহেন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিগত বছরগুলোতে জিডিপিতে কৃষির অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকায় সরকার দেশের কৃষি উন্নয়নে নানামুখী সরকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ত্রান, নগদ সহায়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি। তবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষকগণ যদি নিজেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেটাই হলো টেকসই সমাধান। তার জন্য কৃষকদের অনাকাঙ্খিত অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারে অর্থাৎ কৃষি সেক্টরে প্রাকৃতিক দূর্যোগে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ক্ষতিতে (Insurable Loss) রুপান্তর করে ঝুঁকি গ্রহণকারী বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাদের ঝুঁকি স্থানান্তর করে আর্থিক ব্যাকআপ দেয় তবেই তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য শস্য বীমা বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ের উঠার লক্ষ্যে শস্য বীমা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা গেলে দুর্যোগকালীন সময়ে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলেও বীমা থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহযোগিতা দেয়া সম্ভব হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি বীমা ছড়িয়ে দিতে পারলে এর প্রিমিয়ামের হার কমে আসবে এবং নন-লাইফ বীমা পেনিট্রেশনের বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বৈদেশিক পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট পুনঃবীমা করা থাকলে ক্ষয়ক্ষতির উদ্ভব হলে বৈদেশিক পুনঃবীমাকারীর নিকট থেকে একটা বড় অংশ আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে যোগ করা সম্ভব। ফলে দুর্যোগকালীন সময়ও কৃষকদের আয় স্থির থাকবে ও কৃষকগণ তাদের মনোবল ফিরে পাবেন এবং পূর্ণোদ্যমে পুনরায় কৃষি উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারবেন। এতে দেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। সামগ্রিকভাবে কৃষি তথা দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে।

জাতির পিতার সাথে বীমা খাতের কিছু স্মৃতি

বীমায় বঙ্গবন্ধু

আলফা ইন্স্যুরেন্স অফিস, ১৪ জিন্নাহ এ্যাভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ) : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহামন, ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও আলফা ইন্স্যুরেন্সের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

Mr. Golam Mowla, Managing Director, Great Eastern Insurance Co. Ltd. gave a dinner in honour of the delegates attending the R.C.D. Re-insurance meetings. In the picture from left are Dr. A. R. Sahib (Iran), H.E. Dr. Farhang Mehr, leader of the Iranian delegation, Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Faruk Seven, leader of the Turkish delegation, Mr. Omer Yalaizogis, (Turkey) and the host.

পাকিস্তান ইন্সাচুরেন্স সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব গোলাম মাওলা দুর্গতদের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের হাতে একটি চেক প্রদান করছেন

মানুষকে ভালোবাসলে
মানুষও ভালোবাসে।
যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন,
তবে জনসাধারণ আপনার জন্য
জীবন দিতেও পারে

বঙ্গবন্ধু

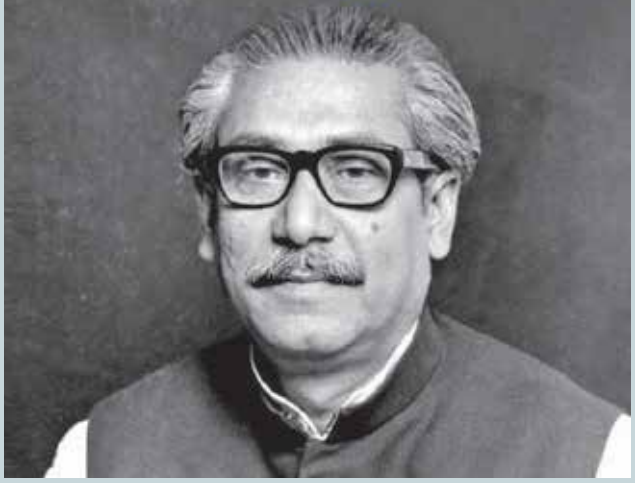

৩০৫৩ দিন

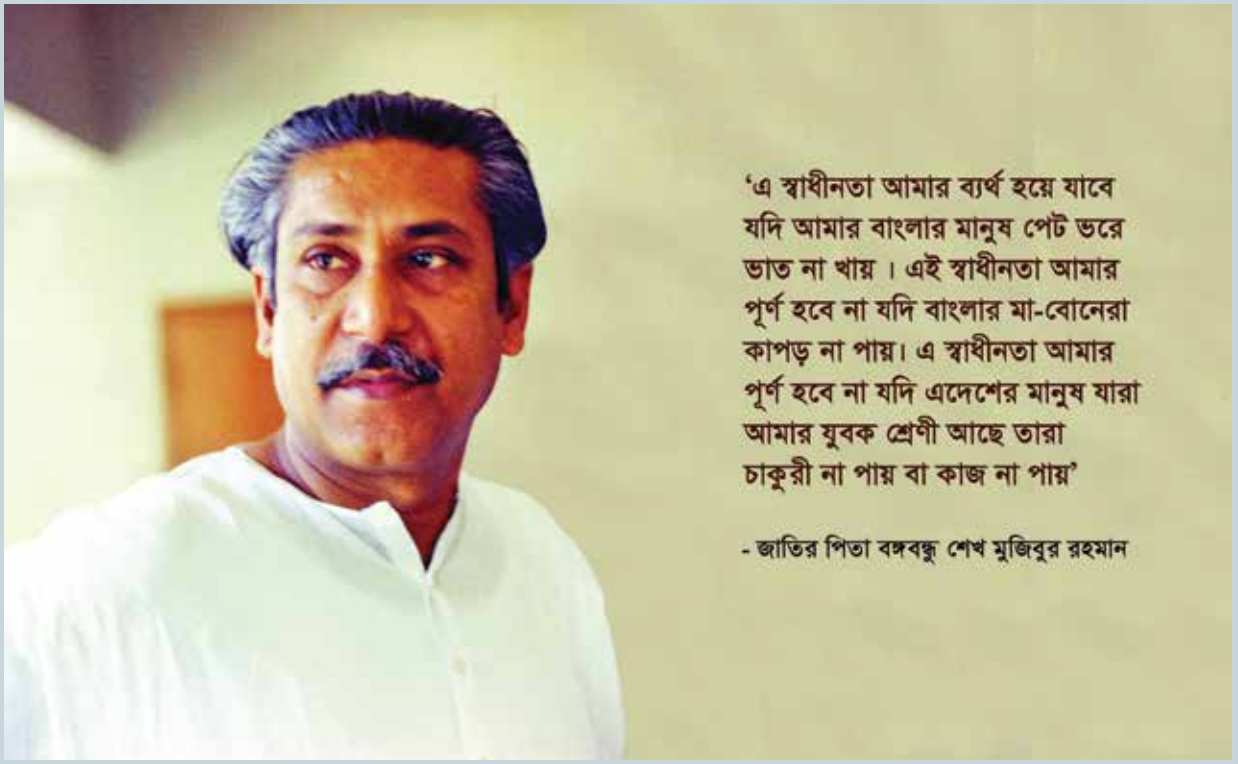

‘এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে
যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে
ভাত না খায় । এই স্বাধীনতা আমার
পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা
কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার
পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা
আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা
চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

সূত্র: বজাস্মৃজা- ২/২০১৭/৭১৫০ | তারিখ: ০৩.০৭.২০১৭

বিষয় ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১লা মার্চ ১৯৬০ সালে আলফা ইনসুরেন্স এন্ড কোম্পানীতে যোগদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানান যাচ্ছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১লা মার্চ ১৯৬০ সালে আলফা ইনসুরেন্স এন্ড কোম্পানীতে যোগদান করেন।

সংযুক্ত ঃ আই বি রিপোর্ট (১ পাতা)

(মো. নজরুল ইসলাম খান)
কিউরেটর
ফোন ঃ ৯১১১১১০ (অ.)

চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু ভবন, সড়ক-৩২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ, ফোন: ৯১১৬৭০০, ফ্যাক্স: ৯১০১১৫৫
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Museum, Bangabandhu Bhaban, Road-32, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Bangladesh, Phone: 9116700
Fax: 9101155, E-mail: bangabandhumuseum@gmail.com

Basics of Business Interruption Insurance

Pradip Sarkar

What is Business Interruption (BI) Policy?

In a business if there is damage or loss to the machines or other assets there may be two losses - first is financial loss towards repair or replacement of such machines or assets and second is loss profit due to interruption of business. The opening one is the direct loss and coming one is the consequential loss arising out of first one. While Material Damage policies like Fire, Machinery Breakdown etc provides indemnity for loss to assets, Business Interruption Policy provides cover against Loss of Profit. .

Business Interruption Policy may be given in association with Fire Policy, Machinery Breakdown Policy or Marine policy and it is also given in association Project policy when it is called as Advance Loss of Profit Policy. Generally, BI claim is admissible if there is admissible Property Damage claim.

How Sum Insured is fixed?

Sum insured under Business Interruption Policy is based on Gross Profit of Financial Year immediately before the policy year. The rate of Gross Profit is decided under the policy as the rate earned on the turnover during the financial year immediately before the date of the damage.

Example-1	Example-2
Say, a) Net profit= 5000 b) All Standing Charges= 10000 c) Insured Standing Charges= 8000 Then, Gross Profit for the purpose of policy = 13000 (a+c)	Say, Net Loss = 3000 All Standing Charges = 10000 Insured Standing Charges= 8000 Then, Gross Profit for the purpose of policy = 8000- 3000 X (8000/10000) =8000-2400= 5600

Gross Profit is the sum produced by adding to the Net Profit the amount of the insured Standing Charges, or if there be no Net Profit the amount of the Insured Standing Charges less such a proportion of any net trading loss as the amount of the Insured Standing Charges bears to all the Standing Charges of the business. Following examples will clarify-

It is permissible to include selective standing Charges. They are the expenditures the Insured continues to spend even when the production is stopped. Eg. Rent, License Fees etc.

Interruption vs Indemnity Period –

Interruption period under this Insurance is the period during which the turnover is affected partially or totally due to loss or damage to the property arising out of operation of insured perils. Indemnity Period under this policy is the insured interruption period. It is opted by the insured based on the probable period that may affect the business after a loss or damage to the property by the insured peril.

Insured peril must operate within policy period but Indemnity period may go beyond the Policy period. Say, policy period is from 1.4.2020 to 31.03.2021. Indemnity period opted is 6 months. The Fire took place on 05.03.2021 and interruption continued till 05.07.2021 when production was fully resumed after repair. Here, Policy will cover the loss of Gross Profit during this interruption period of 4 months though the interruption period spreads beyond policy period.

What the policy covers?

The policy covers the loss of Gross profit due to reduction in turnover resulting from damage to the assets of the Business by insured perils. It is arrived at by applying Rate of Gross profit to the Reduction in turnover. For example if Rate of Gross Profit is 20% and reduction in turnover during interruption period is 5,00,000 Taka then, loss of gross profit is 20% of 500000 ie 100000 Taka.

Principal, College of Insurance, Kolkata, Insurance Institute of India
Author may be accessed at sarkarprad@gmail.com

It also covers the 'Increased Cost of Working' which is the additional expenditure necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the reduction in Turnover subject to Economic Limit. It means that this additional cost should not be more than the Gross profit thus saved. For example if additional cost of hiring a Generator in case of failure of electric supply to the factory is 10000 Taka and Gross profit is earned by this hiring this Generator is 15,000 Taka then this additional expenditure of 10000 Taka is admissible under the policy. On the other hand if Gross Profit is earned for 8000 Taka by additional spending of 10000 Taka, only 8000 Taka will be payable under the policy as Increased Cost of Working.

When there is reduction in turnover due to operation of peril the reduction is to be compared with the Standard Turnover. The Standard Turnover is the Turnover during that Period in the twelve months immediately before the date of the damage which corresponds with the Indemnity Period. For example if interruption period from 05.03. 2021 to 05.07.2021 then, Standard Turnover period is 05.03.2020 to 05.07.2020. Say, Turnover during Indemnity Period is 4000 Taka and Turnover during Standard Turnover Period is 20,000 Taka respectively then shortfall in turnover is 16,000 Taka. If the rate of GP is 25%, then the loss will be calculated as: Shortfall x Rate of GP= 16000 x 25% = 4000 Taka Loss of Profit due to pandemic condition is not covered. But due to market demand it is now being included by some Insurers.

Condition of Underinsurance-

This policy is subject to conditions of underinsurance. It is decided comparing the Gross Profit on Annual Turnover which is the Turnover during the twelve months immediately before the date of the damage. Suppose, loss occurred on 05.03.2021 then, the turnover during 05.03.2020 to 04.03.2021 will be considered as Annual Turnover. If the amount derived by applying the Rate of Gross Profit on this Annual Turnover is found to be more than the Sum Insured then claim amount will be reduced proportionately.

Trend Adjustments-

Another important aspect under this policy is the adjustments of various parameters based on the Business trend. Suppose a captive power plant sales the extra power to outside agency after meeting the need of their five internal units. During Standard Turnover period there was breakdown in one unit and the extra power saved was also sold to outside agency. So power sale was more than the normal due to special situation. Hence, while adjusting the claim, the sale figure during standard turnover period will have to be reduced to represent the normal sale figure and then, it will be compared with that of interruption period. This provision ensures that the claim is considered based on true trend of the business.

Departmental Clause-

A Manufacturing business may have different independent departments like Manufacturing unit, Packing unit etc. If each department's accounts are independently ascertainable then "Departmental Clause" may be attached with the policy. In that case claim if any, will be ascertained department wise based on accounts of the departments. But underinsurance will be considered based on Total Gross Profit of the business.

Contingent Business Interruption Covers-

This policy may be extended to cover Contingent Business Interruptions. This may include loss or damage to the Utility supplier's premises (Raw material, Gas, Water, Electricity suppliers etc.). If there is damage in Raw material supplier premises manufacturer's production is interrupted due to short supply of raw materials. Similarly, there will be interruption of Business if there is loss or damage to the key Customer's premises as customer will be unable to purchase.

Responsible Underwriting: A Means of Expanding the Reach of Insurance in Bangladesh:

Dr. George E Thomas

Underwriting is one of the most important functions in the insurance industry and the hinge point on which many core factors of an insurance company depends upon. While the sales and marketing functions rake in the premium and directly strengthen the top-line of an insurance company, the bottom-line of an insurance company often depends upon the quality of the underwriting.

Insurance underwriters essentially evaluate the risks involved in insuring people and assets and establish the appropriate pricing for a risk. They assume the risk of future events and make a promise to reimburse the client a certain amount in the event of loss or damage and in return charge premiums commensurate to the risks assumed. Underwriting has been traditionally regarded a highly domain knowledge based function, where the underwriter's personal experience is of paramount importance. Nowadays, thanks to technical innovations, underwriters are able to use specialized software and access actuarial data to assess risks with greater precision and determine the probable likelihood and magnitude of lossmaking events. Bangladesh has a long history of insurance and the country has a rich culture. In the present context, one needs to examine the role of insurance underwriting in the specific context of Bangladesh.

A bit of Etymology: The term underwriter appears to have been coined in the early days of marine insurance. Those times, ship-owners sought insurance for a ship and its cargo to protect themselves if the vessel and its contents were lost[1]. Ship-owners would prepare a document that best described their ship and its contents, crew, and destination. A set of rate and terms that were acceptable would be also documented on the paper. Business people who wished to assume some obligation or risk in the particular maritime adventure (a sea voyage that involves the possibility of a shipwreck, the subsequent loss of cargo and/or even death of the crewmembers[2]), would indicate how much exposure they were willing to accept and sign mentioning their name at the bottom of the document. These businessmen came to be known as Insurance Underwriters. As the profession grew over years, the role of Insurance underwriters got standardized. They typically review applications for coverage and accept or reject applications based on risk analysis. Insurance broking houses/ brokers submit insurance applications on behalf of their clients, and insurance underwriters review the applications and decide whether or not to offer insurance coverage. In case they chose to cover the risk, they would prescribe the rates, terms and conditions under which the risk could be assumed.

Importance of Underwriting: An underwriter has to evaluate a risk, estimate the potential exposure, determine the likelihood of loss, then make a decision whether or not to accept the application for insurance. The monetary value of the risk transferred by an entity to an insurance company is huge in comparison to the premium that an insured pays in return for a promise that the risk would be borne by the insurer in the eventuality of a loss. The insurance company ends up accepting a number of risks with humungous accumulation of values as compared to the total sum of the small amounts of premium that they receive. Business can never sustain such imbalanced equations if every promise made by an insurer turns into a claim. So, the insurance business has to bank upon two concepts, (a) the probability of an insured event to happen and (b) the likely severity that such a happening could result in terms of monetary value of the loss. The entire business model of an insurance company is technically based on this slender balance of whether the promises sold will turn out as claims, and if so, to what extent. All the same, underwriters need to ensure that there is

Ph.D., MBA, MA, FIII, FICA, ACII (UK), LLB, DIL
Professor (Research & Non-Life)
College of Insurance, Insurance Institute of India.

a proper spread of the risk and there are sufficient risks to form a reasonably large homogenous pool of risks and premiums to make the line of business sustainable. In simple terms, insurance business can be sustainable only if the sum of the value of all the losses are less than the sum of the premiums received. The challenge is that the figure relating to losses can be available only after the period of insurance is completed, when it is already too late to make good the losses by charging the appropriate premium. Yes, there is no point in bolting the stable doors, after the horses have bolted. The importance of underwriting is in anticipating the chances of maximum probable losses in a period of time.

Actuaries study probability and severity at greater depths, delving into multiple permutations and combinations, testing various scenarios and conditions. Some actuaries specialize in the nitty-gritty of rate making, some in making reserves and provisions for future liabilities while some others focus on accumulated loss exposures and ponder how much to retain and how much to reinsure. Actuaries contribute significantly to the academic and technical muscle of underwriting and ratemaking, providing the required arms and ammunition for keeping the insurance fortress secure.

Underwriters, however, guard the main doors of the fortress and distinguish between the good, bad and those in between. Identifying and rejecting the bad risk is of prime importance as one undetected big bad risk can bring down the insurance edifice. Accepting a bad risk is like opening the gates of your fortress to the proverbial Trojan horse which can cause the downfall of the entire fortress. The underwriting function serves the purpose of guarding against adverse selection as well.

The professional underwriter will decide not to assume a bad risk, if he feels it is highly probable, if not sure, that it would result in a claim. The Underwriter needs to be conscious that losses are paid from the common pool of premium collected from all the insured under the concept of pooling and that he should be responsible to the contributors to the pool. A bad risk is like a biased or tainted coin, where there is a disproportionate chance of one result over the other - the one adverse to the fortunes of the pool. Like cases of fraud which cause an undue dent to the fortunes of honest insured, an inadvertently accepted bad risk can cause a severe dent to the fortunes of the insurer, which, in turn, can eventually translate into higher premiums for the insured. An Underwriter accepts a good risk at the appropriate premium. He would typically assess the risk with focus on the potential policyholder - the person seeking health, life, property or liability insurance. For instance, a Life or Health Underwriter would do medical underwriting to determine whether to offer coverage to an applicant and if so, how much to charge based on their health often based on the applicant's pre-existing conditions.

While evaluating sub-optimal risks, which may not be good enough to be accepted straight away, and not bad enough to be declined, Underwriters face more challenges. Equity demands that the increased probability of loss brought by such risks to the pool is offset by the premium they bring to the pool. Hence, Underwriters, based on their assessment of the higher susceptibility to loss of such risks, may decide to charge higher premiums for such risks, to make their contribution to the common pool commensurate to the higher risk exposure that they bring to the pool. Alternatively, or along with applying higher premiums, Underwriters might apply certain restrictive conditions on such risks. Such measures can also help to counterbalance the incremental liability that such risks bring to the premium pool, albeit statistically. These measures need to be seen as logical attempts to reduce the lopsidedness of such tainted or biased coins and bring them closer to the unbiased nature of the other coins. Thus, Underwriters employ multiple methods to make risks having significant differences, theoretically and statistically similar to the rest of the risks in the pool, if not homogenous to those risks that are typically part of the pool. Underwriters attempt to do this using different mechanisms. Some of the most used among them are deductibles, copays, warranties and conditions.

Deductibles/ Excess: Insurance companies share their claims costs with insured using 'Deductibles' (also known as 'Excess' or 'Deductible Excess' in some markets). A deductible is the amount that an insured has to bear towards a claim before the insurance company pays. That is, the insurance company becomes liable to pay a claim only if it exceeds the deductible. Insurance policies use deductibles to reduce moral hazards

by getting the insured have skin in the game and share the cost of every claim. This would reduce the overall impact of claims on the insurer giving it better financial stability. Even in situations of catastrophic loss or accumulation of many small losses, deductibles can act as a cushion against financial stress of insurers. From another angle, in the absence of deductibles, paying the cost of every small claim, regardless of the amount, would be the insurer's responsibility. Apart from increasing the financial costs of the policy, this would increase the work load, making it difficult for the insurer to respond efficiently to major losses. Deductibles are applied differently in different markets and for different lines of business. It could be annual or on a per claim basis; as fixed amounts or percentages, or on a franchise basis when no deductions are done when the claim amounts cross the deductible threshold. [Instead of totally excluding part of a claim, some insurers use 'franchise'. *"A franchise will apply to the policy in the same way and for the same reasons as an excess of loss, but in the event that a claim exceeds the franchise, the full amount of the loss will be paid."*[3]] There are time-deductibles as well specifying that certain benefits would be available only after specific periods of time. For instance, a health policy would state that the costs of the first 2 days of hospitalization are not payable or that during the first six months of the policy, cataract surgeries are not covered.

Copayments: Like deductibles, 'Copayments' or 'Copays' are also mechanisms by which claims costs are shared between the insured and the insurer. Commonly used in Health insurance policies, a Co-payment is a pre-defined amount which the insured has to pay when he gets a particular type of health care service. Copays are the specific portions of the claim which the insured would bear, and the balance would be paid by the insurance company. For instance, for consulting a general physician, one might have to bear BDT 10 Copay, while the Copay may be BDT 40 for consulting a specialist surgeon. The Copay for a bed in a Common General Ward may be BDT 5, and BDT 20 for an ordinary room, whereas it could be BDT 60 for a luxury room in a hospital. Copays are supported by the logic that if the cost of medical services is split between the insurance company and the policyholder the medical expenses and the claims can be kept under control.

Warranty: In the insurance industry, 'Warranties' can mean promises, agreements or conditions between insurers and insured. A warranty is essentially an agreement between the insured and the insurer that must be carried out by the insured with responsibility. It usually works as (a) a promise to do or not do something, or (b) as the acceptance of a fact that is deemed to exist or not to exist.

Warranties could be of two types, Express or Implied. An Express Warranty could be a statement in the policy document or statements/ answers given by the insured which could be the basis of the insurance agreement. An express warranty for the insurance of a fishing vessel could be that (i) it should not navigate beyond 50 nautical miles into the sea or that (ii) it should not navigate during the monsoon season. (iii) A warranty in health insurance could be that those with certain medical histories are forbidden from performing certain activities. (iv) In property insurance, there could be a warranty that the premises would be watched and guarded 24 hours a day by at least two security guards.

An Implied Warranty is an unwritten warranty, or one that is not directly stated in an insurance policy. Examples are (i) one should have a Driving License when driving a motor vehicle, or (ii) construction workers in high risk areas must wear complete safety gears when working, or (iii) basic fire extinguisher equipment must function well and be well maintained, or (iv) it is forbidden to smoke in areas of a factory prone to fire or explosion.

Warranties ensure that certain high risk incidents do not occur and violations can discharge the insurer from any liability under the contract. Warranties are important aspects in an insurance contract and fundamental to the policy because the risk is assumed, and/or certain coverages are given, and/or the premium is calculated based on the fact that certain risks do not exist, and breach of these could seriously impact the insurers' fortunes. Based on this logic, if the insured breaches certain warranties, the insurance contract can become void and the insurer can deny responsibility of a claim or terminate the insurance policy.

1 Investopedia - https://www.investopedia.com/terms/u/underwriter.asp

2 Where the term 'underwriting' comes from - https://thebasispoint.com/where-the-term-underwriting-comes-from/

3 Investopedia - https://www.investopedia.com/terms/f/franchise-cover.asp

Conditions: All insurance policies include terms and conditions that describe the ways in which the policy will operate and specify what is included and what is not, what the insurance company promises to do and what the policyholder promises to do. Terms and conditions are fundamental components of the insurance contract. Conditions of an insurance policy outlines various obligations that must be fulfilled for the contract to be enforced. Some conditions apply to the insured while others apply to the insurer. This can include matters like (i) how the property will be valued, (ii) how and when a policy can be canceled, or (iii) how to report a loss. (iv) In a general liability policy, there could be a condition to notify the insurer as soon as practicable in the event of an occurrence or offense that may result in a claim or suit. An insurer might opt to offer a substandard applicant, a policy that excludes coverage for certain properties, or certain operations that are deemed too risky for the insurer to cover. Breaches of certain conditions can make the insurance contract voidable.

Methods of Underwriting: Judgement and numerical are traditionally regarded as two methods of underwriting. In the judgement method, subjective judgment is used, often relying on the opinion of a domain expert (e.g. medical referee). The numerical method is a systematic method of measuring each of the major factors which influence the risk. In life insurance, applying mortality rates appropriate to standard lives is an example. There are multiple ways and mechanisms for underwriting, which standard insurance text books, actuarial reference books and domain experts offer.

The Four Dimensions Approach: Without debating over the multiple theories and mechanisms relating to underwriting, we can discuss a relatively simple method, which we can call the Four Dimensions Approach for ease of discussion. This approach is basic and in sync with practically all other mechanisms, and possibly, the most suitable to emerging economies and blossoming insurance markets like Bangladesh. This essentially includes analyzing the risk from four dimensions, (i) **the risk** and its inherent qualities, (ii) **the use** that the risk is put to, (iii) **the exposure** to the external conditions, and (iv) **the management** of the risk.

Dimension 1: The Risk and its Inherent Qualities: One must understand and analyze the risk along with its inherent properties. This would mean all the unique properties related to the risk. In respect of a motor vehicle, the design of the vehicle, cubic capacity, age, physical condition etc. In respect of a health or life insurance, this would mean a person's age, health condition, history of diseases, heredity etc. As regards a factory, the construction of the building, the roof, the type of machinery used, the raw materials stored etc. are taken into consideration.

Dimension 2: The Use that the Risk is put to: The use or purpose a risk is put to, is another significant aspect of understanding and evaluating the risk. In a factory situation, whether the activity is round the clock, the type of manufacturing operations, whether the operations pose health hazards, whether the goods are stored properly, etc. are examined. Persons at different stages of life who are children, unmarried, married, having children pose different types of risks for health and life insurance. Similarly, a car used for limited use by a doctor, for extensive use by a sales executive, as a cab for hire, etc. present diverse risk types for underwriting.

Dimension 3: The Exposure to the External Conditions: Persons working in cement factories, in sedentary 10 am to 5 pm office jobs, as delivery agents of catering/ courier services, at high altitudes for maintenance jobs of multi-storey buildings - all of them pose different types of risks for health and life insurance. Similarly, a person who has to stand for long hours in the hot sun, who works in damp places, works in the desert, staying indoors all the time etc. have different risk exposures. A car driven in the hilly areas, in coastal areas, in dry climate, in city roads, in highways, on rough terrain can all be evaluated differently by an underwriter. The factory located near the sea, near a flood-prone river basin, on hard rock, in an earthquake zone, in a cyclone prone area, or in an area of civic disturbance merit differential treatment for insurance based on their risk exposures.

Dimension 4: The Management of the Risk: When it comes to life and health insurance, persons who are not managing their own health and personal affairs, who are working in shifts around the clock keeping odd hours, who have excessive drinking and smoking habits, who eat without control, who get into brawls, who do not manage their finances properly and get into debts and financial difficulties need to be distinguished from people who take care of their health through yoga, meditation, health clubs, timely medical check-ups, etc. These need to be treated as different types of risks for health and life insurances. Similarly, a car that is well maintained and driven by the owner himself, might be different from one driven by a professional driver, and a car used by the teen-aged children of the owner, or for racing purposes, may merit different rates. Likewise, well-managed and badly managed factories are different for insurance purposes. Factories having carefully designed maintenance contracts, proper housekeeping staff, regular fire drills, trained people to handle firefighting equipment, having regular safety audits, systems of rewarding employees for safe practices, compliant to all safety regulations etc. would merit better rates than those otherwise.

In the context of Bangladesh, it may be worthwhile for insurers to give due importance to the time-honoured, yet simple basics of underwriting. They need to reward good risks by good rates and improve the safety and risk management culture of the country by giving tangible rewards and incentives for good risk management practices. Bad risks need to be turned into good ones over time by peer pressure and positive suggestions by the insurance industry. Those with underwriting responsibilities need to focus on making insurance easily understood and popular so that the benefits of insurance protection reach the entire country. The Four Dimensions Approach is suggested as a simple but effective approach for the underwriters in Bangladesh.

In addition to improving the bottom lines of insurance companies and the health of the insurance industry, professional underwriting and fair claim settlement systems supported by sound insurance practices can help in protecting the people, the health, the livelihoods and the wealth of Bangladesh. These sound practices can, in turn, increase the acceptance of insurance in the country and increase insurance penetration.

[N.B. Views expressed in the article are those of the author and need not be necessarily shared by the organizations that he is connected with.

Growing Importance of Enterprise Risk Management:

Neal Rischall

The insurance industry continues to evolve both worldwide, as well as in local settings, such as the Bangladesh insurance market. While the insurance sector is systemically important to the growth of a country's economy, it has been slow in gaining that recognition, particularly in developing nations. As governments become sensitive to the importance of the insurance industry's contribution to a nation's economic development and growth, increased focus is gaining traction in the necessity of modernizing its insurance supervisory framework and help steer the market to reach underserved segments and reduce the protection gap.

There are a number of groups, along with insurance supervisors and other governmental bodies, which are driving this push to create or improve risk management practices within the insurance industry, they include rating agencies, reinsurers, insurers, and investors. Some of the specific drivers for change include the continued globalization and necessity of standardizing regulatory oversight practices; the rapid acceleration in digitalization, the rise in accessibility of data; the need to better tailor products to customer habits; and the changing risk profile including climate and data protection risks.

As one can imagine, the maturity and sophistication of insurance markets across the globe span from markets that have established risk-based regulatory frameworks which require insurers to maintain risk management practices in its operations to those that have less developed markets that traditionally maintained compliance based regulatory oversight with little to no risk management requirements from its insurers. Global trends in the insurance sector are demonstrating that regulators are placing more and more emphasis on risk management methodology and requiring companies to incorporate formal risk management practices into their strategic and operational framework. While regulators are pushing for stronger risk management practices, companies are equally recognizing the importance and benefits from this push and are embracing this change. As a result, most less developed markets are transitioning to incorporate these global best practices while more developed markets continue to refine their risk management practices. As the insurance landscape evolves, insurers are actively changing their mindset in efforts to weave risk management practices into their strategic and operational frameworks that ensure they can adequately monitor and address the changing risk environment to better manage risks. Effective risk management systems include establishing strong corporate governance practices, internal control monitoring processes and Enterprise Risk Management (ERM) policies and procedures.

It is important that insurers recognize the benefits of implementing not only corporate governance and internal control processes but effective ERM procedures that support its business plan. An ERM system that properly supports a company's business and strategic plan will help increase utilization of its resources and preserve capital. As those in the insurance industry are all too aware, risk represents potential negative events that may impede a corporation's ability to meet its set business goals. As with any business, there are two sides to every business decision made, reward and risk. Insurers are extremely sensitive to assessing risk exposure for coverage offered to customers given the reverse production cycle associated with insurance companies (collecting premiums with the obligation to pay future losses). Insurers are keenly focused on continually monitoring the results of product performance and adjusting pricing and products as additional data is captured. The ERM system will aid the insurer to manage not just risk associated with product offerings, but business risks as well.

The ERM efforts were driven mostly by reactionary efforts to address the financial crisis of 2008 and 2009. However, over time, the market has seen the tremendous benefit from ERM, particularly in the insurance industry. It provides a vehicle for insurers to identify and monitor prospective risks and assess the potential impact these risks may have on its financial position. It also allows companies to establish risk thresholds

Sadharan Bima Corporation Resident Advisor

and proactively prepare mitigation strategies in events when losses exceed the set thresholds. From the business planning function, insurance companies in the past were more focused developing strategies that best supported their business goals and objectives without necessarily evaluating the risk component of those strategic decisions. The objective of ERM is not to eliminate risk and volatility, but to understand it and manage it. The ERM framework does need to be all encompassing and effectively imbedded in the overall strategic and operational framework of the insurer at all levels of activity.

As indicated, it is essential that insurers identify all key risks that may impact their operations when evaluating strategic decisions and develop formalized plans to mitigate any risk that exceeds a predetermined risk limit. An insurer must maintain a thorough understanding of risk types, characteristics and interdependencies and the sources of the risks and their potential impact on its strategic decisions. A strong risk management program will aid insurers in minimizing such exposures to acceptable levels, and thus establishing thresholds for its strategic decisions, and avoiding outcomes that put the corporation in jeopardy of severe erosion of its capital. The process needs to be tailored to the insurer's operational needs. While there are models that can be used to help develop an effective ERM system, there is not one specific risk management model that prevails over all insurance companies. While risk management frameworks may vary from corporation to corporation, the risk management goals, and principal components remain consistent.

Another important note is that as the insurance industry embraces a more risk-based approach, there will be a shift in the skill sets required by insurers to support the ever-changing dynamics of the insurance industry. There will be an increased push to acquire actuarial, risk management, financial accounting, and IT professionals, to name a few, who can help transform the insurance sector and help transform insurers to meet current global trends. Given these changes are happening now, it is going to be the responsibility of all insurance market participants to aid in the efforts to attract and encourage young professionals into the insurance market as the Bangladesh market incorporates risk-based methodology in its operational framework.

JBC: Pioneer in Life Insurance Business in Bangladesh

Abu Hena Md. Mostofa Kamal

The Government of Bangladesh under the charismatic leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman nationalized the insurance industry by the Bangladesh Insurance Nationalization Order of 1972, and by virtue of this order, all 49 insurance companies and organizations transacting insurance business in the country were placed in the public sector under five corporations.

These five corporations were namely Jatiya Bima Corporation, Tista Bima Corporation, Karnafuli Bima Corporation, Rupsa Jiban Bima Corporation and Surma Jiban Bima Corporation. The Jatiya Bima Corporation was an apex corporation created only to supervise and control the activities of the other insurance corporations, which were responsible for underwriting. Tista and Karnafuli Bima Corporations were established for general insurance, and Rupsa and Surma for life insurance.

The basic idea behind the formation of four underwriting corporations, two in each main branch of life and general, was to encourage competition even under a nationalized system; but the burden of administrative expenses incurred in maintaining two corporations in each front of life and general and an apex institution at the top outweighed the advantages of limited competition; hence, on 14 May 1973, a restructuring was made under the Insurance Corporations Act 1973. Following the Act, in place of five corporations the government formed two corporations- the Sadharan Bima Corporation (SBC) for general business and Jiban Bima Corporation (JBC) for life business; and thus the journey of JBC started.

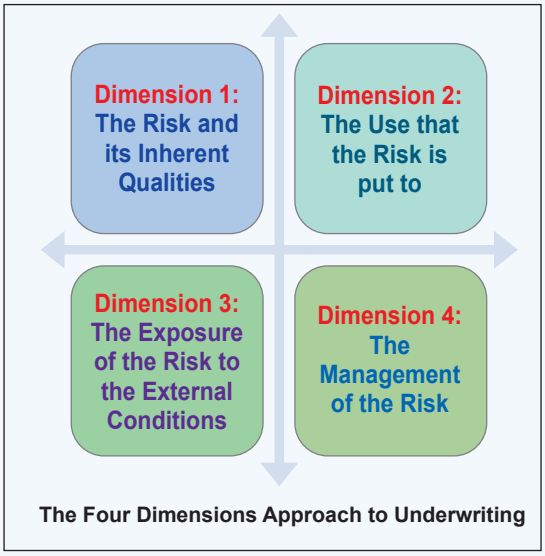

The Four Dimensions Approach to Underwriting

The good news for all is that under the farsighted leadership of worthy daughter of Father of the Nation Honourable Prime Minister, JBC has spread its services not only at home but also abroad as now, side by side compatriots, millions of expatriates working in different countries and their families are getting services and benefits from JBC.

JBC is working to implement the dream of Golden Bengal of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the dreams of Vision 2021 and Vision 2041 of Prime Minister Sheikh Hasina to turn Bangladesh to a middle-income country by the end of 2021 and a developed country by 2041.

The Insurance Corporations Act 1973 was amended in 1984 to allow insurance companies in the private sector to operate side by side Sadharan Bima Corporation and Jiban Bima Corporation. The Insurance Corporations Amendment Act 1984 allowed floating of insurance companies, both life and general, in the private sector subject to certain restrictions regarding business operations and reinsurance.

The Jiban Bima Corporation (JBC) is the pioneer of life insurance business in Bangladesh. It started its new journey on May 14, 1973 with assets and liabilities worth BDT 15.70 crore with defunct 37 life insurance companies after amalgamation of Rupsa Jiban Bima Corporation and Surma Jiban Bima Corporation into one in the name of present Jiban Bima Corporation.

In a new-born country, JBC started with the aim to cover life releted risks grow saving propriety among the people and to create funds for the socio-economic development of the country by life insurance schemes.

Managing Director (Addl. Charge), Jiban Bima Corporation.

Currently 1030 officers and staff are working at JBC, although the approved number of officers and staff is 2070. Alongside this, 16377 Development Managers and Development Officers are working in the field level for marketing and selling of policies across the country. There are 37748 insurance agents of JBC, of which 14944 agents are now working actively at every nook and corner of the country. JBC is serving the people of the country through its 8 divisions at head office, 8 regional offices, 12 corporate offices, 81 sales offices and 453 branch offices all around the country.

The financial indicators of JBC of the last five years from 2016 to 2020 are quite impressive. In 1973, JBC started journey with BDT 21.83 crore only. In 2020, life fund rises to BDT 2187.50 crore. The amount of investment rises to BDT 1981.10 crore, whereas in 1973 it was BDT 19.70 crore.

You can find a clear picture of financial indicators of JBC in the last five years through the financial statement given in the table and diagram below.

Table: Financial Indicators of JBC from 2016-2020

Sector	2016	2017	2018	2019	2020
Income	555.46	607.53	665.72	724.45	747.86
Expenditure	495.23	539.89	592.20	600.93	609.73
Surplus	60.47	67.64	73.52	123.52	138.13
Investment	1678.07	1747.57	1779.39	1956.79	1981.10
Life Fund	1782.81	1852.29	1925.80	2049.37	2187.50

Life Fund (in corore) including income, expenditure and annual surplus of various sectors of the Corporation in the last 05 years

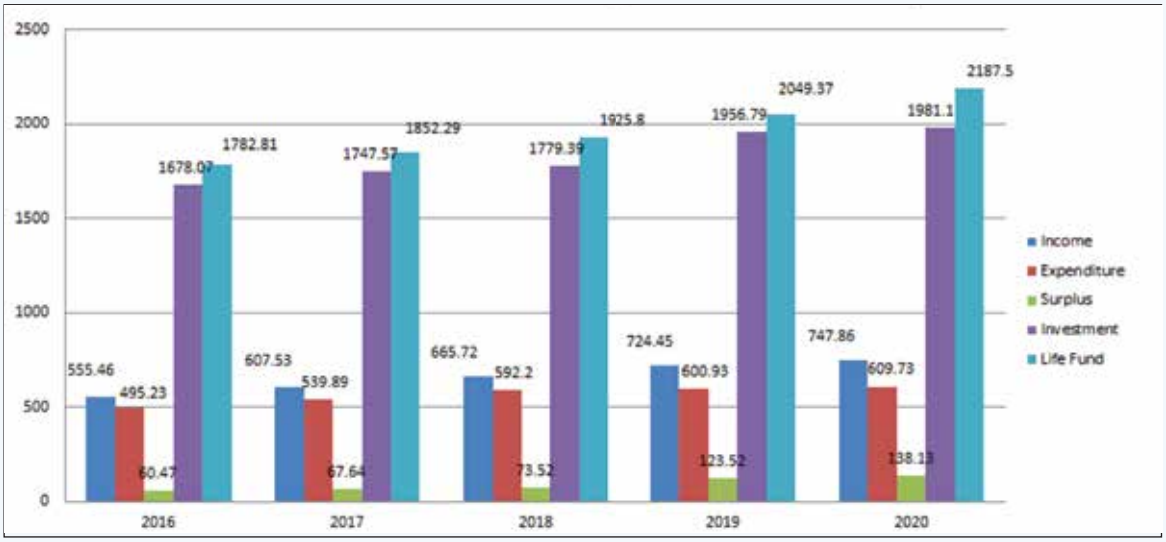

Many private sector insurance companies are also offering newer and competitive products in the market. To face this competition, the JBC has drawn a business plan, beginning with a view to completely revamping the business strategy of the corporation as well as to expand the corporation's clientele base. The Corporation is going to offer a number of newer products and services that will be more attractive to the potential clients across the country.

The reputation and progress of JBC depend on the prompt and satisfactory service rendered to the policyholders. In an effort to give satisfactory services to the policyholders the Corporation has taken various steps. The Corporation is issuing policy documents, demand notices and rendering other services more effectively and promptly through its own computer network.

1. Provide life insurance benefit to the people at a competitive cost.
2. Mobilize savings through various schemes and create funds for economic development of the country.
3. Offer products for maximum returns at minimum cost.
4. Create awareness among the people to develop savings habits.
5. Develop suitable schemes to meet the need of all classes of people.JBC arranges the training for enhancing skills and standard of performance of officers, staff and Development Managers and development officers in Training Division, BIA, BPATC, RPATC, BCC, Planning and Development Academy, BIM and Institute of Engineers and other institutes.

The corporation has intensified the training facilities for the agents also. Arrangement for training the agents in each branch and sales office is provided. With the introduction of this system, agents would be able to work with more efficiency in future and as a result, new business would increase.

Jiban Bima Corporation is the lone state-owned life insurance organization in Bangladesh that covers the risk of life with minimum premium. The networked computer system that runs on Internet and performs all the activities of JBC related to life Insurance is known as Online Insurance System of JBC.

Our Hon'ble Prime Minister, the architect of Digital Bangladesh, has made a new history of digital age in Bangladesh. JBC is also a partner of digital development with the government initiative of making digital Bangladesh through introducing digital services into the network of JBC across the country. Honourable policy holders can receive e-services such as :-

- ❖ e-Receipt
- ❖ e-Tax Rebate Certificate
- ❖ e-Policy Information
- ❖ Premium Payment through Mobile Financial Service and Banking Channels.
- ❖ Sending SMS against premium collection
- ❖ Sending premium due notice through SMS

Besides, the government under the dynamic leadership of the Hon'ble Prime Minister has taken reform measures to improve the overall condition and service of insurance industry, including the activities and services of JBC. Among them, the prominent ones are as follows:

1. Age-old Insurance Act 1938 was abolished and new acts- Insurance Act 2010, and Insurance Development and Regulatory Act 2010 have been enacted.
2. Insurance Policy 2014 is framed for smooth flouring and administering the insurance industry.
3. Declaration of National Insurance Day on March 01 for forging the insurance industry ahead in the socio-economic developments of Bangladesh. It is to be mentioned that Bangabandhu had been the Controller of Agency in the then Alfa Insurance Company on March 01, 1960. To commemorate this day and the contribution of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the Insurance Industry of Bangladesh, March 01 is declared to observe every year as the National Insurance Day and has started to be observed from March 01, 2020.

4. Scheme has been taken as mandatory to bring the expatriate workers under life insurance coverage implemented by JBC in cooperation with the concerned ministry and agencies of the government.

5. On the occasion of 100th birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangabandhu Education Insurance, and Bangabandhu Global Pension Insurance have been started.

JBC is not only a business organization, it plays active role in human welfare. Despite its limitation, JBC has taken part in different humanitarian activities of the Hon'ble Prime Minister. These are as follows:

1. JBC donated a cheque of BDT 25,000,00.00 (twenty-five lakh) to the Relief Fund of Prime Minister for assistance to the Rana Plaza victims on 18.06.2013.

2. JBC donated a cheque of BDT 25,000,00.00 (twenty-five lakh) to the Relief Fund of Prime Minister for treatment of fire-burnt patients on 04.02.2015.

3. JBC donated a cheque of BDT 50,000,00.00 (fifty lakh) to the Relief Fund of Prime Minister as social responsibility for assistance to COVID-19 affected in 2020.

Threat of Money Laundering and Terrorist Financing in Insurance Sector:

Prithwish Kumar Roy, FCA, FCS

Introduction:

Threat:

A threat is a person or group of people, object or activity with the potential to cause harm to, for example, the state, society, the economy, etc. In the ML/TF context this includes criminals, terrorists groups and their facilitators, their funds, as well as past, present and future ML or TF activities.

Money Laundering:

Money Laundering means knowingly moving, converting, or transferring property involved in an offence for the following purposes:

i) concealing or disguising the illicit nature, source, location, ownership or control of the proceeds of crime; or
ii) assessing any person involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of such offence;

Terrorist Financing:

Terrorist Financing can be simply defined as financial support, in any form of terrorism or of those who encourage, plan or engage in terrorism.

Predicate Offence:

Predicate offence is the underlying criminal activity that generated proceeds, which when laundered results in the offence of money laundering. For example, unlawful fund is primary offence and money laundering is the predicate offence.

As per section 2(cc) of Money Laundering Prevention Act, 2012 predicate offences are as follows:

- Corruption and bribery
- Counterfeiting currency
- Counterfeiting deeds and documents
- Extortion
- Fraud
- Forgery
- Illegal trade of firearms
- Illegal trade in narcotic drugs
- Illegal trade in stolen and other goods
- Kidnapping & hostage taking
- Murder, grievous physical injury
- Trafficking of women and children
- Black marketing
- Smuggling of domestic and foreign currency
- Theft or robbery or hijacking of aircraft
- Human trafficking
- Dowry
- Smuggling and offence related to customs and excise duties
- Tax related offence
- Infringement of intellectual property rights
- Terrorism or financing in activities
- Adulteration
- Offence related to environment
- Sexual exploitation
- Capital Market Manipulation
- Organized crime
- Racketeering

Managing Director & CEO
Rupali Insurance Company Limited

Suspicious Transaction:

As per section 2(z) of Money Laundering Prevention Act, 2012 suspension transaction means such transaction:

i) Which deviates from usual transaction;

ii) Of which there is ground to suspect that;

   a) The property is the proceeds of an offence;
   b) It is financing to any terrorist activity, a terrorist group or an individual terrorist;

iii) Which is for the purpose of this Act, any other transaction or attempt of transaction deleted in the instructions issued by Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) time to time.

Key Differences Between Money Laundering and Terrorist Financing:

Above in our article, we discussed money laundering and terrorist financing separately. Now, let's look at the basic differences between these two crimes. These differences in four different ways; **source of funding, motivation, purpose, cycle**.

i) Source of Funding

Essentially, the difference between money laundering and terrorist financing is the origin of the funds. While money laundering is a process used by criminals to make their illegal funds appear legitimate, terrorist financing consists of raising funds to sustain terrorist activities, meet their basic technical needs, and cover the costs of spreading related ideologies.

ii) Motivation of Crimes

The main purpose of money laundering is to take advantage of criminal activities. Money laundering is the result of almost all profitable crimes.

iii) Purpose of Crimes

The stages of money laundering include the processes by which illegal funds are integrated into the financial system.

The purpose of terrorist financing is not to hide illegal money but to suppress a population or state through violence and coercion and raise funds to finance criminal acts.

iv) Cycle of Funds

Money laundering works cyclically to point out the source of funds legally.

In the financing of terrorism, funds are raised, placed in the economic system, and eventually hidden and finally integrated into the financial system. This money is then used for terrorist purposes.

Process of Money Laundering:

The process of laundering money typically involves three steps:

i) Placement
ii) Layering
iii) Integration

Placement

Placement puts the "dirty money" into the legitimate financial system.

i) Layering

Layering conceals the source of the money through a service of transactions and book-keeping tricks.

ii) Integration

In the final step, Integration, the Non-laundered money is withdrawn from the legitimate account to be used for whatever purposes the criminals have in mind for it.

Factors to be evaluated in assessing risk of corruption related to ML/TF:

The factors as noted below to be evaluated in assessing risk of corruption related to ML/TF:

i) Customer Risk Factor
i) Product, Services, Transaction, Delivery Channel Risk Factor
ii) Country/Geographical Risk Factor
iii) Regulatory Risk Factor

Ways of ML/TF through Insurance Sector:

i) In Life Insurance

i) Purchase of Single Premium Policies (investment type).
ii) Annuity Policies
iii) Refund of Premium
iv) Surrenders/Redemptions/Withdrawals.
v) Top-Ups (Small Initial Premium)
vi) Policy Loans
vii) Transferring ownership/designing beneficiary
viii) Using single Premium policies as collateral for bank loans.
ix) Secondary Life market.

ii) In Non-Life Insurance

viii) Return Premium
ix) Claims
x) Re-insurance
xi) Overpayment of premium
xii) Underinsurance
xiii) High brokerage/third party payments /strange premium routs

Suspicious Activity Report or Suspicious Transaction Report:

In financial regulation, Suspicious Activity Report (SAR) or Suspicious Transaction Report (STR) is a report made by a financial institution about suspicious or potentially suspicious activity. The report is filed with that country's financial crime enforcement agency which is typically a specialist agency designed to collect and analyse transactions and then reports these to relevant law enforcement.

Responsibilities of Underwriter:

- **Know and follow Anti Money Laundering Policy**
- **Watch for suspicious activity.**
  - Suspicious Activity- activity that is outside normal business procedures.
- **Watch** for "red flags" **Red flags includes;**
  - Unusual payment methods
  - Reluctance to give identifying information
  - Customer gives fictitious information;

- Frequent loans on the policy that are immediately paid back;
- Owners or beneficiaries on a policy are foreign nationals;

Recommendation to prevent misuse of Insurance sector by ML/TF:

i) Comply the Insurance Rules, Regulations and Circulars.
ii) Comply the Money Laundering Prevention Act, 2012, Anti-Terrorism Act 2009 and ML prevention Rules 2019.
iii) Comply the Guide Notes on AML and CFT for Insurance Companies supplied by BFIU.
iv) Maintain accurate underwriting procedure.
v) KYC Form to be maintained by the Insurance Companies.
vi) Introduction of e-KYC and ensure its application.
vii) Ensure Automation/Digitization of Insurance Companies.
viii) Close monitoring by Regulatory Authority (IDRA and BFIU).
ix) Continuous training to employees of the Insurance Company.
x) Independent Audit by Regulatory Authority.

Status of Bangladesh:

Overall, Bangladesh has made good progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER and was re-rated on five Recommendations. Bangladesh has addressed a number of the deficiencies identified. The Bangladesh FUR was adopted by the APG Governance Committee on behalf of the membership in July 2019. Bangladesh will remain on enhanced follow-up, and will continue to report back to the Asia Pacific Group on ML (APG) on progress to strengthen its implementation of AML/CFT measures.

Conclusion:

Following the risk and vulnerability of banking sector, insurance sector is equally the target of the criminal. Criminals involving in ML or TF seek an opportunity to legalize their black money from insurance business as well. Customers willing to accept unfavourable policy, involvement of the undisclosed party, exaggerated claim/false or bogus claim are the common insurance fraud. Claim with fake death and lose of money are the frequent fraudulent behaviour in life insurance. Although the life insurance sector is highly vulnerable, there is equally the risk of ML/TF through general insurance, reinsurance intermediary and agents' intermediaries, the brokers or agent not affiliated with company may offer the riskier product which is more vulnerable in those country where no sufficient ML/TF measure is in line.

Prospects and Challenges of Telematics in Bangladesh:

Farzanah Chowdhury

Prospects: For the past 13 years, Bangladesh has held a remarkable record with the highest GDP growth rate (6.3%) in South Asia. Despite the negative impact of Covid19, the average growth rate over the past two years (2020-2021) has been 4.5%, while other countries have experienced negative growth. This remarkable growth has placed Bangladesh on the United Nations list for Least Developed Countries (LDCs) 2026.

Figure:1: Gross Premium (Mn BDT)

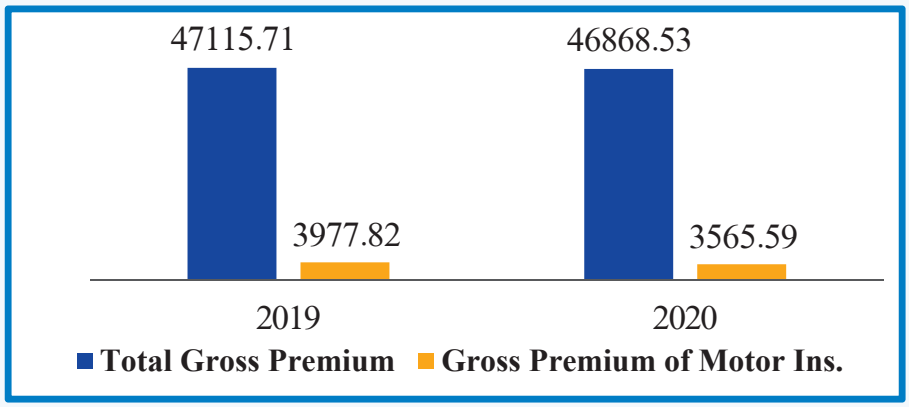

Source: Bangladesh Insurance Association

Our Motor insurance industry has earned BDT 3565.59 million in 2020. The amount is 7.6% of the total premium, which was 8.44% in the previous year.

Table: 01: Number of Registered Motor Vehicles in Bangladesh

SL	Type of Vehicles	Upto-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Up to NOV/2021	Grand Total
1	Ambulance	2486	218	181	240	337	472	374	493	563	665	788	697	7514
2	Auto Rickshaw	110623	20406	23528	15633	19828	18700	10656	8852	21593	29807	16724	8748	305098
3	Auto Tempo	9446	175	626	393	472	1081	1313	1592	609	224	77	25	16033
4	Bus	23385	1753	1438	1104	1486	2378	3832	3757	2755	3558	2395	1432	49273
5	Cargo Van	3363	489	282	686	605	398	1015	1413	1280	4	2	3	9540
6	Covered Van	6022	2480	1511	2347	2950	2442	3399	5201	5728	3070	2023	3494	40667
7	Delivery Van	15391	1037	802	941	1235	1779	2220	2420	2105	1523	1170	1330	31953
8	Human Hauler	4827	1151	714	385	225	1129	3443	3393	1418	509	122	50	17366
9	Jeep{Hard/Soft)	28131	2141	1575	1303	1849	3564	4869	5419	5547	5627	4911	6915	71851
10	Microbus	62399	4037	3031	2530	4302	5177	5789	5571	4131	3682	2779	4453	107881
11	Minibus	23070	271	246	148	257	320	459	491	436	835	620	365	27518
12	Motor Cycle	755514	116534	101895	85321	90401	229010	315089	325876	393545	401452	311016	338150	3463803
13	Pick Up (Double/ Single Cabin)	29103	10314	7530	6443	9424	9992	11220	13454	13060	11918	10498	10171	143127
14	Private Passenger Car	207989	12942	9220	10456	14681	21029	20268	21952	18222	16779	12403	14785	380726
15	Special Purpose Vehicle	5022	391	225	228	174	298	613	994	1334	1179	703	490	11651
16	Tanker	2606	309	188	218	350	319	380	317	527	417	304	234	6169
17	Taxicab	35122	75	170	50	372	83	43	14	159	11	8	0	36107
18	Tractor	14648	5195	3494	1885	1521	1689	2535	2777	3553	2561	2498	2312	44668
19	Truck	65889	6853	4043	4838	7939	6022	6605	10329	12644	8318	4719	5323	143522
20	Others	22332	1265	1062	1064	1580	2059	3842	5018	5973	5293	3900	3680	57068
TOTAL		**1427368**	**188036**	**161761**	**136213**	**159988**	**307941**	**397964**	**419333**	**495182**	**497432**	**377660**	**402657**	**4971535**

Source: Bangladesh Road Transport Authority

Chartered Insurer
Managing Director & CEO
Green Delta Insurance Company Limited

According to the provisions of the 1983 Motor Vehicles Ordinance (MVO 1983), automobile insurance is obligatory for all automobile owners except state-owned automobiles. The newly enacted Road Traffic Act of 2018 allows owners to take out insurance. Therefore, there are currently no statutory insurance requirements for owners, who can drive a vehicle without insurance. According to current BRTA data, 49,71,535 vehicles have been registered in the country by November 2021.

Both life and property have economic value, and insurance provides support for losses. Insuring a car is especially important if the car is purchased with a bank loan. There are also insurance facilities needed to prevent injuries and deaths. In the past, liability insurance was required to support people such as occupants and pedestrians as well as vehicle owners and drivers, but it is no longer required by the new ordinance. Full comprehensive insurance is also optional now. Therefore, it remains doubtful who will mistakenly pay the pending economic loss.

Telematics

Telematics is a new horizon in the auto insurance industry. As mobile technology develops to offer cutting-edge products capable of tracking mileage, driver safety and vehicle maintenance, customers will adopt new high-end products. To illustrate further, Telematics is a method of monitoring cars, trucks, equipment and other assets by using GPS technology and on-board diagnostics (OBD) to plot the asset's movements on a computerized map. The global vehicle telematics and electronics market size was estimated at USD 491.29 billion in 2020 and is expected to reach USD 525.14 billion in 2021, with a CAGR of 7.22% to reach USD 746.78 billion by 2026. Bangladesh perspective, the potential market size is almost BDT 10 Bn.

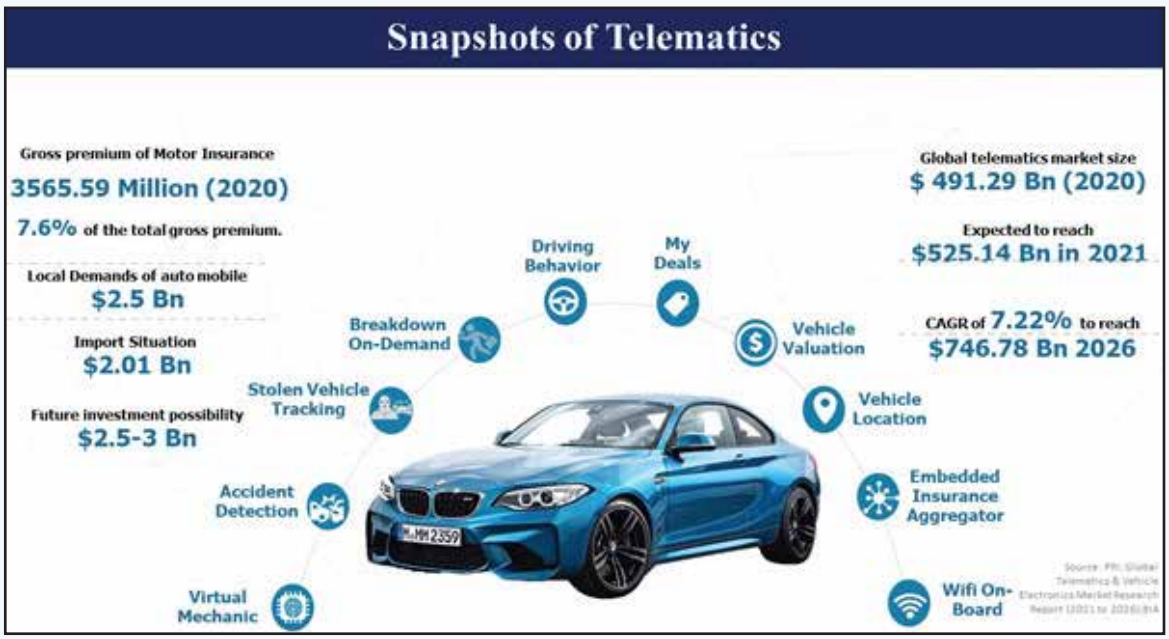

Lemonade is a US-based insurance company that already uses artificial intelligence. Recently the company launched a new initiative called Lemonade Car, UBI's flagship product that rewards fuel efficient drivers. According to them, drivers with less mileage pay less and the premium for drivers of electric / hybrid vehicles are even lower. Their service includes accident recovery, damage repair costs, roadside assistance, legal defence costs when required for legal liability etc. Meanwhile, the complaints mechanism is super-fast here. This unique approach has manifested itself in Lemonade's success in terms of customer reviews. The organization earned almost $ 67 million gross premiums in the second quarter of 2021, up from $ 35.3 million in the second quarter of 2020. Lemonade's current premium almost reached $297 million in the quarter, up from $155 million dollars last year.

Though developed countries of the world brought about telematics before Lemonade, the way this organization has made a user-friendly ecosystem with tech advancement is really rare and sophisticated.

Challenges of introducing telematics:

Bangladesh is a fixed tariff market where all life and non-life insurance companies are required to adhere to the mandatory rate. The regulator recently took an initiative to transform the industry through digitization. Since almost ninety percent of companies used to do their work with analogue systems, it is suddenly really difficult to go digital, but not impossible. Since telematics works on the basis of AI, big data and machine learning, in order to introduce this in the country capacity building and technologically intelligent personnel are the most important assets that we have to ensure. Nevertheless, Insure Tech/Telematics friendly eco system is also absent here where we need to focus on.

Way forward

Mindset of accepting the change and welcoming the innovations are the very first steps where we should focus. Besides, tech friendly regulatory framework can play a vital role here since we are not allowed to go beyond our tariff. In such a situation, proper risk calculating mechanism should be introduced. Nevertheless, focusing on capacity building and investment in technology should be the initiative from organizational perspective to ensure a seamless service accordingly.

Bangladesh's banked population was 20% in 2013. Following the breakthrough innovations in digital financial services (DFS), mobile financial services (MFS), and payment service providers (PSPs), banking customers will reach 48% in 2021. This is a clear example of how technology can provide seamless service and, with the help of technology, guarantee immediate growth. According to BTRC, there are 180.5 million mobile subscribers and 128.78 million Internet subscribers (September 2021). Therefore, anyone with internet access is our potential customer and our target customer is a population of over 110 million (18 years old).

Insure Tech can enable greater insurance penetration through better collaboration and easier access, it can reduce the 2.1% of GDP insurance gap. According to an internal analysis of Research & Innovation Department of Green Delta Insurance Company our projected market size can be BDT 110 Bn.

Toward realizing the vision of insurance inclusion of mass people, we at Green Delta Insurance have leaned on SDGs to transform risk into opportunity, innovation into outreach, and actions into impact, with the aim to leave no one behind. In that aspect, we have strong notion of telematics becoming the primary driving factor of motor insurance market in near future.

Reference

1) Provider, Vertical and Region - researchandmarkets.com
2) www.telematicswire.net
3) Policy Insights Online
4) Dr. Sayeeda Anju, Urgency of compulsory motor vehicles insurance in Bangladesh, Apr 20, 2021, The Daily Star
5) Md Abu Talha Sarker, Insurance a necessity for car owners, Oct 8, 2021, The Daily Star
6) JOANNA ENGLAND, Are telematics the future of car insurance? NOV 04, 2021, INSURTECH MAGAZINE
7) Shahiduzzaman Khan, Bringing unbanked poor under financial services, January 15, 2020, The Financial express
8) www.brta gov.bd.com
9) www.btrc.gov.bd
10) Year Book of Bangladesh Insurance Association

Role of ERP in Modernizing Insurance Sector

Md. Shah Alam

Insurance industry in general is a complicated and paper heavy industry. Form filling up proposal form to issuing policy documents and other task involve heavy use of papers. Besides that, insurance industry is much more complicated than other window of financial sector. These complicated task can be managed in prudent manner through computer platform like Enterprise Resource Planning software.

Bangladesh government has ramped up its effort to digitalize all sectors at fast pace to take up the challanges of fourth industrial revolution. Insurance is an integral part of economy rendering services to millions of people and thousands of enterprises. Bangladesh Insurance industry suffers from multiple problems including high management expenses due to manual processing of working, delay in settling claims and old-fashioned administrative efforts. These problems can be easily solved by adopting ERP solutions. Benefits of using ERP always override the procurement costs which has been proved worldwide.

Currently in Bangladesh only a handful of insurers are using ERP system fully and some of them are using partially and rest of them are using manual processes. Without technology they cannot meet the demand of policyholders as they are receiving user friendly services from other component of financial systems for example, bank and capital market. In order to continue their businesses properly with cutting edge technology, insurance sector must adopt ERP system to streamline their functioning. ERP has some very good features which is fully designed to provide systematic, prompt and finest services. ERP works as integrated system and works in real time. A common database supports all the applications. It has different module for different departments and integrate all the departments by single large system. ERP facilitates information flow among all business functions and manages connections to outside stakeholders. ERP systems run on a variety of computer hardware and network configurations, typically using a database as an information repository. The ERP system integrates various organizational systems and facilitates error free transactions and production, thereby enhancing the organizations efficiency.

In insurance sector ERP system can be used in multiple fields. List of areas where ERP can be used are as follows:

- Finance and Accounting: In preparing general ledger, Income statement and Balance sheet, Fixed Assets management, receivables cash management and collections and financial consolidation. ERP plays a pivotal role. These task take huge time and cost to do manually.
- Act as an Policy Repository: ERP system collects various information including policy data As a result ERP system act as an policy repository system.
- Management Accounting: Budgeting, costing and financial management.
- Human resources: From recruitment to maintain their personal data in all cases ERP system could be the best solution.
- Project Management: ERP can be used in Project Planning, resource planning, project costing, time and expenses management, performance units and activity management.
- Data services: Various “self-service” interfaces for customers, suppliers or employees.
- Policy Information: As it ERP works as policy repository platform can use it for policy information.
- Claim Settlement: ERP enables insurers to settle claims at first peace compare to non ERP users.
- Actuarial Valuation: For life insurance sector using ERP gives many benefits over traditional approach. It is very cumbersome for the insurer to conduct actuarial valuation process without digital platform.

Director (Deputy Secretary)
Insurance Development & Regulatory Authority.

Using ERP insurers provide policy data in prudential manner to the actuary. If company maintains policy data through ERP it becomes easy to inspect the validity of data. For the error free data management it is important to have ERP system in place.

Importance of ERP solutions in the insurance sector:

Insurance is a contract between an insurer and an insured. The insurer guarantees compensation for the loss incurred by the insured for the conditions stated in the contract. In exchange for the insurer looking out for the other person, the insured pays a yearly/ monthly premium to the insurance company. The insurance management ERP software makes all these process simplier, better and faster.

Managing insurance sector is a complex task that requires a large workforce. The right ERP solution can simplify and improve the process through Centralization and management of information, Simplifying data gathering and improving resource management.

Every business wants to grow. It is more important for insurance sector. For that, they take help of software solutions. These solutions help them to manage and optimize the business cycle. The insurance management ERP software is designed to do just that for insurance business.

ERP solutions are destined to optimize the operations of insurance agencies preparing there to stay miles ahead of the competition. ERP is a boon to organizations as it helps in integrating the company data into a common platform. Growing implementers of ERP solutions are times in the insurance industry that deal with the massive volume of data that needs to be organized and categorized based on the intricate valued they hold. In order to have appropriate data back up and analytic strategies and take care of legal agreements, these asset and life protection services companies utilize ERP innovations as the premier solutions. There are several areas where ERP plays an increasingly important role in the realm of insurance. ERP provides the insurers and agents with a common platform that helps them forecast and track sales and facilities coordination between their marketing departments and consumers. The implementation of an ERP system aids the insurance agency to focus on streaming process. Specially pertaining to compliance management and claims processing and these allow for improved turn around time and increased customer loyalty. In addition to accessing customer data in real time, insurance agencies would have the ability to track any agents for a scheduled meeting with the use of an ERP system.

ERP system can also further enhance the time management of an insurance agent by allowing them to stay on top of their schedules and even access crucial data on the go from any device. After the intervention of ERP the essential aspects of an insurance agency that is selling, marketing can have automatic continuous updating with transparency, allowing the insured to know the status of their on going claims proceedings.

The insurance industry is one of the most heavily regulated industries in todays economy. When there are changes to legislation, organizations must be able to access their data and present to the relevant body as quickly and efficiently as possible. Being able to evidence this data ensures the insurance business remains compliant. The ability to analyze and visualize data is a huge selling point for many companies in the industry. Being able to slice, dice and present data when needed with visually stimulating dashboards is a great advantage, especially when there is so much data at hand.

One of the most significant functional aspects of an ERP system is the ability to integrate data from several departments and bring it into one unified data base. In the insurance industry this is especially important when tracking customer history including past transactional details, personal data and legal agreements.

Insurance brands pride themselves on the high quality service they deliver to their customer and in such a competitive market it`s easy to see why such a considerable emphasis is placed on this. Companies who specialize in expert star ratings such as good as look to insurance agencies to provide the quality

service expected, having an ERP system in place is the first step in ensuring this. By accessing important information about customers at the click of a button, insurers can provide an efficient service, encouraging brand loyalty and repeat business.

Profitability is the end goal and tracking all aspects of our sales process and activity is incredibly important when it comes to providing insurance outbound and inbound sales calls, referrals, cross-sell quotes and internet leads are all the key sets of data we can record easily. Identifying and analyzing every touch point and result with a customer can help we make the best and most informed business decisions.

Conclusion: Technology is the biggest game changer in global financial market. Tracking potential customers, selling financial products, engaging customers for long time, processing numerical data, preparing financial accounts, storing data and maintaining inter departments are the key tasks being done thorough ERP in modern world. AT the age of fourth industrial revolution, to take up the challenges every insurer should use ERP system not only to reduce the cost but also to cater best services to its customers. ERP could be a vital tool to reduce high management cost in insurance sector. Therefore, to stay strong in highly competitive market insurers must adopt ERP system.

Insurance- GDP Ratio: Impact of Policy Lapse Rate Reduction

S.M. Ibrahim Hossain, ACII

Insurance sector of Bangladesh is not contributing significantly to the GDP of Bangladesh compared to the other countries because the average GDP contribution of insurance sector in the world is 7% whereas it is merely 0.55 in our country. So we need to examine the causes and find out plan to increase its contribution. Policy lapsation is a concerning issue of insurance sector since life insurance are mostly long term and when a customer does not continue the policy then both the company and customers get deprived of the long term benefits. Therefore the more the rate of insurance lapse, the more the losses. Contribution of insurance in GDP is low mainly for several reasons. Among the 17 crore people, only 10% have life insurance([1]). Moreover, life funds are not growing proportionally, rather are decreasing([2]). Among the problems of the insurance sector of Bangladesh, policy lapse is the most important as long as it is like cutting off the young sapling right after planting them. Revolving this problem can increase the contribution of insurance in GDP as multiple times as each year about 78% of the total policies are lapsed. It is impossible to increase the contribution of insurance without solving this. Besides, mass trust cannot be ensured as well without solving the issue.

The second year after completion of a policy and all subsequent premiums are called renewal premium. If the renewal premium is regular, the policy is in force and the purpose for which the insurance policy has been executed is achieved. If the second and subsequent premiums of the policy are not paid, the policy is converted into Lapsed Policy or partially executed insurance and the insured (insurance client) and the concerned agent are deprived of various benefits of the policy. For the same reason the company has to face business losses. The main goal of a successful life insurance company is to continue with the policy that is being sold. The progress of the life insurance industry is being severely hampered due to the huge amount of policy lapses in our country. Therefore, it is essential to protect the interests of the business for the benefit of insured & insurer i.e customer & company.

The concept of life insurance is a matter of long-term contract. Excessive spending in the first year can be spread over the following years if it is ensured that future premiums are available. So to ensure the progress of a company and the security of its long-term contract with the insurance customers, one must have a clear idea about the cause of the lapse, lapse's high effect to the company's transparency and possible steps to keep that lapse minimum. Lapse is considered as a major problem in the life insurance industry all over the world. Constant awareness of lapse is essential for success in business by bringing lapse to the lowest level.

Table: Number of ongoing and lapse policies:

Year	2009	2010	201 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ongoin Polic	1,01,03402	1,25,07,506	1,30,17,821	1,28,17,250	1,26,04,611	1,23,88,698	1,15,22,209	1,05,06,051	1,09,51 ,920
New Polic	34,27,207	34,74,558	27,25,563	16,80,072	14,76,254	16,14,185	17,39,215	19,32,501	18,39,126
Surrendered Policy	29,887	34490	42,042	57,810	72402	75,886	92,839	82,509	1,57,390
Lapse Policy	23,04,166	20,37,123	22,89,282	1840,894	1 5,36494	14,01,015	16,85,894	14,08,222	10,05497
Average Lapsed Policy 78% (during 2009 to 2017)									

Source : Annual Report, IDRA-2()217

Number of ongoing and lapse policies:

Policy lapse status of Life Insurance Companies during 2009-2017 (Table—A) shows that an average of 22, 12,075 life insurance policies have been issued annually since 2009, 78% of these policies are lapsed or non-

Director (Additional Charge)
Bangladesh Insurance Academy

performing. This high rate of policy lapsation is severely hampering the positive growth of the life insurance sector.

The following are the main reasons of policy lapsation:

- Embezzlement of customers' money by field workers.
- After taking insurance, the insured often does not continue with the policy due to false information provided by their friends or relatives that the insurance company will disappear or money will not be available etc.
- Lapse occurs due to changes in economic condition of the customers or non-payment of premiums in time. If the job, business or source of income is closed, the policy becomes lapsed.
- In many cases the customers pay the premium by someone else who does not deposit it in time or does not pay the deposit at all, resulting in lapses.
- Lapse is due if the insured insures more money than the financial condition.
- If one insure in the face of pressure (development workers often make policies by exerting relatives, friends, political/social influence), the later lapse occurs.
- Lack of service such as not communicating with the customers or not providing good services.
- If rebate is given to the insured.
- Lack of patience of the insured and the agent.
- Lapse occurs due to age differences of the insured.
- Lapse happens also due to the notoriety or weakness of the insurance company.
- If the insured takes out an insurance policy without realising it.
- To sell insurance with misunderstanding in the insurance contract.
- If the insurance agent does not remain in the profession.
- When the branch office of the insurance company is closed by the insurance company.
- Due to the lack of confidence in insurance.
- Failure in paying claims in time.
- If any bad news of insurance is spread in the media for any reason.
- Lapse can occur if the policy is too long-term.
- In case of financial loss due to natural calamities like floods, drought, cyclones, etc. in the country. If commodity prices rise in the long run, that is, if there is inflation, the policy may lapse.
- If the agent does not declare the terms of insurance properly, for example, he may say 10 years at the time of insuring, but it is written in the policy document for 15 years.
- There is pressure from different companies on agents due to excess competition. As a result, even if it is a first-year business somehow, it does not continue after that.

Ways to prevent policy lapsation:

- The first year commission rate on life insurance is usually very high. That's why agents don't want to spend more time on that policy in the years to come. The commission may be reduced in the first year and some more may be given in other years.
- Policy lapses are often due to over-selling or under-selling which the head office has to sort out well.
- An agent should not only look after his own interests, but also the interests of the company & insured. An agent understands which policy will lapse, because the agent knows better, which policy is overselling or under-selling. So the agent has to look after the interests of the company sincerely.
- In our country, although the measure of policy persistency is not used, there is scope for it. Make a list of how long a policy lasts and action can be taken accordingly.

- The agent whose policy will be more persistent can be encouraged with the persistency bonus.
- Agents do not keep track of the amount of lapsation. If agents are given an account of lapse each year, they will be shocked! and will take the lead in taking action in this regard,
- Insurance companies can take necessary steps to improving the quality of service such as

Claim money or checks can be issued through area-based customer gatherings so that other customers become aware of the lapsation and can understand what losses customers will face if policy become lapsed.

Let us now point our focus on the coverage of life insurance i.e. individual risks. There are 17 crore people of whom about 60% are insurable. But the total number of life insurance policies enforceable was only 1.7 crore as of 2017 So, it is necessary to introduce corporate agent system and bank assurance system like other countries of the world. As the major NGOs / MFIs are working in the country, which have offices across the country, if they are licensed to corporate agents, the insurance company's management costs will be reduced considerably. Banks and MFIs / NGOs will be able to earn additional commission in their present management, just as ordinary people can easily purchase insurance from the banks operating in the country. For this, Bangladesh bank and insurance regulator can make legal provisions.

Moreover, the unfortunate reality is that about 78% of life insurance turns lapsed, is surrendered or paid up which indicates the essence of life insurance policy becoming futile like nipping it in the bud. If we can take initiatives to resist the lapse and surrender, then the contribution of the insurance sector to GDP will increase. It is said that a lapse policyholder is an enemy of the state, company, insurance industry and even himself because endowment insurance means a long-term policy at least for 10 to 30 years. When the policy is lapsed, it is neither beneficial to the insurance company nor to the insured, because life policy means long-term investment to the insurance company. So, when it becomes lapsed, the insurer does not get the opportunity to invest the earned premium and the insured does not get the real benefit of the insurance i.e. both the insured and the insurer become losers. Some agents do not bother about such lapse policies as they just want one-time business to get the first-year high commission. So, we need to take measures to redistribute the commission so that it becomes attractive to the agents throughout the whole policy period.

Recommendation:

To increase the contribution of life insurance to GDP, there is no alternative to reducing the policy lapsation. So, we need to take measures to reschedule the commission so that it becomes attractive to the agents throughout the whole policy period. Moreover, the causes of policy lapsation that have been stated earlier should be addressed. So, we need to cover the huge uncovered life under insurance and for this we need to changes the laws of insurance development and regulatory authority for licensing as corporate agents of NGOs / MF1s.

Conclusion:

The contribution of insurance to the GDP will definitely increase a lot if the policy lapsation can be prevented. On the other hand, if policy lapsation cannot be prevented, the customer and insurance company will face loss. Customers affected from policy lapsation are deprived of insurance benefits, therefore they discourage other potential customers not to avail insurance. Thus, a negative impression of the insurance industry is created. New insurance products need to be introduced after removing the existing problems. Complete automation is required to prevent lapsation and fast claim fulfilment is also important. So all stakeholders need to come together for a sustainable insurance sector.

Reference:

1) Annual Report, 2017, IDRA

2) Annual Report, 2017, IDRA, Page-20

3) Annual Report, 2012, IDRA, Page-20

Catalytic Role of an Insurance CEO in Bringing about Market Discipline:

Mr. Md. Khaled Mamun FCII (UK)

A saga for the insurance industry of Bangladesh will, no doubt, be the last decade during which we got, among other things, the mother laws of insurance i.e. 'Insurance Development and Regulatory Authority Act 2010 and Insurance Act 2010. These pioneering acts provide us with the legal framework for the prudential regulations of our insurance market as a whole. In order for the precise execution of the rules & regulations so formulated by IDRA under the auspices of the above Acts, the catalyst roles of the chief executive officer (CEO), to some extent, remained unexplored over the years. To put it in a simple context, a chief executive officer of an insurance company is a person who has been appointed by the company's board of directors to manage its day-to-day operations. The CEO reports directly to the company's board of directors and often exercises their discretion in how they should be managed in compliance with IDRA instructions. In this regard he/she should possess a thorough understanding of the company's business model as well as its customers and competitors in order to achieve stakeholders' value while at the same time protecting the public interest.

CEOs as a Market Disciplinarian

The role of an insurance CEO in the light of the recent turbulence in the market has been debated among industry experts. As it becomes more difficult for insurers to predict future events whether it be legal, regulatory, economic and financial, it has been the demand of the time that insurance CEO's job is not only to act as a custodian of a company but also as a market disciplinarian. Market discipline in insurance is the use of market forces to put pressure on prices, rates, and margins on the background of market being a tariff one. Insurance CEOs have central roles in market discipline by setting policy terms, conditions and pricing that aligns with market realities to increase profits or reduce losses. Market discipline should be applied at all times for insurers so they are not taken advantage of by competitors. It applies to property, casualty, life, health, and annuity products. Compliance to 'Insurance Tariff' and other pricing structure of the regulatory requirements should be at core pricing strategy of the insurance company. Any pricing discount must also be in accordingly with the prior approval of the Central Rating Committee (CRC), the pricing wing of the regulatory body. At this points, our CEOs should be punishing the individual employees who involves any sort of unethical practices or financial scam or money laundering.

Being the head of the organization, the CEO is desired to play a proactive role in bringing about market discipline and maintaining the sustainability of the industry as a true counterpart of the banking sector for the greater interests of nation's socio-economic advancement. His focuses should center round superior customer services, shareholders' value propositions, regulatory compliance, and above all, ethical business practices.

How does an insurance CEO contribute to the concept of market discipline?

The insurance industry is a cornerstone of the Bangladesh economy, and as public companies, the insurers must comply with the financial reporting & auditing requirements of Insurance Development and Regulatory Authority, Bangladesh Securities and Exchange Commission and the financial as well as monetary policy of Bangladesh Bank, being a constituent part of the entire economic chain.

Thus, insurance CEOs have a lot of means and ways to contribute to implementing market discipline on their organization as well as other means that executives can share responsibility for establishing more effective regulatory oversight. This includes developing policies and procedures, assessing potential problems before they become actual issues, and ensuring that their organization fully complies with IDRA circulars and other

Director (Additional Charge)
Bangladesh Insurance Academy

disciplinary rules. A company's stock prices will depend on the level of trust it has from the investing community. CEOs can affect market discipline either positively or negatively. The CEO's credibility and competence play a significant role in this process. If the CEO is credible, then investors will more willingly buy shares and stay invested despite short term fluctuations and volatility. Ensuring customers services, particularly at the time of claims settlement, an insurance CEO should be the forerunner since claims settlement is the only event when the customers are at distress and they need mental and financial supports, and in such situation, insurers should be standing beside the customers. This positive move will unquestionably improve the image of the insurance sector.

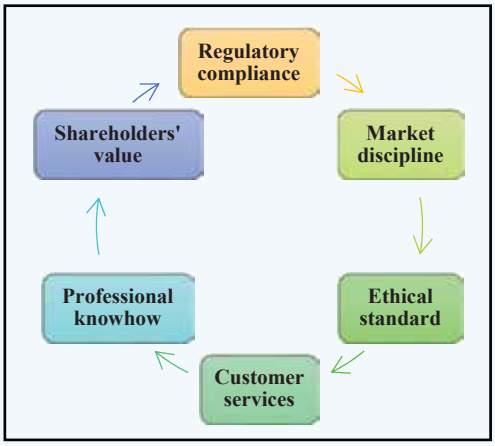

Diagram: CEO's Contribution to Market Discipline

How a CEO may not fulfill their responsibility?

A CEO may not fulfill their responsibility when they fail to provide a specific product or service, make bad decisions which result in bankruptcy, and when they lie about the company's financial status to shareholders. The regulatory guidelines should be minutely adhered to and their roles as stewardship of the public fund should be taken into consideration while making any decision particularly with regard to designing of reinsurance program, investment of premium fund, and settlement of claims. He should try his best to upgrade or, at least, maintain the credit rating of the company for trustworthiness in the market segments they operate. The CEOs need to be willing to take responsibility for their actions and decisions as this materially influences company's success and failure. Personal resilience as well as values would be a guiding principle when determining how to handle a critical situation. The role of an insurance CEO is to manage company assets and liabilities as effectively as possible. They must ensure that the company achieves and sustains a favorable financial position so it can provide services to customers and meet its obligations to policyholders.

Another pivotal arena for CEOs to concentrate is the human capital development for sustainable development of the individual company. There is no denying the fact that disciplined workforce with sound professional knowledge is the pre-requisites for a disciplined market. Bangladesh ranked 106th in the world on investment of human capital. Sri Lanka topped the list (Position 72) in the SAARC regions whereas Nepal was at 102, India at 115, Afghanistan at 133, and Pakistan at 134 (Ref: www.InsuranceNews.com.bd).

What conclusions can we draw from this article?

According to the 'World Economic Forum' by 2030, Bangladesh will be the 24th largest economy in the world, for which it is high time for all of us to prepare, and in this regard our insurance CEOs have much to do on the premises that the GDP contribution of the insurance sector in the year 2020 was very nominal, which is 0.29% by Life, and 0.11% by Non-life, totaling 0.40% (defined as Premiums / Gross Domestic Product). We stand at 69th position in the world market in terms of premium volume for the year 2020 (Ref: Swiss Re Sigma 3/2021). The statistical figures clearly indicate the poor standard of market performance. So, every CEO should be ready for addressing the challenges of the decade to come. A disciplined workforce would be catalyst for the most coveted of advancement of the market. So, it can be concluded that the role of an insurance CEO has changed from the hands of a traditional management role to one that oversees market discipline.

Steps Towards Social Health Insurance Scheme

Kazi Md. Mortuza Ali

Introduction

Millions of the poor people have already fallen back into poverty as a result of the ongoing global pandemic. Millions more are at the risk before full recovery. It is the poor and most vulnerable that are at the greatest risk in the absence of affordable health insurance. Social health insurance is one of the key elements of health protection and health financing mechanisms. Social health insurance is seen as a necessary element in achieving both social health protection and social security. Therefore, we need to examine how mandatory health insurance can be used as a tool to achieve the goal of health for all and health insurance affordable for all. One common way of achieving the goal of health insurance for all, is to subsidise the premiums of individual and or families who cannot afford to cover the full cost of insurance themselves. In 2005 the WHO members reaffirmed their commitment to the principle of universal coverage in which all people have access to needed health services without the risks of severe financial consequences. Therefore, we need to examine the likely social health insurance schemes in the context of Bangladesh scenario.

Health insurance serves as a response to financing the access of individuals to health care. It is, therefore, logical to expect that social health insurance scheme of a country like Bangladesh should be treated as a prime social security programme and should be planned within the framework of an overall health plan. Health Insurance needs to be developed as a stable mechanism for financing personal health care of every citizen.

Need for Private & Social Health Insurance

Private health insurance systems differ from public financing systems in several ways. A private insurance plan typically competes for customers. The customers also may choose among several plans that have different features. These plans also have different prices and consumers have to decide if a more desirable insurance plan is worth considering its price. But different prices are often associated with a range of plans that provide different benefits and difficult to compare. Moreover, people with low income are unlikely to be able to afford any insurance at all from the private insurers. Due to lack of public awareness and hazards involved in it, health insurance is considered to be a non-profitable business. Besides creating public awareness, infrastructure of medical services needs to be improved and insurers need trained and suitable executives to offer this scheme. To popularize health insurance schemes, effective mechanism should be evolved in order to create public awareness. The NGOs may play a significant role in this respect. Proper motivation and publicity is necessary to make common people aware of the benefits of health insurance schemes.

Social insurance aims primarily at providing society with some protection against one or more major hazards which are sufficiently widespread and far reaching in effect. Usually these risks are not many in number, yet if not guarded against through some organized means, they produce large dependency problems. Social insurance is generally compulsory giving the individual no choice as to membership. Nor it can be as a rule the incumbent selects the kind and amount of protection or the price to be paid for it. Indeed, social insurance views society as a whole and deals with the individual only so far as he constitutes one small element of the whole.

Purpose of Social Insurance

Generally, social insurance scheme is a government run plan with a standardized benefit structure and contribution rates. As an alternative, government may mandate that everyone in the specified groups must be covered by social health insurance but the groups may choose from among several schemes offered. Social insurance has a basic purpose of providing a certain degree of economic security to members of a community against risks which are beyond the means and control of either the individual or a group of private individuals. Social insurance has the further purpose of helping to stabilize the economy in various ways and maintain a

Director General
Bangladesh Institute for Professional Development (BIPD)

sound socio-economic growth of the members of the society.A basic principle of social insurance is that it aims to provide a minimum level of economic security against perils which may interrupt income. This principle, known as the "floor of protection" concept, is not always strictly observed, but it is still a fundamental theme of social insurance. The purpose of social insurance plan is to give all eligible persons a certain minimum protection with the idea that more adequate protection should be provided through individual initiative.

Hazards of Health Insurance

It is obvious that health insurance is associated with excessive moral and morale hazards. The most pertinent issue is to control cost. It is no denying the fact that there is a tendency to charge more when the doctors or hospitals know that the bills will be paid by insurers. Insurers are likely to combat this tendency by fixing limitations of recovery and by the use of high deductibles. However, this is no actual solution since the burden is only transferred to the insured. Then comes the issue of controlling the over utilization of hospital and medical expenses. It is very often found that the patients demand that they be hospitalized. They feel that they have not received any value from their health insurance policy unless they have been ill and collected a claim from their insurer. It is obvious that private health insurance market is still in its early phase of development. It is relatively under developed and undersold. However, this market is likely to grow faster than the G.D.P growth rate. It is expected that health insurance will be the next frontier for the insurance industry. Despite potentials in general, much will depend on Government's social policy and the professional capability of the private insurers to tap this growing market potentiality.

It is no denying of the fact that the poor need health care more than the other, because their living conditions and environment is dirty and polluted causing a high risk of infections and diseases. Polluted water and air mean diarrhoea and respiratory infections and these are the most common causes of death amongst young children. Injuries and chronic illness resulting in long-term disability affects. In most cases disability is related to poor education, nutrition and unemployment and caused by injuries or by communicable diseases. Health Insurance enables access to better medical services and a better quality and longer life. Access to adequate health insurance protection can assist the poor to achieve sustainable growth and provide them with the capability to attain a better standard of living.

Concluding Remarks:

There is lack of proper knowledge amongst the poor about insurance. They find it difficult to understand the concept and accept the idea of risk pooling system. Insurance has a very poor image in the society at large. Clarifying insurance schemes is an additional cost and burden on the provider of health insurance. High drop outs, particularly from those who have not made a claim are very common phenomenon. Marketing of health insurance product amongst the poor is very time consuming and difficult. There is a need to educate the incumbents on the benefits of the product and the coverage it provides. Most of them do not find any tangible immediate benefits. They need counseling, guidance and continuous motivation.

In order to overcome the situation, a sufficiently large pool size is required to justify the substantial resources to market and administer appropriate product to a largely uneducated, half educated and skeptical diverse population. Establishing a sustainable and viable, health insurance scheme is possible in the short-term. There is a need for a large capital base and donor contribution in the initial years to give time for building the appropriate infrastructure and enhance number of policyholders at the maximum possible. It is high time to initiate one or more mutual, community based social health insurance scheme in evey sub-district for the mass people. IDRA in collaboration with Ministry of Finance, Ministry of Health, Ministry of Labour, Ministry of Social Welfare can pilot an appropriate social health insurance scheme for the mass people. The government may consider to form a steering committee to supervise and monitor the activities of community based Social Health Insurance schemes in every district/sub-district of Bangladesh.

Implementation of National Integrity Strategy In Insurance Industry:

Mirza Wali Ullah

National Integrity Strategy

Cabinet Division of the Government of the People's Republic of Bangladesh formulated the National Integrity Strategy in October 2012 for the creation of 'Sonar Bangla'. The issues that were considered in formulating and implementing the strategy were to eradicate hunger, unemployment, illiteracy, deprivation and poverty from the country within a decade. The objectives of the strategy paper was to bring happiness, peace, harmony and prosperity in the country and to establish a democratic society where the rule of law, basic human rights and political, economic, social equality, freedom and justice are properly ensured for all citizens.

Implementing Anti-corruption policies that uphold integrity is essential for establishing good governance. Enforcement of law and punishment not only eradicate corruption but also help build a movement in the society, so that the citizens become virtuous, and integrity is established in State and privately owned institutions. Insurance Industry of Bangladesh has also taken steps to implement the National Integrity Strategy.

Some instructions on the NIS from the Regulatory Authority:

- In every Insurance Company, a 5-member 'Integrity and Ethics Committee' headed by the CEO should be formed.
- All the Insurance Companies will call upon the meeting of the Integrity and Ethics Committee within the 1st week of each month and submit the report in the 2nd week according to the format provided by the Authority.
- A Complaint management cell should be created in all the Companies.
- The Integrity and Ethics Committee will arrange training of officers or employees on relevant issues in consultation with the CEOs of their respective organizations.

What is Integrity?

Integrity generally refers to the attainment of behavioural excellence influenced by morality and honesty. It also implies adherence to the norms, principles and customs of a society. At the individual level, it means conscientiousness and honesty, as well as character.

The purpose of Integrity Policy

To ensure transparency and accountability in all the areas of the insurance industry and help contribute to the economic development of the country.

The Islamic view on Integrity

Allah the Almighty created man and gave him the direction of his path. The Holy Quran says, "Guide us to the straight path, the path of those whom You have favored, not the path of those who are accursed and misguided."(Surah Fatiha 5-7.) Referring to Integrity as the condition of success, Allah SWT says- 'The successful is one who has attained purity or chastity.' (Surah Al-Ala 14.) Elsewhere it is said: "Surely he who has succeeded has purified himself, and he who has not purified himself has failed." (Surah Ash-Shams 9-10.)

In the eyes of Islam, Integrity is the desire for the welfare of others, protection of honor, participation in suffering, honesty, justice, benevolence, ordering good deeds, preventing evil deeds, etc. Allah SWT says-

SVP and Member Secretary, Shariah Council at Prime Islami Life Insurance Ltd.

‘You are the best nation. You have been created for the good of mankind, so enjoy in what is right and forbid what is wrong, and believe in Allah.’ Surah Ale Imran 10. Instructing Integrity, Allah the Almighty said, “Cooperate with one another in good deeds and piety, and do not co-operate with each other in wrong doing and sinful deeds.” Allah SWT says- “Verily, all mankind are the losers, except those who believe and do righteous deeds, and admonish one another with truth and patience.”

The consciousness of accountability is hereafter purifies people in the world. The smallest good deed or evil deed of man will be presented to the Creator on that day. It is said in the Holy Quran: “Whoever does an atom’s weight of good will see it, and whoever does an atom’s weight of evil will see it.” Regarding accountability, the Prophet (peace be upon him) said: “Each of you are responsible and everyone will be asked about his responsibility on the Day of Resurrection.”

Regarding the activities that hinder righteousness, Allah the Almighty says: ‘Do not blame one another and do not call one another by evil names; this is the great abomination after faith. O you who believe! For in some cases guessing is a sin and you do not seek each other’s secrets and do not slander one after the other. (‘Surah Hujrat 11-12.)

How Integrity practices can be implemented in the Insurance Industry

- By introducing better Corporate Management.
- By ensuring fair and performance-based rewards.
- By implementing competition Law in Insurance business by preventing yogic behavior.
- By establishing proper Coordination, Transparency, Accountability and improved work culture among all departments of the Insurance Company.
- By ensuring effective enforcement of private sector Regulatory Laws such as Bankruptcy Law, Consumer Protection Law, Environment and Labor Law.
- By endeavoring to qualify for National Awards by establishing Insurance Companies as pioneers in implementing the National Integrity Strategy.
- By encouraging and compelling all levels of employees and officers of Insurance Companies to pay Income Tax properly.
- By establishing appropriate legal and administrative action against those who collect business and take financial advantage in unethical ways and through the suppression of evil practices.

Integrity Reward

NIS strategy paper mentions the following indicators for awarding integrity prizes among the employees or executives of the Insurance Company:

1. Professional knowledge and skills
2. Patterns of honesty
3. Reliability and conscientiousness
4. Discipline
5. Dealing with colleagues
6. Dealing with service recipients
7. Respect for the rules and regulations of the organization
8. Ability to coordinate and lead
9. Proficiency in the use of Information Technology
10. Occupational, health and environmental safety awareness
11. Tendency to take leave

12. Innovation practices
13. Activities in implementation of Annual Performance Agreement
14. Use of social media
15. Interest in disclosing self-motivated information
16. Presentation skills
17. Interest in using e-files
18. Cooperation in redressed of grievances
19. Insurance activities.

In the light of the above indicators, it will be easier to ensure integrity within Insurance Companies. Morality or Ethics and Life Style of the incumbents may also be addressed as factors for selection of awardees.

Functions of Company Integrity Committee

Each Insurance Company is required to form an Integrity Committee; functions of the said committee are as follows:

- ❑ Provide ideas about the Grievance Management Cell
- ❑ Identify Company misconduct and determine ways to overcome it
- ❑ Review the causes and remedies of official malpractice
- ❑ Inform the staff of all levels of the Company about the functions of the Regulatory Authority and the Committee
- ❑ Formation of Integrity Sub-Committees in the Branch Offices.
- ❑ Supervise the activities of the Sub-Committees
- ❑ To give rewards to the employees of all levels of the company or to those who are pioneers in the pursuit of Integrity and Ethics.

Tasks of Integrity and Corporate Management are as follows:

- ❑ Appropriate application of Insurance Laws and Regulations in Corporate Management
- ❑ Adherence to the Company's Articles of Memorandum
- ❑ Implementation of decisions taken at the Annual General Meeting
- ❑ To seriously consider the Recommendations of Internal and External Audit
- ❑ Proper adherence to company Employment Rules, Recruitment and Promotion policy
- ❑ Adherence to Company Code of Conduct
- ❑ Adherence to National and International Insurance Standards.

The country's industry owners and the general people accumulate huge savings or premiums in the insurance industry for the security of their future lives and property, through which new industries and jobs are created in the country. Each institution or company may be advised to publish an Annual Integrity Report focusing the effects of National Integrity Policy. Implementation of National Integrity Strategy is required to ensure transparency and accountability in the Insurance Industry in the interest of public confidence and economic development of the country.

Enhancing Insurance Penetration in Bangladesh

Md. Kazim Uddin

Insurance penetration is used as an indicator of insurance sector development within a country and is calculated as the ratio of total insurance premiums to gross domestic product (GDP) in a given year. According to Swiss Re Sigma Report, in the year 2020 our insurance sector's contribution to GDP is 0.40% (0.29% by Life, and 0.11% by Non-life). It stands 69th in the world in terms of premium income for the year 2020.

No one can deny that insurance penetration is low in Bangladesh. Earlier, there was widespread belief that insurance penetration in the country was low because of low level of income. The experience of insurers and also the financial report of Bangladesh suggest that it is not income alone that determines the demand for life insurance. There are some other important issues, including macroeconomic factors as well. The main factors contributing to low penetration are

- **Lack of financial literacy in general and apathy towards insurance in particular.**
- **Product development capabilities have not been upgraded.**
- **Alternative Channels are not properly used.**
- **Insurers feel, more the agents, greater should be the business.**
- **Insurers believe that an insurance company is nothing but a marketing organization.**
- **Insurers are neglecting rural/social sector.**
- **No co-operation among insurers alongside the competition.**

WHAT INSURERS CAN DO TO INCREASE PENETRATION

The objective is to increase insurance penetration for the industry as a whole. We shall take up the factors that inhibit insurance penetration and would suggest what insurers could do to increase penetration for the country.

Customer Education: People of Bangladesh spend very little on life insurance, pension policies or health insurance policies. There should be education for both the prospective customers and the current customers. There are a lot of prospective customers who can afford to buy life insurance but have not been properly told about the importance of life insurance. Insurers can take part in rural festivals, fairs and special occasions and should also set up rural camps to spread the message of life insurance. The emphasis should be more on making people understand insurance and less on selling insurance policies. In urban areas, people are much more aware of the value of insurance. Only, there should be more websites and magazines dedicated to helping people understand the more difficult concepts associated with life insurance. There should be different kinds of customer education program for existing customers. Many customers do not fully know about policy conditions. Many of them, especially those living in rural areas do not know much about alternative channels for payment of premium. If these basic things are made familiar to them, they will buy the right policies through the agents and they will also use the latest services that the insurers have developed for them.

Recruitment and Training of Agents: A lot of men and women took up the agency mostly as a part-time job and not really as a career. There was no professionalism on the part of most of them. The productivity of most of the agents was low. It was thought that insurance selling was basically a number game. But this strategy is not likely to work in the present scenario. Today, people have a lot of choice before them and they are much more knowledgeable also. Now, the kind of 72 hour training a person needs to acquire the IDRA license is not enough to put the person in the market that consists of highly informed customers eager to know more complicated aspects of the products. So, the insurer has to set up adequate training facilities for their agents and the faculties need to be dedicated professional people. On an average, the level of financial literacy may be lower for agents. A lot of mis-selling is taking place there and as a result people are losing faith in the

Chief Executive Officer (CEO)
National Life Insurance Co. Ltd.

insurer. It is found that a lot of tied agents are aged people, housewives and retired people. These agents too, are adding little value to the insurers.

Other Important Operational Areas: Bangladeshi insurers still feel insurance can be sold by using various "push" tactics and that there can be no alternative to "aggressive marketing". The fact however is that marketing success depends to a large extent on the quality of servicing, brand image and the capacity to innovate. Insurers tend to neglect servicing aspects and that is the reason why IDRA issued Protection of policyholders Regulation. But insurers must provide better services in their own interest. We find that the insurers do not pay as much attention to market research, training, data-mining and transparent HR practices. As a result of this, they tend to neglect special areas such as underwriting, actuarial work and data mining. The result is that there is talent shortage in major operational areas now. The insurers have not yet been able to create right corporate culture to attract best talent available in this country.

Rural / Social Sector: Rural and Social sector is very big in this country. So, no insurance market can exist in this land without addressing this vast segment. At present rural sector is not too poor to afford life insurance. They require products suitable to their needs. The problem in rural market is that it is not homogeneous. The market is fragmented and there are many sub segments. In the social sector, it is difficult to sell high value products. The insurers have to sell innovative micro insurance products there. The distribution model has to be different for social sector. To reduce distribution cost, insurers have to tie up with microfinance institutions, NGOs etc. These bodies have to act as corporate agents.

Channels of Design: Distribution Channels play an important role in enhancing insurance penetration. Tied agents may not be too effective now in some segments of the market. Insurers should allow them to work in segments where people have much less financial awareness, like rural and mofussil areas. But, customers of some segments of the urban areas look for special services. Corporate agents including bancassurance is the ideal distribution channel in so far as marketing insurance to financially niche segments is concerned. Brokers can also be very effective for such segments. For financially aware customers, direct marketing can be used. Financial convergence will help customers to get all types of financial services like banking, insurance and security services, under one roof.

Product Development: There is hardly any product that is suitable for all segments of the market. The product development cannot be an actuarial exercise only. Products are developed by keeping in mind the social, cultural and religious sentiments of a market. Again, the insurer has to determine the profitability of the product launched. Again a lot of market research is necessary to understand the mood of the market. Before launching a product for a segment, the insurer has to see the past data in respect of performance of similar kind of product in that segment. For the rural sector, a totally different set of products have to be developed. Rural people may be in a position to pay premium during particular seasons of the year and to pay money back instalments at some particular festivals or other special occasions. Rural people generally prefer to have a single policy containing death and accidental benefits plus provision of getting loan and health insurance benefits. They will also be happy if the same policy contains crop insurance cover and property insurance cover as well. Insurers should be able to tie up with the general insurance companies for developing such multi-purpose products for the rural people.

CONCLUSION: To increase insurance penetration, customers have to be prompted to buy more life insurance at a given level of income and they have to buy additional insurance as and when their incomes go up. To increase penetration, uninsured people have to be motivated to buy insurance. An insurer has to devote time, energy and money to do certain important things like customer education, training of manpower, creation of right corporate culture and engaging in sound market research to know the customers intimately. Unless these are done, no great result can be forthcoming.

Prospect and Necessity of Professional Indemnity Insurance

Md. Mamunul Hassan ACII

We all make mistakes; after all, to err is human. However, not all humans are forgiving, especially when it comes to their money. If you, as a business service provider, cause severe financial loss, damage to property or any other harm to a client due to an error of judgement, incorrect or inadequate service or advice, then your client can seek compensation from you. This is where professional indemnity insurance comes to your rescue.

Introduction:

The purpose of professional indemnity insurance is to protect the professional person. It protects them against the legal liability to pay damages to persons who have sustained financial loss arising from their own professional negligence or that of their employees, in the conduct of the business.

What is Professional Indemnity Insurance?

Professional Indemnity Insurance cover that protects a Professional/Company/Organization or entity providing a professional service against the insured's legal liability to a THIRD Party as a result of any actual or alleged negligent act, error or omission in the performance of the professional duties undertaken during the course of their business.

Market:

Historically, professional indemnity insurance was a restricted market. It focused on the traditional professions, such as solicitors, accountants, architects and engineers, and carriers were limited to a few specialist insurers. Now it has become a popular and highly profitable business in the world. Traditional professionals have been expanding into other and related sectors. There are now over 500 different occupations/professions are buying this insurance and a few examples are show below:

- Business Advisers
- Solicitors
- Freelancers
- Management Consultants
- Cloud Services
- IT Consultants
- Architects
- Financial Advisers
- HR Consultants
- Copywriters and Interpreters
- Engineers
- Accountants
- Software Engineers

Many professions such as Solicitors, Architects, Accountants, Financial Advisers, Surveyors are required to have Professional Indemnity Insurance as a regulatory requirement in developed countries like UK.

Senior Executive Vice President
Pragati Insurance Limited &
A Member of Bangladesh Non-life Underwriter Club

There are not formal statistics about the size of the market and estimates vary between sources. It estimates that the UK Professional Indemnity Insurance market is worth around 2 billion pounds in annual premium.

How Professional Liability arises:

When professional people offer professional advice, they must bring an adequate degree of skills and have enough information to render that advice reasonably safe to give. As per Law of Tort, the following ways professional liability arises:

Common Law and Tort

Professionals owe a duty to exercise the degree of skill expected and it is established of a renowned Case " Donoghoue –vs- Stevenson.

Under Contract

An implied term is that the professional will exercise reasonable care and skill in rendering those services. If they fail to exercise that care and skill the client suffers loss as a result, the client may well sue them for negligence and it is established of a renowned case "Hedley Byrne & Co. –vs- Heller and Ptnrs" (1963).

Statute

Many professional and trade bodies, whether the profession is regulated by the Government, lay down minimum requirement for Professional Indemnity cover for their members as part of their code of conduct.

Personal Liability

Employees may also have a liability arising out of the negligence of one of their employees and is established of a renowned case "Merret –vs- Babb(2001).

Scope of cover of Professional Indemnity Insurance:

It covers –

- Professional Liability
- Breach of confidentiality
- Defense cost
- Fraud/dishonest
- Defamations
- Court attendance fees
- Extended reporting period
- Computer Records.

Key Exclusions:

Key exclusions of Professional Indemnity Insurance includes –

- Prior claims
- Bodily injury and property damage
- Fraud/criminal acts/intentional wrongful acts
- Deliberate or reckless acts- Fraudulent and criminal acts
- Damages: guarantee, penalty clause, taxes fines
- Unauthorized use/unauthorized access

- Employment/discrimination
- Patent/Trade secret
- War/Terrorism

Necessity of Professional Indemnity Insurance:

We need the Professional Indemnity Insurance for the following main reasons:

Financial Protection:

If we are in the business of charging our clients for advice then Professional Indemnity Insurance is important to us because, Professional Indemnity Insurance delivers important financial protection for a variety of professional advisers and consultants.

Meet the defending costs:

In the event that our client suffers a financial loss as result of supposed negligence, mistake or omission Professional Indemnity Insurance will meet the cost of defending claims and any damages payable.

Save the business:

Professional Indemnity Insurance is one of the most popular insurance among professionals since it saves us and our business at the time of error and omission. Negligence, incorrect advice, violation of good faith, misrepresentation or breach of professional duty might bring doomsday for our business because clients these days are more conscious about their rights. If not delivered with what we have promised, they might sue us. To be on the safe side, it is better to buy Professional Indemnity Insurance to cover our profession.

Protects our Professional reputation.

It shows Professionalism

It provides various intangible profits.

Overall, Professional Indemnity Insurance is one of the best ways to safeguard our business and career from potential loss.

Main benefits of the Professional Indemnity Insurance are:

a) Reduces risk

b) Trust Factor

c) Lower chances of loss and

d) Eligibility.

Prospect:

Bangladesh already stepped into a new era by officially becoming a developing country from a Least Developed Country (LDC) after 45 years which brings an improved image and branding in the international level. Henceforth, big investors like International Financers (Lenders) will be keen to give loans to our country because of our ability to pay back. Moreover, private sectors will be able to generate capital from the international financers in easy way.

Global investors will invest in various type of mega projects including construction sector with joint venture or independent by completing all sorts of formalities and requirements including insurance like developed

countries. Investors will also bring experts in their respective field and they will need Professional Indemnity Insurance as per respective contractual obligation.

According to Insurance Act 2010, all types of insurance including Professional Indemnity Insurance must be taken from local insurance companies. As a result local insurance companies will be able to earn sizeable premium from this sector, if the company builds its capacity in proper way.

Opportunities:

- Professionals like Doctors, Chartered Accountants, Engineers, Architects under great scrutiny
- Mandate from principals to take liability policies
- Foreign investors insisting on all liability covers
- Legal expenses are increasing
- Accounting frauds
- Repeated industrial accidents
- Changing legal environment

Challenge:

- Lack of experts in the field of liability insurance
- Lack of proactive and efficient claims handling
- Lack of awareness in liability insurances
- Long time to meet the litigation
- Less interest of insurance companies to underwrite liability insurances
- Lack of Reinsurance facilities

The way forward:

- To build experts in liability insurances and law
- To arrange training on liability insurances
- To settle claims proactively and efficiently
- To Compromise rather than litigate
- To Simplify policies
- To make good understanding with the re-insurers

Conclusion:

Liability Insurance will bring golden opportunities for our insurance companies. Hopefully they will avail these opportunities by building their capacity so that they can underwrite all types of liability insurances including Professional Indemnity Insurance to attract their portfolio besides lucrative premium.

References:

1) Study Text of Liability Insurances of CII
2) Training Module of NIA
3) Various websites

Health Insurance in Bangladesh: Challenges and Prospects

Md. Shamsul Alam Khan

Health Insurance is a type of insurance that covers the whole or a part of the risk of an individual or a group incurring medical expenses, spreading the risk over numerous persons. Health insurance benefit is normally offered by a government agency, a private enterprise, or a not-for-profit organization. It is often included in employee benefits packages offered by the employers as a means of enticing quality employees. According to the Health Insurance Association of America, health insurance is defined as "coverage that provides for the payments of benefits as a result of sickness or injury. It includes insurance for losses from accident, medical expense, disability, or accidental death and dismemberment".

In the context of the Covid-19 pandemic, almost all countries have faced with severe health issues and challenges. The vulnerability of the healthcare sector has been exposed. COVID-19 was first identified in Bangladesh on 08 March 2020. Till 02 February 2022, the number of COVID 19 cases was 18,24,180 and the death toll rose to 28,461. This really is a burden for the government as the facilities and accommodations of the hospitals are limited. On top of that, the families faced problems in bearing the ever-increasing medical expenses.

Before the onset of the COVID-19 pandemic, reports from the World Bank indicated that out-of-pocket health expenditures as a percentage of current health expenditures in Bangladesh stood at 74% in 2018. The incurrence of increasing healthcare expenses by people amid the pandemic emphasizes the necessity for insurance support. As a result, an overwhelming amount of corporate and individual clients are approaching insurers in search of suitable products.

At present, two forms of health insurance policies are offered by the insurers in Bangladesh: standalone health insurance policies and life insurance policies that include health coverage. In Bangladesh, currently, non-life insurers offer standalone health insurance coverage. Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA), through its Circular No. Life 07/2014 dated 31 December 2014, directs all life insurers to issue health insurance policies as supplementary rider in conjunction with other life insurance products.

In the countries with significant health insurance coverage, there is no restriction on life insurers for transacting standalone insurance business. Moreover, a number of standalone health insurance providers are there who offer only health insurance products. For instance, in India, no restriction is there on life insurers to offer standalone health insurance products. Health insurance in Bangladesh will flourish if restrictions for the Life Insurers on offering standalone health insurance products are waived.

In Bangladesh, the issue whether Health Insurance is a type of Life Insurance or General Insurance is debatable. Section 5(1) of the Insurance Act, 2010 states that "For the purpose of this Act there shall be two classes of insurance business to be called life insurance and non-life insurance." The English version of Section 5(2) of the Act states that life insurance business shall mean **the contract of insurance upon human life**. This is not consistent with the Bengali version of Section 5(2) of the Act, which states that life insurance business shall mean **insurance contracts relating to human life (মানবজীবন সংক্রান্ত বীমা).** It is important to note that as per section 5(2), life insurance is not confined to insure human life only, but also includes insurance relating to human life. Some argue that since health insurance is a type of insurance relating to human life it can be regarded as life insurance. Bengali version of Section 5(3) of the Act states that non-life insurance mean contract of all other classes except contract of **insurance relating to human life.** Hence some have the opinion that health insurance being a type of insurance relating to human life cannot be regarded as non-life insurance business.

Officer, IDRA

In India, almost one-fourth of the population now has some form of health insurance as a protection against unforeseen health emergencies. Their health insurance policies are so advanced in comparison to that of Bangladesh's that the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has mandated some health insurers to begin tailoring their policies to include coverage for mental health issues. Max Bupa Health Insurance, ICICI Lombard, Aditya Birla Health Insurance Company, HDFC Ergo General Insurance, and Digit General Insurance are just a few of the renowned insurers that have designed health insurance policies that exclusively cover patients with mental health issues. In general, these insurers' health insurance plans cover the costs of in-patient hospitalization for mental illness.

Major challenges for the Health Insurance providers of Bangladesh are the peoples' misconception about insurance. Though poverty is mostly liable for this misconception, the lack of adequate education and awareness programs by the insurers and the government is also a key factor. Also the government can subsidise the premium of individuals and families who cannot afford to pay their premiums fully by launching special health Insurance products for the poor people living under the poverty line.

In the national budget speech of 2021, the Honourable Finance Minister AHM Mustafa Kamal, FCA, MP indicated that the government plans to increase health insurance coverage for those who are living below the poverty line as an initiative included in the Shashtho Shurokkha Karmashuchi (SSK) program. He described the SSK program as a vehicle for financing healthcare services for individuals who are living below the poverty line. According to a report published in 2018 by the International Centre for Diarrheal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), each enrolled household under this scheme receives BDT 50,000 worth of monetary coverage per year for healthcare services in exchange for a government-financed payment of BDT 1,000. Moreover, according to the budget speech, this amount will be increased to achieve the government's goal of achieving universal health care by 2030. 'The Strategy for Finance in the Health Sector: 2012-2032' has been formulated for this purpose.

It is hoped that Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) along with the concerned ministries will play a pivotal role for encouraging the insurers to come up with affordable Health Insurance Products for different demographic segments. A true partnership of private and public organizations is necessary. The age structure of the population of Bangladesh makes it a lucrative market for Health Insurance Business. With proper knowledge the awareness of people will increase and with a changed mindset of the people, Bangladesh can be a potential market place for local as well as global Health Insurers. All possible models should be followed by the insurers: Private Health Insurance (PHI) for those who can afford, Social Health Insurance (SHI) and Community Based Health Insurance (CBHI) for those who qualify. I believe that Bangladesh will show its footprints on the road to Healthcare Development through effective Health Insurance initiatives.

‘Digital Identification Based Livestock Insurance (DIBLI)’ – Play a pivotal role in booming a sustainable livestock firming

Md. Abdul Karim

1.0 Introduction:

Bangladesh is one of the most densely populated and climate vulnerable countries in the world. Agriculture dominates the economy of this country. Livestock is an important sub-sector of Bangladesh agriculture. Livestock sector has been playing a vital role in the socio-economic development of Bangladesh. It is an integral part of the livelihood of rural population. It contributes significantly to the overall output of the country’s agricultural industry. Share of Livestock sub-sector contributes 13.5 percent alone to overall agricultural GDP. Its contribution to country’s GDP is about 1.47 percent. This labor intensive and fast income generating sector contributes significantly to food-security, nutrition, crop cultivation and foreign currency earnings as well as poverty reduction, employment generation for the marginal, poor and middle-class people in the country. Already the country’s livestock sector, particularly dairy farm, has marked a remarkable transformation over the past few years. Both cattle rearing and dairy development have taken off at a tremendous pace.

Despite huge potential, this raising livestock sector is a risky business – especially if you do not own a herd or flock but only one or a few animals. The biggest risk is disease and natural calamities due to climate change. Diseases trigger cost. The direct cost incurred is in the treatment of the animal. This can decrease the production of meat or milk and, in the worst case, result in the death of the animals. Additionally, but just as important, buying new animals costs money. Shouldering this cost as well is very burdensome for many farmers.

To protect their revenues, the coming decades will see them looking increasingly to insurance as a means to deal with business risks. To develop the sector, improvements are necessary in veterinary care, transportation, storage facilities and farmers’ education. Improvements must also include in insurance. The Following road will make insurance attractive to farmers, putting both the livestock industry and insurance on a path of sustainable growth. Insurance as a risk mitigation tools is one of the main focus areas of Bangladesh’s 7th Five Year Plan (2016-2020) to help reduce vulnerabilities to exposure to various livestock risks, including climate change and disaster risk.

2.0 Bangladesh Livestock Economy at a Glance

Livestock population in Bangladesh is currently estimated to comprise 24.55 million cattle, 1.5 million buffaloes, 26.6 million goats, 3.7 million sheep. The density of livestock population per acre of cultivable land is 7.37. Following tables are shown livestock population of Bangladesh:

Table 1. Livestock population of Bangladesh (in lakh number)

Livestock Species	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Cattle	231.95	233.41	234.88	236.36	237.85	239.35	240.86	242.38	243.91	245.45
Buffalo	14.43	14.50	14.57	14.64	14.71	14.78	14.79	14.86	14.93	15.00
Sheep	30.82	31.43	32.06	32.70	33.35	34.01	34.68	35.37	36.07	36.79
Goat	251.16	252.77	254.39	256.02	257.66	259.31	261.00	262.67	264.35	266.04
Total Ruminant	**528.36**	**532.11**	**535.90**	**539.72**	**543.57**	**547.45**	**551.33**	**555.28**	**559.26**	**563.28**

Manager, Sadharan Bima Corporation

Table 2. Contribution of Livestock in the National Economy of Bangladesh (2020-21)

Contribution of Livestock in Gross Domestic Product (GDP) (Constant Prices)	1.44%
GDP growth rate of Livestock (Constant Prices)	3.80%
GDP volume (Current prices) (Crore Taka)	50,301
Share of Livestock in Agricultural GDP (Current prices)	13.10%
Employment (Directly)	20 %
Employment (Partly)	50 %

Table 3. Production of Milk, and Meat

Products	Unit	Fiscal Year								
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Milk	Lakh M.Ton	29.50	34.60	50.70	60.92	69.70	72.75	92.83	94.01	99.23
Meat	Lakh M.Ton	19.90	23.30	36.20	45.21	58.60	61.52	71.54	72.06	75.14

Table 4. Demand, production, availability and deficiency of milk, meat (2020-21) #

Products	Demand	Production	Availability
Milk	154.94 Lakh Metric Ton (250 ml/day/head)	119.85 Lakh Metric Ton	193.38 (ml/day/head)
Meat	74.37 Lakh Metric Ton 120 gm/day/head)	84.40 Lakh Metric Ton	136.18 (gm/day/head)
* The estimated population of the country on 1st July, 2020: 16 crore 98 lakhs			

***GDP calculated at constant price (Source: BBS, available in DLS website); *P denotes Provisional;**

3.0 Livestock Insurance:

Livestock insurance a tool to reduce economical loss of farmers from climate change related hazards. Livestock, in particular, a large ruminant is an important asset for small farmers. It provides draft power for cultivation and transport, generates income and acts as an insurance against hard times. This important investment by the farmers faces constant risk due to disease, malnutrition and death. Inadequate husbandry, limited animal care facilities and frequent outbreaks of epidemic and contagious diseases, quite often result in severe economic loss for livestock farmers in the Region. Moreover, they usually borrow from village money lenders bear high interest rates or borrow from NGO-MFI. The result is a vicious cycle of indebtedness and destitution. Farmers, therefore, need protection against sudden and unexpected loss or damage to their major assets and investments, i.e. the livestock. For safe guarding the farmers from potential risk of cattle mortality, insurance is undeniably the best approach. As cattle are a high value asset and there is a risk of potential loss, livestock insurance is also a right fit for insurance providers. Such insurance can guarantee protection to farmers against an unexpected loss of their income; and at the same time, reduce the incidence of animal deaths and accidents by requiring the extension of veterinary services and the observance of minimum standards of animal husbandry practices on the part of the insured. Introduction of livestock insurance programme is also fraught with many constraints.

3.1 Livestock insurance in Bangladesh:

Considering the growing demand for protein, dairy and meat of the growing population of Bangladesh, Sadharan Bima Corporation introduced the first livestock insurance scheme in 1981 to save farmers and livestock owners from financial loss in case of any disease or accident and to encourage farmers to invest more in livestock production. Unfortunately, the country's livestock farms and farm owners were not interested in taking out insurance policies as they did not have the right idea about insurance. Though Sadharan Bima Corporation have a Cattle Insurance Policy and some insurance companies have introduced livestock insurance products. None of them were able to take it to that stage due to the challenge of settlement of claims due to the death of cattle and none of them was able to gain popularity among the farmers. The risk of claim fraud is very high in the absence of an accurate but inexpensive cattle identification process. Therefore, the main obstacle is the lack of proper livestock identification techniques.

There are some microfinance institutions, farmer cooperatives etc. give a good chunk of their loans to their borrowers for cattle farming. Due to unavailability of cattle insurance, they create a risk or contingency fund to cover any loss of farmers due to cattle mortality. But these risk funds are insignificant which will not be able to cover bigger risks like big number of cattle mortality due to deadly disease outbreaks within a locality. Another challenge is that this type of risk mitigation funds is not legally permitted by Insurance Development Regulatory Authority (IDRA). So, MFIs face high risk of loan recovery from the disbursements made against livestock farming. Formal financial institutions (Banks and NBFI) are very skeptical to give loans for cattle farming specially to smallholder farmers as they have a few heads of cattle, which means the risk is too high and no insurance is available to cover the risk.

4.0 Potentiality:

Large number of this livestock population is straying, uncared for and some are privately owned. There should be an organized attempt to bring them under the fold of the farmers who may be interested to possess them and earn their living out of the use of the livestock. With more than 63% (source World Bank website) rural population in Bangladesh and agriculture being the most important sector of the economy for them, the stage is well set for launching a vigorous drive to cover large section of the livestock under the umbrella of insurance. The Policy planners will have to have a comprehensive Action Plan for this venture duly supported by the Government machinery. Improving conditions for raising livestock will bring the country many benefits, such as food-security, more sustainable diets, nutrition, poverty reduction, and employment generation in the country. In turn, this will build a foundation for better lives in the future. Currently, infrastructure for raising live stock is neither adequately developed nor tailored to local conditions. To develop the sector, improvements are necessary in veterinary care, transportation, storage facilities and farmers' education. Formal financial institutions like Banks face high risk of loan recovery from the disbursements made against livestock farming so they are very skeptical to give loans for cattle farming specially to smallholder farmers with a very few cattle without the availability of insurance to cover the risk.

Livestock Insurance provides an ideal platform to perform this great social and economic reformation. If the poor rural people are assisted in having a pair of milch cows, they may find suitable answer to their financial problems. In assisting them, therefore, the Banks and financial institutions can help a lot and they are the first important instrument to promote livestock insurance.

5.0 Digital Identification-based Livestock Insurance (DIBLI)

Digital (Biometric) Identification-based Livestock Insurance (DIBLI) is recognized as an innovative risk adaptation tool, overcoming the weaknesses of traditional livestock insurance, such as moral hazards like cheating and costly and time-consuming farm damage assessment. This technology however would use NFC (Near Field Communication) tag for cattle identification until Artificial Intelligence (AI) based face detection method developed by a software company have a desire level of accuracy.

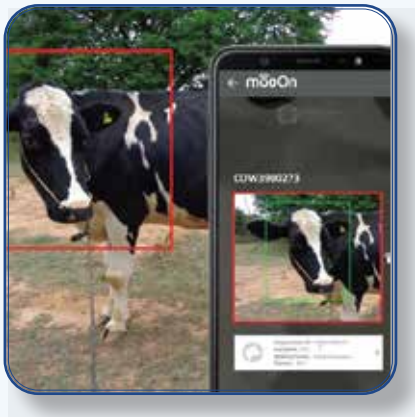

In order to succeed in such innovative ventures, one has to look for effective partner-agent models to leverage the operational strength of, Upazilla Digital Center (UDC), Cooperatives, Agricultural Banks, and other grassroots organizations in distributing insurance policy. High transaction costs and poor outreach networks sometimes account for higher premiums. Cutting down on these costs by building on their operations will make the Digital Identification-based Livestock Insurance (DIBLI) more affordable and sustainable.

Livestock identification became important for several purposes, e.g. tracking, controlling livestock transaction and illness control. Invasive and traditional ways used to achieve such animal identification in farms or laboratories. To avoid such invasiveness and to get more accurate identification results, biometric identification methods have appeared. Traditional Livestock Insurance almost fails because of proper identification of livestock. To overcome the limitation of livestock identification first need to gain a solid understanding of:

- Traditional risk management strategies;
- Any religious and cultural implications that may arise, which would still need to be studied;
- Any gender dimensions that are involved, which likewise need deeper investigation;
- Political economy dimensions at national and regional level.

It is expected that invariant biometric-based identification system to identify cattle based on their muzzle print images can overcome the above obstacles.

5.1 Process of Identification:

Cattle recognition system based on muzzle point image pattern

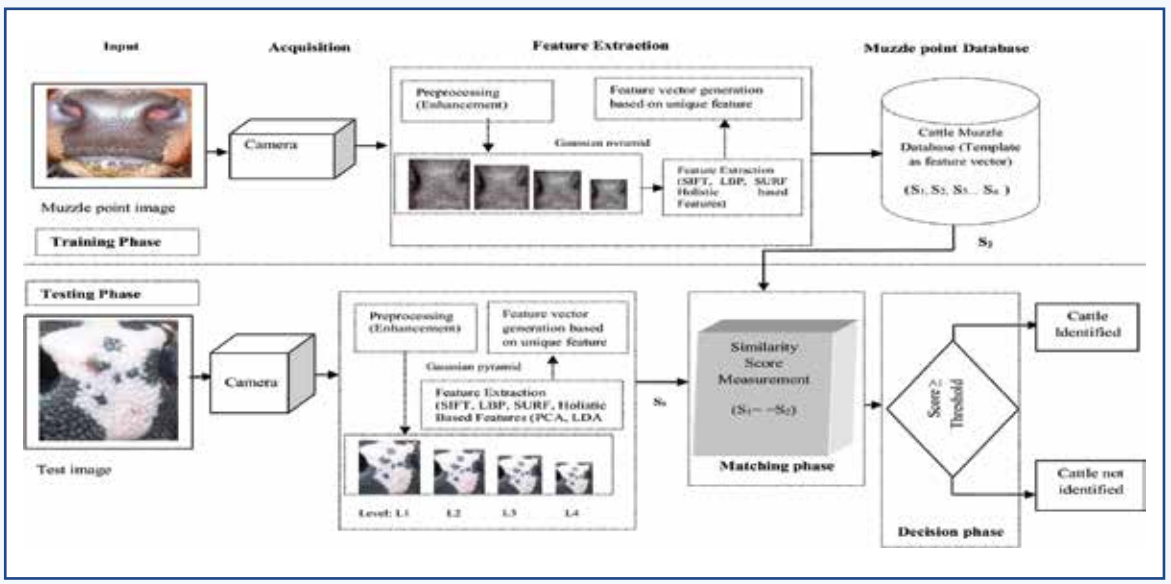

6.0 Business model

The business model maybe like the following example

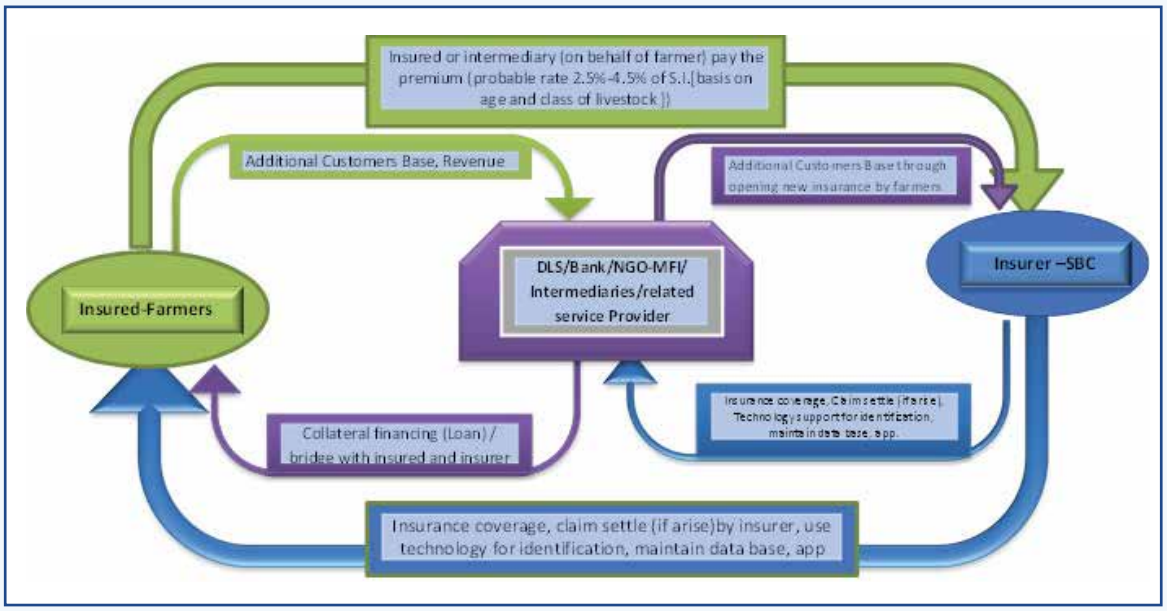

6.2 Farmer onboarding

Farmer and cattle registration for cattle insurance will be done by MFI field agents. Since the insurance will be bundled with MFI loans, farmer and cattle registration will not require any additional visit to the household of the farmers. In their regular course of providing loan to the farmers, when they visit farmer's household, they will register the farmer and his cattle using a mobile app. For the cattle registration part, they will need to

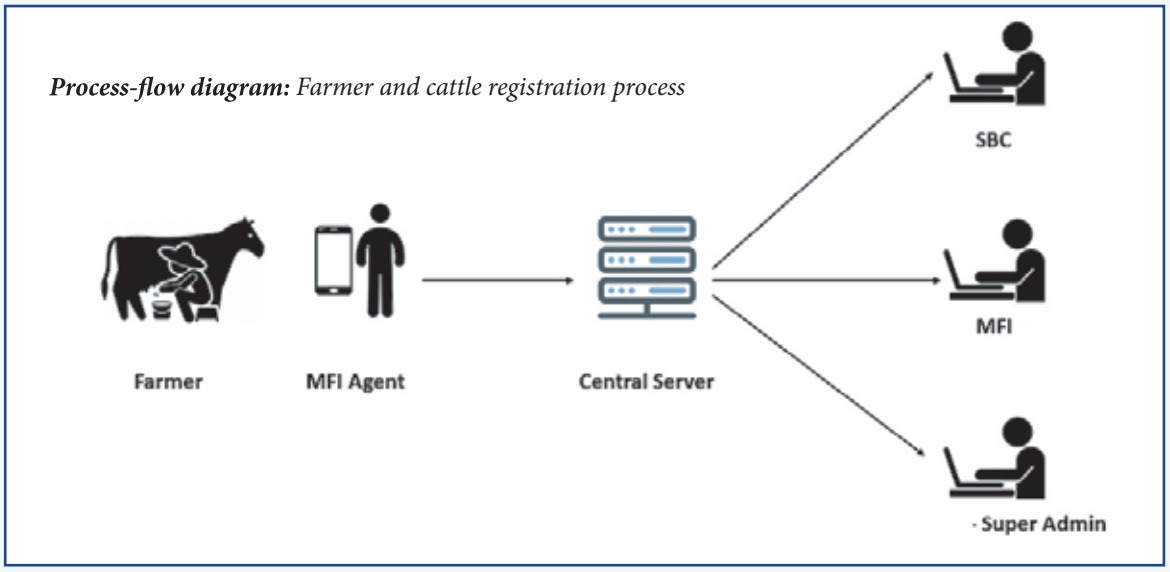

take some information like cattle age, number of teeth and weight. Additionally, they will need to take several images of the cattle following certain instructions that will be embedded into the app. This data collection can take place entirely offline with no internet connectivity required. When the MFI agent comes online, the data will automatically sync with the central server and it will form part of the master database. The machine learning system will use the images of the insured cattle muzzle prints to generate a unique ID and save the same in the central database.

6.3 Claim Processing

Cattle death claim will be completed through a four-step process. In the first step, upon the farmer's notification of the death of the insured cattle, MFI agent will visit farmer's household and take multiple images of the dead cattle's muzzle. Thereafter, once the MFI agent comes online, the images will get synced to the central

Process-flow diagram: *Claim settlement process*

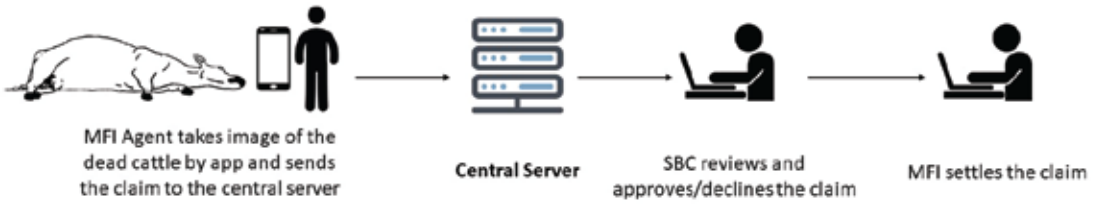

server. The insurance company personnel will get notified of the claim automatically in their claim settlement panel. S/he will run the images of the dead cattle against the image-based identity already created during the cattle registration process of the insured cattle. The machine learning based system will generate result of the comparison by either confirming that it is the same cattle or it is not the same cattle.

6.4 Main Features of the Degital (Biometric) Identification based Livestock Insurance:

To ensure financial security in order to encourage more investment in the production and rearing of cattle -

- A digital (biometric) solution that would accurately identify cattle for insurance and other purposes and also keep the process relatively inexpensive.
- In case of death of cattle due to any disease or accident, livestock insurance to protect the farmers and cattle farm owners from financial catastrophe.
- To motivate the farm owners to set up dairy farms.
- To increase the production of cattle in the country.
- To meet the shortage of meat and milk in the country by producing cattle at a higher rate.
- To increase the national income by meeting the domestic demand as well as by exporting abroad by encouraging more cattle production.

In the light of the above experience, the scenario of livestock insurance in Bangladesh is also somewhat clear. All important support line agencies should be actively and intimately associated with the livestock development programme. The Department of Livestock Services (DLS), for example, could play a pivotal role in this connection with the insurance industry.

Scenario of Insurance Industry in a nutshell

Md. Ikhtiar Hasan Khan

Year	Gross Premium (BDT Crore)			Growth (%)
	Life	Non-Life	Total Gross Premium	
2010	5835	1658	7493	
2011	6255	1967	8222	9.74
2012	6587	2167	8754	6.47
2013	6840	2293	9133	4.32
2014	7076	2446	9522	4.27
2015	7316	2643	9959	4.59
2016	7588	2773	10361	4.04
2017	8198	2981	11180	7.90
2018	8989	3394	12383	10.76
2019	9600	3790	13389	8.13
2020	9528	3743	13271	-0.89
2021	10255	4137	14392	8.45

Note: 1. Data of 2021 is unaudited, may differ with the audited data.
2. One insurer in 2021 (non-life) have been excluded as data is not available.
3. In 2020 two insurance company's data are unaudited (life Insurer).

Officer, IDRA

Asset of Life and Non-Life Insurance and its Growth Rate

Year	Asset (BDT Crore)			Growth (%)
	Life	Non-Life	Total Asset	
2010	16646	4741	21387	
2011	20253	5499	25752	20.41
2012	23963	6392	30355	17.87
2013	27569	7416	34985	15.25
2014	31392	7916	39308	12.36
2015	33290	8663	41953	6.73
2016	35015	9737	44752	6.67
2017	37052	11124	48177	7.65
2018	38681	11293	49974	3.73
2019	41175	12199	53374	6.80
2020	43872	13385	57257	7.27
2021	44979	15744	60723	6.05

Note: 1. Data of 2021 is unaudited, may differ with the audited data.
2. One insurer in 2021 (non-life) have been excluded as data is not available.
3. In 2020 two insurance company's data are unaudited (life Insurer).

Asset of Life and Non-Life Insurance and its Growth Rate

Year	Investment (BDT Crore)			Growth (%)
	Life	Non-Life	Total Investment	
2010	12957	2729	15686	
2011	15766	3044	18810	19.92
2012	19100	3721	22821	21.32
2013	22120	4193	26313	15.30
2014	24865	4628	29493	12.09
2015	26788	4884	31672	7.39
2016	27888	5189	33077	4.44
2017	29934	5855	35789	8.20
2018	31050	5989	37039	3.49
2019	33831	6325	40156	8.41
2020	36666	6839	43506	8.34
2021	37904	8047	45951	5.62

Note: 1. Data of 2021 is unaudited, may differ with the audited data.
2. One insurer in 2021 (non-life) have been excluded as data is not available.
3. In 2020 two insurance company's data are unaudited (life Insurer).

Life Insurers' Market Share in Percentage

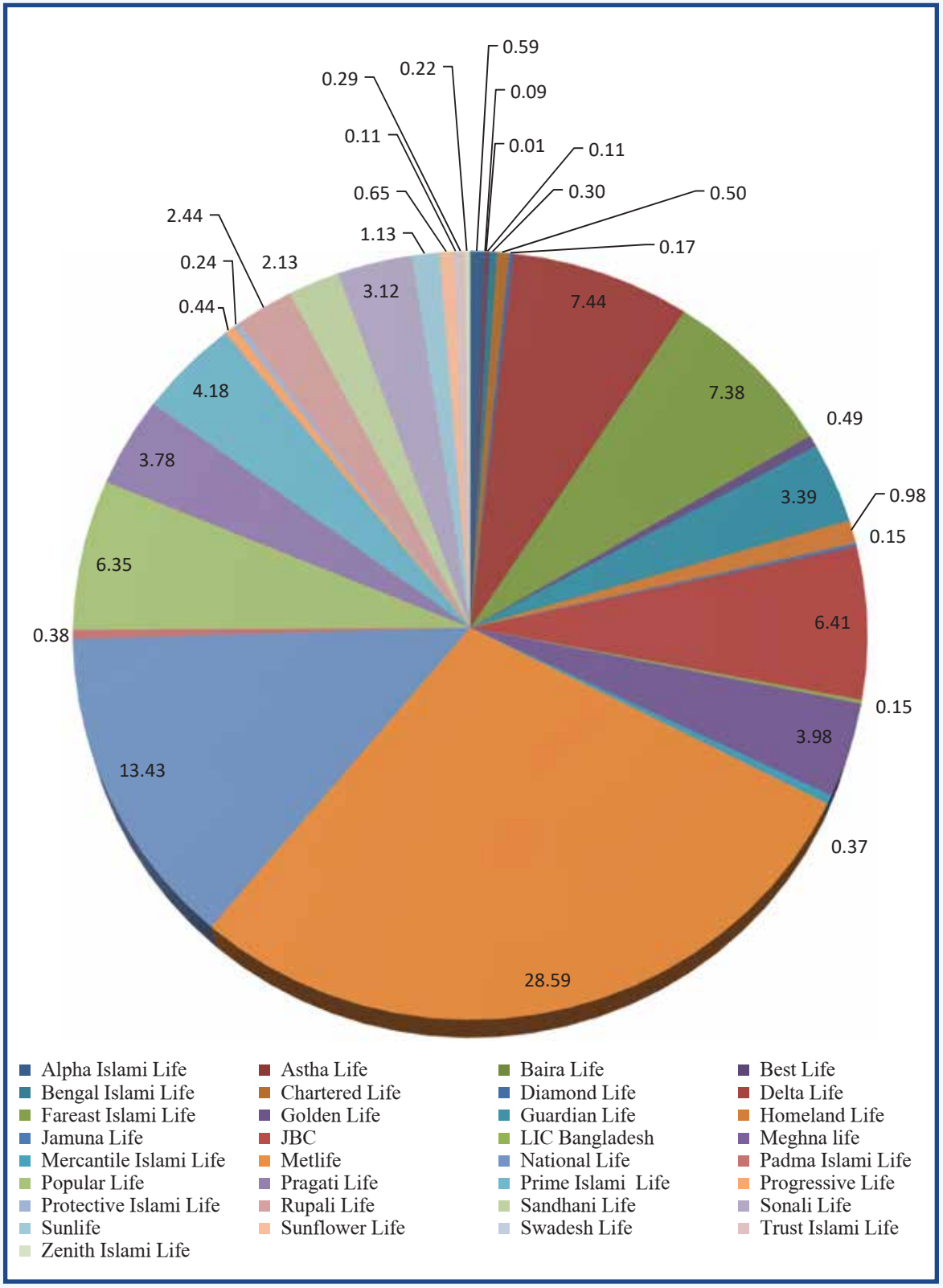

Note: Data of 2021 is unaudited, may differ with the audited data.

Non-Life Insurers' Market Share in Percentage

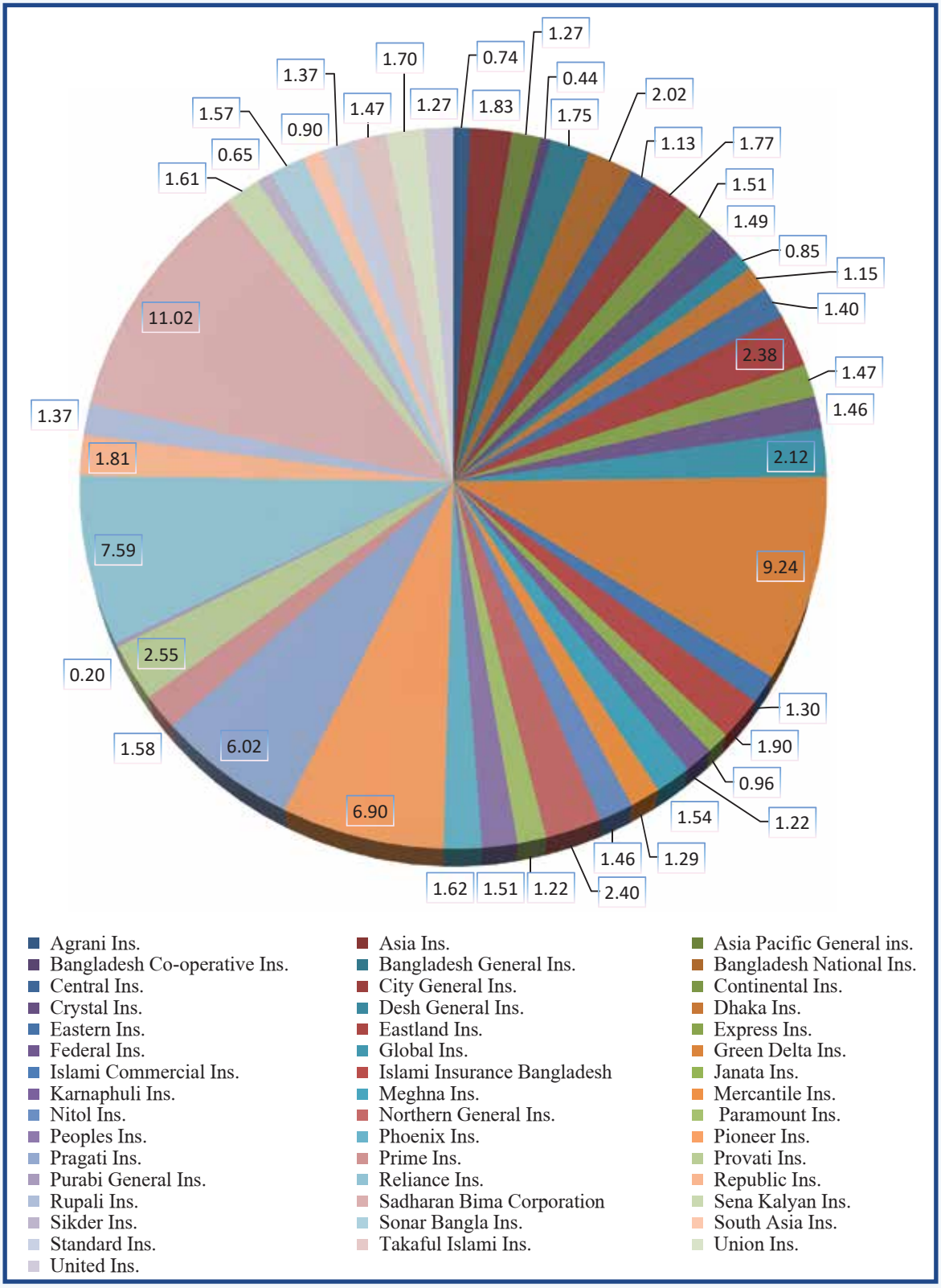

Note: Data of 2021 is unaudited, may differ with the audited data.

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০২৬.১৮.১৪ তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২১

সার্কুলার নং- নন-লাইফ ৮৫/২০২১

বিষয়: জরিপ মাশুল ও অন্যান্য খরচাদি পুণঃ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জরিপ মাশুল ও অন্যান্য খরচাদি পুন:নির্ধারণের নিমিত্তে গত ২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী ও বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়র্স এসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জরিপ মাশুল ও অন্যান্য খরচাদির হার নিম্নোক্তভাবে পুণ:নির্ধারণ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	জরিপ এর শ্রেণি	পুণ:নির্ধারণকৃত জরিপ মাশুল ও আনুষাঙ্গিক খরচাদির হার
১	অগ্নি	প্রতিটি অগ্নি জরিপের ক্ষেত্রে (প্রতিটি ক্ষতির তারিখ ও সময় অনুযায়ী) নিরূপিত গ্রস লস ধরে ক্ষতির ১ম ৭,৫০,০০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ৪.৫% হারে, অবশিষ্ট প্রতি লক্ষ ৩.৫% হারে সর্বোচ্চ মাশুল ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা।
২	মটর	সকল ধরনের মটর জরিপের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা।
৩	ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ	প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ ক্ষতির জরিপ মাশুল অগ্নি ক্ষতির মাশুল এর অনুরূপ হবে।
৪	(ক) নৌ-কার্গো	প্রতিটি কনসাইনমেন্ট বা তার অংশ বিশেষ এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক জরিপকারীর প্রথম পিরিয়ড ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা, পরবর্তী প্রতি পিরিয়ড ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে। ১. কনসাইনমেন্ট অর্থ প্রতি বি/এল, প্রতি আর/আর, প্রতি এয়ারওয়ে বিল, প্রতি কনসাইনমেন্ট নোট; ২. প্রতি পিরিয়ড অর্থাৎ প্রতি ৮ (আট) ঘন্টা বা তার অংশ বিশেষ; ৩. বন্দর এলাকায় জরিপ করা হলে প্রত্যেক জরিপকারীকে প্রতি পয়েন্টে বা হুকে জরিপ করার জন্য প্রতি কনসাইনমেন্ট ভিত্তিক পৃথকভাবে জরিপ মাশুল প্রদান করা যাবে। তবে এভাবে মাশুল পেতে হলে জাহাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/এজেন্ট/জাহাজ প্রতিনিধির কাছ থেকে জরিপকারীগণের উপস্থিতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে বিলের সাথে দাখিল করতে হবে।
	(খ) নৌ-হাল ও এভিয়েশন	প্রতিটি টোটাল লস ৮,৫০০/- (আট হাজার পাঁচশত) টাকা এবং প্রতিটি কন্সট্রাক্টিভ টোটাল লস ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা (স্যালভেজ খরচ বীমাকৃত টাকার উর্ধ্বে হলে)। তবে স্যালভেজ করা সম্ভব হলে প্রতিটি জাহাজের আংশিক ক্ষতির জরিপ মাশুল অগ্নি ক্ষতির মাশুলের অনুরূপ হবে।
৫	প্রি-রিস্ক ইন্সপেকশন	ক) বীমা অংক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার উর্ধ্বে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত জরিপ মাশুল ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা; খ) বীমা অংক ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে জরিপ মাশুল ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা।
৬	ভ্যালুয়েশন	নিরূপিত মূল্যের ০.০৩% বা সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ও সর্বনিম্ন ১৫,০০০/- (পনের হাজার)
৭	যাতায়াত খরচ (স্থানীয় ও দূর পাল্লা)	স্থানীয়ঃ জিপিও হতে ৫০ (পঞ্চাশ) কিঃ মিঃ পর্যন্ত প্রতি কিঃ মিঃ ১৮/- (আঠারো) টাকা হারে (যাওয়া-আসা); দূরপাল্লাঃ প্রতি কিঃ মিঃ ১২/- (বার) টাকা হারে (যাওয়া-আসা)।

৮	**আলোকচিত্র**	ক) মটর: প্রতি কপি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা, সর্বোচ্চ ৬০০/- (ছয়শত) টাকা; খ) অন্যান্য: প্রতি কপি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা, সর্বোচ্চ ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা; গ) ভিডিও কপি: সর্বোচ্চ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা।
৯	**অবস্থান ভাতা**	**১. প্রধান জরিপকারী (প্রতিদিন):** ক. বিভাগীয় শহরে ২,২০০/- (দুই হাজার দুইশত) টাকা; খ. জেলা শহরে ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা। **২. ক্ষমতাপ্রাপ্ত জরিপকারী:** ক. বিভাগীয় শহরে ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা; খ. জেলা শহরে ৮০০/- (আটশত) টাকা। **৩. শিক্ষানবিশ জরিপকারী:** ক. বিভাগীয় শহরে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা; খ. জেলা শহরে ৭০০/- (সাতশত) টাকা।
১০	**টিফিন ভাতা**	যে ক্ষেত্রে অবস্থান ভাতা প্রদান করা হবে না সে ক্ষেত্রে ৪০০/- (চারশত) টাকা প্রতিদিন।
১১	**বিশেষজ্ঞ ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষা**	১. যদি কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রয়োজন হয় তাহলে জরিপকারীকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং তার মাশুল নির্ধারণের জন্য নিয়োগকারী/বীমাকারীর নিকট থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে; ২. কোন প্রকার ল্যাবরেটরি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সেক্ষেত্রেও নিয়োগকারী/বীমাকারীকে অবহিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি কর্তৃক দাখিলকৃত বিল নিয়োগকারী/বীমাকারী পরিশোধ করবে।
১২	**দ্বিতীয় জরিপকারী নিয়োগ**	অগ্নি বীমা পলিসির আওতায় ক্ষতির পরিমাণ ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা এবং বিবিধ ও নৌ-হাল (ইনল্যান্ড) ক্ষতির পরিমাণ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে বীমাকারী কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে দ্বিতীয় জরিপকারী নিয়োগ করতে হবে।

উপরোলি-খিত পুন:নির্ধারণকৃত জরিপ মাশুল এর হার সার্কুলার জারি হওয়ার ৩ (তিন) বছর পর পুন:বিবেচনা করা যাবে।

উক্ত সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান ও বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো, যা ১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০২৬.১৮.১৫ তারিখঃ ২৫ মার্চ ২০২১

জিএডি সার্কুলার নং-৬/২০২১

বিষয়ঃ সকল বীমাকারীর একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো প্রসঙ্গে।

জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ এর ২.৫ অনুচ্ছেদের ১৩ নং প্রতিপালনীয় বিষয় হিসেবে বীমাকারীর একইরূপ সাংগাঠনিক কাঠামো প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারীর জন্য নিম্নরূপ সাংগাঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা হলো:

1.Management Grade

Grade	১	২	৩
	ইংরেজী	বাংলা	মন্তব্য
১	Chief Executive Officer	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা	
২	Addl. Managing Director	অতিরিক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালক	
৩	Deputy Managing Director	উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	
৪	Asst. Managing Director	সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	
৫	Senior Executive Vice President	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
৬	Executive Vice President	এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
৭	Sr. Vice President	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
৮	Vice President	ভাইস প্রেসিডেন্ট	জেনারেল ম্যানেজার
৯	Deputy Vice President	ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
১০	Assistant Vice President	এ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট	এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
১১	Senior Manager	সিনিয়র ম্যানেজার	
১২	Manager	ম্যানেজার	
১৩	Deputy Manager	ডেপুটি ম্যানেজার	
১৪	Assistant Manager	এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার	

*একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণপূর্বক বীমাখাতে শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে মন্তব্য কলামে উল্লিখিত পদের কর্মকর্তাগণকে ২ নং কলামে উল্লিখিত পদে অথবা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ২ নং কলামের অন্য কোন পদে পদায়ন করা যাবে।

২. Non-Management Grade

ক. ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট স্টাফ:

Grade	ইংরেজী	বাংলা
15	Senior Executive Officer	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
16	Executive Officer	এক্সিকিউটিভ অফিসার
17	Senior Officer	সিনিয়র অফিসার
18	Officer (Trainee)	অফিসার(শিক্ষানবিশ)
19	Junior Officer	জুনিয়র অফিসার
20	Office Assistant ,Computer Operator etc.	অফিস সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর ইত্যাদি

খ. জেনারেল সার্পোট স্টাফ:

Grade	ইংরেজী	বাংলা
২১	Driver, Electrician, Machine/Lift Operator , Technician etc.	ড্রাইভার, ইলেকট্রিশিয়ান, মেশিন/লিফট অপারেটর, টেকনিশিয়ান ইত্যাদি
২২	Office Attendant (Peon/Messenger/Tea Boy/ Cleaner/Gardener/Helper/ Cook	অফিস সহায়ক(পিয়ন/ম্যাসেঞ্জার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী/ মালী/ সাহায্যকারী/ বাবুর্চী ইত্যাদি)

২. সকল বীমাকারী কর্তৃক একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসৃত হলে বীমাখাতে পেশাদারিত্ব সৃষ্টিসহ কাঙ্খিত শৃঙ্খলা অর্জন সম্ভব হবে। ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন বা উন্নয়ন বিভাগের জন্যও একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো প্রযোজ্য হবে। তবে, মিশন ভিত্তিক এজেন্ট বা উন্নয়ন কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সাংগঠনিক কাঠামো প্রযোজ্য হবে না।

৩. বর্ণিতাবস্থায়, বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বর্তমান সার্ভিস রুলস, বেতন কাঠামো ও দায়িত্ব বণ্টনের অর্গানোগ্রাম উপর্যুক্ত কাঠামোর আলোকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো, যা ১ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন এফসিএ
চেয়ারম্যান

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০২৬.১৮.১৭ তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২১

জিএডি সার্কুলার নং- ৭/২০২১

বিষয়: বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক e-Receipt প্রদান প্রসঙ্গে।

বীমা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে বীমাকারী ও বীমা পলিসি গ্রাহকসহ সংশিষ্ট সকলকে ডিজিটাল সুবিধা প্রদান, বীমাকারী কর্তৃক বীমা পলিসি গ্রাহকগণকে প্রিমিয়াম রশিদ প্রেরণ (ডাক, কুরিয়ার ইত্যাদি) বাবদ খরচ সাশ্রয়, এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, সরকারি রাজস্ব ফাঁকি রোধ, বীমা পলিসি গ্রাহকগণের টাকা আত্মসাৎ বন্ধ, গ্রাহক হয়রানি রোধ এবং গ্রাহকগণের আস্থা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে বীমাখাতকে ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে ১ জুন ২০২১ হতে প্রিমিয়াম রশিদ হিসেবে কাগজে ছাপা রশিদের পাশাপাশি Unified Messaging Platform (UMP) এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত e-Receipt (Original Receipt ev OR, Renewal Receipt বা RR, Money Receipt বা গজ প্রদান করতে হবে।

(২) ১ অক্টোবর ২০২১ হতে বীমা পলিসি গ্রাহকগণের নিকট হতে গৃহীত প্রিমিয়ামের বিপরীতে কাগজে ছাপা রশিদের পরিবর্তে UMP সিস্টেম হতে প্রস্তুতকৃত e-Receipt প্রদান করতে হবে।

(৩) ব্যাংকিং চ্যানেল ও Mobile Financial Service (MFS) এর মাধ্যমে গৃহীত প্রিমিয়াম এবং লাইফ বীমাকারীর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বীমার প্রিমিয়াম প্রদানে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে।

(৪) ১ অক্টোবর ২০২১ হতে OR/RR/MR এর জন্য কাগজে ছাপা (হাতে লিখা বা প্রিন্টেড) প্রিমিয়াম রশিদ কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০১৮.১৯.২৪ তারিখ : ০৪ মে ২০২১

সার্কুলার নং নন-লাইফ ৮৬/২০২১

এতদ্বারা সংশ্রিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৪-০২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সেন্ট্রাল রেটিং কমিটির ১৭২ তম সভার সুপারিশের আলোকে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুমোদন করেছেনঃ-

আলোচ্যসূচি ১: **Confirmation Of Premium rate, terms and conditions for Contractors All Risk Insurance Policy for construction of Junior and Nursery School Building and Ancillary Works of Aga Khan Academy, Bashundhara R/A, Dhaka, Bangladesh 9Package-3b), principle: Aga Khan Foundation (Bangladesh). Contractor: Charuta Private limited**

কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত CAR পলিসির প্রিমিয়াম হার ০.৩০% ও নিম্নোক্তা শর্তাবলী অনুযায়ী ২৩-০৩-২০২০ থেকে ২২-০৩-২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেনঃ-

১	Works details	Site preparation works, pilling works, earth works, concrete works masonry works, finishes works, thermal and moisture structural steel works, electrical works, pde, works fire protection system works, fire detection works, cctv systems works, public address system and other related works of construction of Aga Khan Academy.
২	Contract value	Tk.2,10,01,279 TPL limit: Tk.20,00,000
	Deductibles	10% of claim amount with a minimum of Tk. 75,000 on each and every loss.
৪	Condition of cover	As per standard CAR Policy wording plus Endorsement Nos.003,005,006,009, 010 and 112.

আলোচ্যসূচি ২: **Aircraf Hull Liability and PA Insurance against Helicopter R-66, Reg# S2-AIT, A/c. Petromax Refinery Limited-**এর প্রিসিয়ামের হার ভেটিং প্রসঙ্গে।

কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত পলিসির জন্য বিদেশী পুন:বীমাকারীর নিকট থেকে আনীত প্রিমিয়াম হার ৩.৫% (হাল) ও লাম্পসাম প্রিমিয়াম ৪,০০০ ইউএস ডলার (লায়বিলিটি) সহ অন্যান্য নিম্নেক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী ১৯-০৯-২০২০ থেকে ১৯-০৯-২০২১ (4.00 P.M to 4.00 P.M) পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেনঃ-

০১.	Interest	To indemnify the reinsured in respect of policy by them to the original insured as follows:- To cover accidental loss of or damage to aircraft as per the schedule of aircraft. Liability To cover the original insured's legal liability arising out of their ownership/ operation of the aircraft as per schedule of aircraft including Third party legal liability Passenger legal liability, Passenger baggage and personal articles, Section B To cover the crew wilts flying, embarking and disembarking form the aircraft as per the schedule of Aircraft and whilst airside.

০২	Original sum insured	Section-A (Hull) Agreed value as per the schedule of aircraft but subject to a maximum agreed value of USD1,100,000 any one aircraft. Liability: Combined single limit bodily injury and property damage USD1,000,000 each occurrence. Section-B (Capital Sum insured) USD100,000 per capita Medical and repatriation expenses (Accident Only) USD25,000 each person Funeral expenses In the event of the death of an insured personal which results is a recoverable personal accident claim expenses up to a maximum of USD2,000 each person Schedule of Compensation 1. Death 100% 2. Total and irrecoverable loss of sight of both eyes 100% 3. Total and irrecoverable loss of sight one eye 100% 4. Loss of two limbs 100% 5. Loss of one limb 100% 6. Total and irrecoverable loss of sight of one eye and loss of one limb 100% 7. Permanent Total Disablement (other than total loss of sight of one or both eyes or loss of limb policy definition amended to reflect usual occupation. 100%
০৩	Deductible	Hull Applicable to all losses including total loss or constructive total loss or arranged total loss or fire or theft 5% of hull agreed value each occurrence. In the event of a claim involving the application of more than one deductible then the highest applicable deductible shall be applied as an aggregate deductible for all losses arising out of that claim
০৪.	Premium	Hull 3.5% of agreed value. Returning 10% no claim bonus subject to the no claims bonus on renewal clauses AVN85. Liability USD4,000 including the premium in respect of the extended coverage endorsement (aviation liabilities) AVN52E.

আলোচ্যসুচি ৩: **Rate/Terms for EAR of 113 MW HDF Power Plant in Jhulda, artogram, A/C. Acorn Infrastructure service unit-2 ltd.**

কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত পলিসির জন্য বিদেশী পুন:বীমাকারীর নিকট থেকে আনীত প্রিমিয়াম হার ০.১৭৮১৩% সহ অন্যান্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুমোদন করেছেনঃ

০১	Principle	:	ACORN INFRASTRUCTURE SERVICES UNIT-2 Ltd. And/or its shareholders and/or Subsidiary companies as principal.
০২	Interest	:	Section1-CONTRACT WORKS Property Insured In respect of the original Insured's contracts for the design, engineering, procurement, manufacturing, Supply, transport, installation, construction, erecction, supervision, testing, commissioning and maintenance of the Acorn Infrastructure Services Unit-2 Ltd. Jhulda 100MW Heavy Fuel Oil based power Plant in Jhulda, Chittagong, People's Republic of Bangladesh including all associated and ancillary works connected therewith SECTIONII-THIRD PARTY LIABILIY
০৩	Type	:	Erection All Risk and Third Party Liability insurance
০৪	Sum insured/ limit of liability	:	Section 1-ERECTION "ALL RISKS" Estimated Contract Value: BDT4,700,000,000 Section II-THIRD PARTY LIABILITY BDT 100,000,000 each and every loss
০৫	Period	:	From:00:01 Local Standard Time at the Project Site in 01 February 2019 To: 23:59 Local Standard Time at the Project Site on 05 December 2019 Followed by 6 weeks Testing and commissioning Period to commence form on 00:01 Local Standard Time at the Project Site on 06 December 2019 6 months Extended Maintenance Cover to Commence form 00:01 Local Standard Time at the Project Site on 15 January 2020 Extension in period to be agreed by Lead Reinsurer.

আলোচ্যসূচি ৪: **মের্সাস হাককানি পাল্প এন্ড পেপার মিলস লিমিটেডের মেশিনারী ব্রেকডাউন বীমা ঝুঁকি প্রিমিয়াম হার অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত মেশিনারী ব্রেকডাউন পলিসিরি জন্য প্রিমিয়ামের হার ১.৩৬% সহ অন্যান্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুমোদন করেছেনঃ

১.	Address of the insured	2/10, D.T. Road North Pahartali, Chittagong Factory: Mouza Halimkhar Char, Patiya, Chittagong.
২.	Basis of cover	Standard MB Policy wording of Munich-Re+Endt. 331 and 332
৩.	Purpose	Paper making industry

৪.	Sum Insured	Tk.29,90,200 (Taka twenty nine lakh ninety thousands and two hundred Only).
৫.	Property to be insured	a. Siemens g120 ac drives (static convertor) (15 KW x 2.5KW, 45 KW) line cooke-45 KW-ino, line choke 15kw-2nos line choke 7.5kw-ino b. 2.57-3000 plc package c. Servo spindle motor package (Bosch Rexroth 41.9 KW) wutg 150 aservo amplifier with chock , pake resistor and10 M power and encoder. d. Rotary encoders for 3 no motors and 1 no line speed encoder e. Ac motors for replacing DC motors for NIP roll Fast and slow conveyors f. Switchgears for panel modification ot incorporate ac drive bosch servo drive and plc system.
৬	Claim experience	Non known and or reported loss 27-05-2019.
৭	Year of manufacture	2016
৮	Period	22-05-2019 to 21-05-2020
৯	Deductible	10% of damaged item but minimum Tk. 2,50,000 E.E.L.
১০	Conditions	a) Certain basic stock of spare parts must be maintained at the insured location to facilitate timely repair of minor damages(s) b) Maintenance/overhauling has to be carried out according to the manufacturer's recommendation by qualified staff on a r regular basis at least in every 6 month. c) The insured shall comply with all recommendation given in the risk surveyors' report immediately.

আলোচ্যসূচি ৫: **Confirmation on MBD Policy premium rate, Sum Insured=Tk. 5,00,00,000/- only, Insured: M/s The Merchants Limited.**

কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত মেশিনারী ব্রেকডাউন পলিসির জন্য প্রিমিয়ামের হার ১.২০% সহ অন্যান্য নিম্নোক্তা শর্তাবলী অনুমোদন করেছেনঃ

১.	Address of the insured	A/C M/s. The Merchants Ltd. House#38, Road#13,Sector#03, Uttara, Dhaka-1230 as M'gors. Location of risk: Factory-2, Paper, Tongi, Gazipur.
২.	Basis of cover	As per policy wording of MB insurance subject to endt. No.006, 331 and 332.
৩.	Sum Insured	Tk.5,00,00,000.00(Taka Five crore Only).

৪.	Property to be insured	1, Caterpillar Low Emission Gas Package Generator Set Model- G3508, 510EKW/637.5 KVA,50 HZ,0.8 Power factory, 400 volts, 1500RPM (Tk. 2,00,00,000.00), YOB:2007 2. Caterpillar Natural Gas Package Generator Set Model-G3516, 1288 KVA/1030 EKW, 1500 RPM, 50 HZ, 400 VOLTS, 3 Phase 4 wire, 0.8 Power Factory (Tk. 3,00,00,000.00), YOB: 2007
৫.	Whether new or renewal business	Renewal, previously insured with the incumbent insurer.
৬.	Period of Cover	30-10-2019 to 29-10-2020
৭.	Deductible	10% of damaged item but minimum Tk. 2,50,000 E.E.L.
৮.	Conditions	a Srcc and terrorism risk are excluded. b) Certain basic stock of spare parts must be maintained at the insured location to facilitate timely repair of minor damage(s). c) Maintenance/overhauling has to be carried out according to be manufacturer's recommendations by qualified technician on a regular basis at least on every 6 months. d) The insured should be complied with all recommendations given in the risk surveyors report

আলোচ্যসুচি ৬: **Confirmation of ERA insurance premium rate, Terms and conditions. Sum Insured = TK. 6,20,69,223/- only . Insured: M/s Techno Textile Mills Limited.**

কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত পলিসির জন্য প্রিমিয়ামের হার ০.২৪% ও অন্যান্য শর্তাবলী অনুমোদন করেছেনঃ

১.	Name and Address of the insured	:	Techno Textile Mills Lid. North Dariapur, Kaliakoir, Gazipur, Bangladesh.
২	Basis of cover	:	Standard EAR policy wording with 006, 009 and 010.
৩	Nature of works/projects	:	Erection of generator
৪	Sum Insured	:	Tk.6,20,69,223/=
৫	Period of Insurance	:	16-05-2019 to 16-07-2019 plus testing and commissioning (3 months).
৬	Deductible (s)	:	AOG/Maintenance: Tk. 5,00,000-e.e.I. Oher perils Tk. 2,50,000-e.e.I.

আলোচ্যসুচি ৭: **CONFIRMATION OF PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR PDAR INSURANCE. A/C. M/S. UNITED DHAKA TOBACO CO LTD. INSURER: RELIANCE INSURANCE LTD,**

কর্তৃপক্ষ M/S. United Dhaka Tobacco Company Limited এর বীমা অংক টাঃ ৪, ৩৭২,৫৫৪, ৭২০/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট টাঃ ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করার রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিঃ কর্তৃক বিদেশী পুনঃবীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত PDAR প্রিমিয়াম হার ০.১৫% ও অন্যান্য শর্তাবলী ১৬-০৮-২০১৯ থেকে ১৬-০৮-২০২০ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন। তবে কমিটি মত প্রকাশ করে যে PDAR, PA এবং IAR পলিসি একই ধরনের পলিসি।

আলোচ্যসুচি ৮: **CONFIRMATION OF PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR IAR INSURANCE. A/C. M/S. AKIJ PARTICLE BOARD MILLS LTD. INSURER: RELIANCE INSURANCE LTD,**

কর্তৃপক্ষ M/S. Akij Particle Board Mills Ltd এর বীমা অংক টাঃ ৫,২৫১,৮৪৩,২৮৫/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট টাঃ ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করায় রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিঃ বিদেশী পুন:বীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত IAR প্রিমিয়াম হার ০.১১৫% ও অন্যান্য শর্তাবলী ২৮-১১-২০১৯ থেকে ২৮-১১-২০২০ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন।

আলোচ্যসুচি ৯: **CONFIRMATION OF PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR IAR INSURANCE. A/C. M/S. BSRM STEEL MILLS LTD (UNIT-2). INSURER: GREEN DELTA INSURANCE CO.LTD,**

কর্তৃপক্ষ M/S. BSRM Steel Mills Ltd (Unit-2) এর বীমা অংক টাঃ ৭,৭৫২,৫৬৪,৫৯৮/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট টাঃ ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করায় গ্রীন ডেলটা ইন্স্যুরেন্স কোঃলিঃ কর্তৃক বিদেশী পুনঃবীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত IAR প্রিমিয়াম হার ০.০৯৭৫% ও অন্যান্য শর্তাবলী ১০-০৫-২০২০ থেকে ১০-০৫-২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন।

আলোচ্যসুচি ১০: **CONFIRMATION OF PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR IAR INSURANCE. A/C. M/S. MAHMUD DENIMS LIMITED. INSURER: ASIA PACIFIC GENERAL INS. CO. LTD.**

কর্তৃপক্ষ M/S. Mahmud Denims Limited এর বীমা অংক টাঃ ৭,০১৯,৯৩৩,৩৮৪/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট টাঃ ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করায় এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইঃ কোঃ লিঃ কর্তৃক বিদেশী পুনঃবীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত IAR নেট প্রিমিয়াম হার ০.০৮০% কে সিআরসির প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ২০% লোডিং দিয়ে গ্রস প্রিমিয়াম হার ০.১১৫% ও অন্যান্য শর্তাবলী ২৮-০৫-২০২০ থেকে ২৮-০৫-২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন।

আলোচ্যসুচি ১১: **CONFIRMATION OF PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR IAR INSURANCE . A/C. M/S. NAZ BANGLADESH LIMITED.**
INSURER: BANGLADESH GENERAL INS. CO. LTD.

কর্তৃপক্ষ M/S NAZ Bangaldesh Limited এর বীমা অংক টাঃ ৪,০১১,০৩৭,৬১৪/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করায় বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃলিঃ কর্তৃক বিদেশী পুন:বীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত IAR নেট প্রিমিয়াম হার ০.০৯% কে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ২০% লোডিং দিয়ে গ্রস প্রিমিয়াম হার ০.১১২৫% ও অন্যান্য শর্তাবলী ১১-০৭-২০২০ থেকে ১১-০৭-২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন।

আলোচ্যসুচি ১২: **CONFIRMATION OF PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR IAR INCLUDING MBD INSURANCE . A/C. M/S. PARAMOUNT TEXTILE LTD.**
INSURER: PARAMOUNT INSURANCE CO. LTD.

কর্তৃপক্ষ M/S. Paramount Textile Limited এর বীমা অংক টাঃ ৪,৫০০,০০০,০০০/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট টাঃ ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করায় প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কর্তৃক বিদেশী পুনঃবীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত IAR including MBD প্রিমিয়াম হার ০.১৩% ও অন্যান্য শর্তাবলী ০৮-১০-২০২০ থেকে ০৮-১০-২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন।

আলোচ্যসুচি ১৩: **TO CONSIDER PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR IAR INCLUDING MBD INSURANCE. A/C. M/S. ANWAR ISPAT LTD.**
INSURER: CITY GENERAL INSURANCE CO. LTD,

কর্তৃপক্ষ M/S. Anwar Ispat Ltd এর বীমা অংক টাঃ ৪,১০১,৫০৮,৩০১/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট টাঃ ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করায় সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কর্তৃক বিদেশী পুনঃবীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত নেট প্রিমিয়াম হার ০.০৭৫% কে সিআরসির প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ২০%লোডিং দিয়ে গ্রস প্রিমিয়াম হার ০.০৯৪% ও অন্যান্য শর্তাবলী ০৮-১০-২০২০ থেকে ০৮-১০-২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন।

আলোচ্যসুচি ১৪: **CONFIRMATION OF PREMIUM RATE, TERMS AND CONDITIONS FOR IAR INSURANCE. A/C. M/S. SILVER COMPOSITE TEXTILE MILLS LTD (UNIT-3, TEXTILE).**
INSURER: GLOBAL INSURANCE LIMITED.

কর্তৃপক্ষ M/S. Silver Composite Textile Mills Ltd (Unit-3, Textile) এর বীমা অংক টাঃ ৪,৫০০,০০০,০০০/- ফায়ার ইন্স্যুরেন্স এর বর্তমান কান্ট্রি লিমিট টাঃ ৪০০ (চারশত) কোটি অতিক্রম করায় গোবাল ইঃ লিঃ কর্তৃক বিদেশী পুনঃবীমাকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত নেট প্রিমিয়াম হার ০.৯০% কে সিআরসির প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ২০% লোডিং দিয়ে গ্রস প্রিমিয়াম হার ০.১১২৫% ও অন্যান্য শর্তাবলী ০৬-০৩-২০২০ থেকে ০৬-০৩-২০২১ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসরের জন্য অনুমোদন করেছেন।

আলোচ্যসুচি ১৫: **FEA discount বিবেচনা প্রসঙ্গে। হিসাবঃ M/S. UTAH GROUP OF COMPANIES (i) UTAH KNITTING AND DYEING LID, (II) UTAH SPINNING MILLS LTD (III) UTAH WASHING LTD AND (IV) M/S. LEVEL FOR LESS LTD, BORRAN, MONIPUR, GAZIPUR AND SHALNA, SHALNA BAZAR, GAZIPUR.**

Considering the recommendation of the inspection team the Authority approved 20% FEA discount (i.e. Sprinkler 10% and Hydrant 10%) on fire premium only to UTAH Group of Companies effective form the next renewal date of the Policy subject to FEA warranty clause.

আলোচ্যসুচি ১৬: **FEA discount বিবেচনা প্রসঙ্গে। হিসাবঃ M/S. PROGRESS APPARELS (BANGLADESH) LIMITED, FACTORY: ADAMJEE EPZ, SIDDHIRGANJ, NARAYANGANJ.**

Considering the recommendation of the inspection team the authority approved 42½% discount (i.e. Sprinkler 20%, Hydrant External 10%, Mobile Fire Extinguishers 5% and Hand Appliances i.e. Buckets Water/Sand 2½% portable Manual Fire pumps 2½% and Internal Hydrants with small bore hose reel 2½%on fire premium only to to Progress apparels (Bangladesh) limited effective form the next renewal date of the Policy subject to FEA warranty clause.

আলোচ্যসুচি ১৭: **FEA discount বিবেচনা প্রসঙ্গে। হিসাবঃ M/S. GREEN SMART SHIRTS LIMITED, FACTORY: TEPIRABARI, SREEPUR GAZIPUR.**

Considering the recommendation of the inspection team the Authority approved 45% discount (i.e. Sprinkler 30% , Hydrant External 10% , Extra Installation of Extinguishers 2½%and Buckets Water/sand 2½%) on fire premium only to Green Smart limited effective form the next renewal date of the Policy subject to FEA warranty clause.

আলোচ্যসুচি ১৮: **FEA discount বিবেচনা প্রসঙ্গে। হিসাবঃ M/S. MAS INTIMATES BANGLADESH (PVT) LIMITED , FACTORY: KEPZ, NORTH PATENGA, CHATTOGRAM.**

Considering the recommendation of the inspection team the Authority approved 25% discount ((10% discount for external Hydrants, 2½% discount for internal Hydrants, 5% discount for Mobile Fire Extinguishers, 2½% discount for Buckets Water/sand,2½% discount for Portable manual fire pumps and 2½% discount for Internal Hydrants with small bore hose or hose reel)) on fire premium only to MAS intimates Bangladesh (Pvt.) Limited effective form the next renewal date of the Policy subject to FEA Warranty clause.

উপরোক্ত শর্তাবলী ও নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ শাহ আলম)
সদস্য সচিব, সি.আর.সি ও
পরিচালক (উপসচিব)

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০২৬.১৮.৩৪ তারিখ: ১৭ জুন ২০২১

সার্কুলার নং লাইফ-০৯/২০২১

বিষয়ঃ লাইফ বীমাকারীর মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে।

লাইফ বীমাকারীর বিপণন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে দীর্ঘদিনের সমস্যা নিরসণপূর্বক ব্যবস্থাপনা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ উপযোগি করে সাংগঠনিক কাঠামোকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সুপারভাইজরি লেভেল এবং কমিশন কাঠামো নিম্নোক্তভাবে পুনর্বিন্যাস করা হলো, যা ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে কার্যকর হবে:

(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে জারিকৃত সার্কুলার নং লাইফ -০৩ (খ)/২০১২ এ উল্লিখিত সুপারভাইজরি লেভেলে ০৫(পাঁচ) টি গ্রেড সম্বলিত অনুচ্ছেদ 'এফ' বাতিলপূর্বক সুপারভাইজরি লেভেলে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) টি গ্রেডে কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে, যা নিম্নরূপ:

(ক) জেনারেল ম্যানেজার (উঃ)- ডিএম;
(খ) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (উঃ)- ডিজিএম;
(গ) এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (উঃ)- এজিএম;

এক্ষেত্রে, ফাইন্যান্সিয়াল এসোসিয়েট (এফএ), ইউনিট ম্যানেজার (ইউএম), ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (বিএম) পদবিসমূহ সার্কুলার নং লাইফ-০৩ (খ) /২০১২ মোতাবেক বলবৎ থাকবে;

(২) ফাইন্যান্সিয়াল এসোসিয়েটবৃন্দ প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম থেকে যে হারে কমিশন অর্জন করবেন তার উপর ইউএম ও বিএমগণের কমিশন নিম্নোক্ত হারে পুনর্বিন্যাস করা হলঃ

এমপ্লয়ার অব এজেন্ট	বেসিক কমিশন	বিশেষ কমিশন (সার্কুলার নং লাইফ -০৩(খ)/২০১২ এর ই ২ অনুযায়ী)	মোট কমিশন
ইউনিট ম্যানেজার (ইউএম)	৩০%	৫%	৩৫%
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (বিএম)	২০%	১০%	৩০%

(৩) সুপারভাইজরি লেভেল এ পুনর্বিন্যস্ত তিনটি গ্রেডের জন্য কমিশন নিম্নোক্ত হারে নির্ধারণ কর হল:

সুপারভাইজরি পদসমূহ	সার্কুলার নং লাইফ -০৩(খ)/২০১২ এর অ ১এ উল্লিখিত ফাইন্যান্সিয়াল এসোসিয়েটদের জন্য যে কমিশন হার নির্ধারণ করা আছে তার উপর সর্বোচ্চ নিম্নোক্ত হারে কমিশন প্রদান করতে হবে।
জিএম(উঃ)	১৪%
ডিজিএম(উঃ)	১৬%
এজিএম(উঃ)	১৮%

(৪) কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে সার্কুলার নং লাইফ-০৩ (খ)/২০১২ তে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

(৫) মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো পিরামিড আকারের হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ইউনিট ম্যানেজার অধীনে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন সক্রিয় ফাইন্যান্সিয়াল এসোসিয়েট থাকবে অথাৎ ইউনিট ম্যানেজার : ফাইন্যান্সিয়াল এসোসিয়েট= ১:৫, প্রত্যেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এর অধীনে কমপক্ষে ০৪ (চার) জন সক্রিয় ইউনিট ম্যানেজার থাকবে অথাৎ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার: ইউনিট ম্যানেজার=১:৪ প্রত্যেক সুপারভাইজারের অধীনে কমপক্ষে ০৩ (তিন) জন অধীনস্ত উন্নয়ন কর্মকর্তা থাকবে অথাৎ জিএম:ডিজিএম=১:৩, ডিজিএম : এজিএম=১:৩, এজিএম : বিএম=১:৩;

(৬) সকল বীমাকারীর একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত সার্কুলার নং- জিএডি-৬/২০২১, তারিখ: ২৫ মার্চ ২০২১ এ উল্লিখিত সহকারি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচলাক পদে কমিশন ভিত্তিক কোন নিয়োগ বা পদায়ন করা যাবে না;

(৭) কমিশন ভিত্তিক জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বীমা আইন, ২০১০ এর ৫৮ ধারা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০২৬.২০.৫১ তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২১

বিষয়ঃ সার্কুলার নং- ৮৪/২০২১ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০১৮.১৯.০৮. তারিখ: ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত সার্কুলারের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বীমা আইন, ২০১০ এর অধীনে প্রণীত "বীমা এজেন্ট (নিয়োগ, নিবন্ধন ও লাইসেন্স) প্রবিধানমালা ২০২১" সরকার কর্তৃক চূড়ান্তকৃত হওয়ায় নন-লাইফের কমিশন সংক্রান্ত সার্কুলার নং: নন-লাইফ ৮৪/২০২১ এর ক্রমিক নং (১) ও (২) এর কার্যকারিতা স্থগিত করা হলো।

২. নন-লাইফের বীমা পলিসি গ্রাহকগণের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ, বীমাকারীর আর্থিক ভিত মজবুতকরণসহ বীমাখাতের বৃহত্তর স্বার্থে নন-লাইফের কমিশন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ হতে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত সকল নির্দেশনা কঠোরভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০১৮.১৯.৭২ তারিখ: ২৭ জানুয়ারি ২০২২

সার্কুলার নং- নন-লাইফ- ৮৭/২০২২

বিষয়: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Provisional FEA discount প্রদানপূর্বক বীমা ঝুঁকি গ্রহণ। Fire Extinguisher Appliance (FEA) সম্পর্কিত অগ্নি বীমা টেরিফ-২০১৯ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন কোন নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান অগ্নি বীমা পলিসির সাথে Provisional FEA discount প্রদান করে বীমা ঝুঁকি গ্রহণ করছে। এর ফলে বিদ্যমান বীমা আইন যেমন লঙ্ঘিত হচ্ছে তেমনি এ ধরনের ব্যত্যয় বীমা খাতে শৃঙ্খলা আনয়নে অন্তরায়। এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে বীমা খাত উহার যথাযথ প্রিমিয়াম আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারও বিপুল অঙ্কের রাজস্ব হারাচ্ছেন। নন-লাইফ বীমা খাতে সুশাসন ও কাঙ্খিত শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

(১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রিমিয়াম রেট অনুমোদিত হওয়ার পূর্বে Provisional FEA discount প্রদানের মাধ্যমে বীমা ঝুঁকি গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে ব্যত্যয় হলে বীমা আইন, ২০১০ মোতাবেক সংশিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(২) এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০৭৫.২২.০২৬.১৮.৬৪ তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২১

জিএডি সার্কুলার নং- ৮/২০২১

বিষয়ঃ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাইজেশন।

বীমা খাতে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে বীমাকারী ও বীমা পলিসি গ্রাহকসহ সংশিষ্ট আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান, বীমাকারী কর্তৃক বীমা পলিসি গ্রাহকগণকে প্রিমিয়াম রশিদ প্রেরণ (প্রিমিয়াম রশিদ লেখা বা প্রিন্টের জন্য শ্রম ঘন্টা, ডাক, কুরিয়ার ইত্যাদি) বাবদ খরচ সাশ্রয়, এ সংক্রান্ত প্রিমিয়াম রশিদ ছাপানো ও হিসাব রক্ষনাবেক্ষণসহ অন্যান্য জটিলতা নিরসন, সরকারি রাজস্ব ফাঁকি রোধ, বীমা পলিসি গ্রাহকগণের টাকা আত্মসাৎ বন্ধ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, বীমা গ্রাগকের আস্থা বৃদ্ধি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুপকল্প "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার অংশ হিসেবে সামগ্রিকভাবে বীমাখাতকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়নপূর্বক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নেক্ত নির্দেশনা জারি করা হলোঃ

(২) প্রতিটি বীমা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস (Central Database) সহ Integrated Accounting Software, Policy Management Software ইত্যাদির সমন্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে কার্যক্রম পরিচালনা ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) Real Time ভিত্তিতে e-Receipt প্রদানের জন্য প্রিমিয়াম রশিদ সংক্রান্ত Data আদান-প্রদানের নিমিত্ত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সিস্টেম এবং কর্তৃপক্ষের Unified Messaging Platform (UMP) এর মধ্যে Application Programming Interface (API) এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন এবং সংশিষ্ট অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(৪) ১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ থেকে প্রিমিয়াম রশিদ হিসেবে কাগজ ছাপা রশিদের পাশাপাশি Trial বেসিসে UMP এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত e-Receipt (Original Receipt Or, Renewal Receipt বা RR, Money Receipt বা MR) প্রদান করতে হবে। লাইফ বীমার ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রদেয় প্রিমিয়াম (প্রথম বর্ষ/ডেফার্ড/ নবায়ন) এবং অন্যান্য ফি প্রয়োজনে একাধিক PR(Provisional Receipt) এর মাধ্যমে সংগ্রহের পর যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক e-Receipt এর মাধ্যমে OR বা RR ইস্যু নিশ্চিত করতে হবে;

(৫) ১ মার্চ ২০২২ তারিখ থেকে বীমা পলিসি গ্রাহকগণের নিকট হতে গৃহীত প্রিমিয়ামের বিপরীতে কাগজে ছাপা রশিদের পরিবর্তে UMP সিস্টেম হতে প্রস্তুতকৃত e-Receipt প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে বীমাকারীর প্রচলিত প্রিমিয়াম রশিদ (OR/RR/MR) প্রদান করা যাবে, এক্ষেত্রে বীমাকারীর প্রচলিত প্রিমিয়াম রশিদে UMP হতে জেনারেটেড প্রিমিয়াম রশিদের লিংটি অবশ্যেই উল্লেখ থাকতে হবে;

উলেখ্য e-Receipt এর জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ এবং বীমাকারীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত বীমাকারীর আইটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে উন্নয়ন ও গবেষণা শাখায় যোগাযোগ করতে পারবে;

(৬) ১ মার্চ ২০২২ তারিখ থেকে নন-লাইফ বীমার বিশেষ ক্ষেত্রে কাগজে ছাপা মানি রিসিপ্ট (গজ) প্রদান অত্যাবশ্যকীয় হলে ইস্যুকৃত কাগজে ছাপা মানি রিসিপ্টসমূহের মাসিক বিবরণী নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বরারব প্রেরণ করতে হবেঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নং	Document No.	বীমা অংক	গজ নং	তারিখ	মোট প্রিমিয়াম	প্রিমিয়াম রেট (%)	ভ্যাট	স্ট্যাম্প ডিউটি	প্রিমিয়াম ডিপোজিট Date

১১	১২	১৩	১৪
বীমার শ্রেণী	Interest Covered (বীমাকৃত সম্পদ/পণ্য)	বীমা গ্রহীতার নাম: ঠিকানা: , ফোন নং: মোবাইল নং: , ই-মেইল:	মন্তব্য

- একইসাথে উক্ত কাগজে ছাপা মানি রিসিপ্টসমূহ ইস্যু করার পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে মানি রিসিপ্টসমূহের ডাটা UMP তে আপলোড করতে হবে।

(৯) ১ জানুয়ারি ২০২২ হতে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ আয় যেমন: পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ বিক্রয়, পুরাতন/অকেজো গাড়ি বা অন্যান্য সম্পদ এবং ফরমসহ বিবিধ কাগজ-পত্রাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে MR প্রদান না করে Acknowledgement জবপবরঢ়ঃ (অজ) প্রদান করা যেতে পারে;

(১০) বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পলিসি ইস্যু ও পলিসি ব্যবস্থাপনা, হিসাব, বিনিয়োগ ও শেয়ার ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য আলাদা সফটওয়্যার ব্যবহৃত হলে সেসকল সফটওয়্যারসমূহের তালিকা ও তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক সার্কুলার জারির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সফটওয়্যার কোন ধরণের পরিবর্তন সাধিত হলে (নতুন সংযোজন/রিপেসমেন্ট/আপগ্রেডশন ইত্যাদি) তাও নিম্নক্ত ছক মোতাবেক পরিবর্তনের ১৫ (পনের) কার্যাদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবেঃ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	সফটওয়্যারের নাম (যদি থাকে)	ডাটাবেসের নাম	যে সকল বিভাগের কাজে ব্যবহৃত	সফটওয়্যার ক্রয়/ পরিবর্তনের তারিখ	সফটওয়ার সরবরাহকারীর তথ্যাদি (প্রতিষ্ঠানের নাম, যোগাযোগকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল এড্রেস)	মন্তব্য

(১১) ডিজিটাইজেশন থেকে পরবর্তী ধাপ ডিজিটালাইজেশন অথাৎ Artificial Intelligence (AI), Blockchain ইত্যাদির সমন্বয়ে নির্ভূল ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বীমা খাতের পেনিট্রেশন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বীমা খাতে আরো স্বচ্ছতা আনয়নপূর্বক গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে পেনিট্রেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে হলে বীমাখাতকে শুধু ডিজিটাইজেশন বা অটোমেশন নয়, নিশ্চিত করতে হবে ডিজিটাইজেশন আর ডিজিটালাইজেশনের পূর্বশর্ত হিসেবে বীমাকারীর আইটিসহ সংশ্লিষ্ট জনবলকে InsurTech, SupTech, Regtech ইত্যাদির মত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১২) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন এর ২৬/০৮/২০২১ ইং তারিখের (সূত্রঃ বিআইএ-৩ (৩৫)/২০২১-২৩৭) পত্রে উল্লিখিত সুপারিশসমূহ আমলে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ (সংযোজিত) গ্রহণপূর্বক এই সার্কুলার জারি করা হলো।

১৩) এই সার্কুলার জারির তারিখ থেকে কর্তৃপক্ষের জিএডি সার্কুলার নং-৭/২০২১ ,তারিখ :২৬ এপ্রিল ২০২১ বাতিল মর্মে গণ্য হবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ৩ ফর্দ।

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ
চেয়ারম্যান

Brief Life Sketches of Chairmen and Members of IDRA

#	Name	Tenure
Chairman		
1.	Mr. M. Shefaq Ahmed, Actuary	27/01/2011 – 26/01/2014
2.	Mr. Md. Fazlul Karim (Acting)	29/01/2014 – 03/03/2014
3.	Mr. Md. Quddus Khan (Acting)	04/03/2014 – 08/04/2014
4.	Mr. M. Shefaq Ahmed, Actuary	09/04/2014 – 08/04/2017
5.	Mr. Gokul Chand Das (Acting)	09/04/2017 – 22/08/2017
6.	Mr. Md. Shafiqur Rahman Patwary	23/08/2017 – 22/08/2020
7.	Dr. M. Mosharraf Hossain, FCA (Acting)	26/08/2020 – 26/09/2020
8.	Dr. M. Mosharraf Hossain, FCA	Since 27/09/2020
Admin Member		
9.	Mr. Md. Nurul Islam Molla	30/03/2011 – 11/12/2013
10.	Mr. Md. Quddus Khan	27/02/2014 – 26/02/2017
11.	Mr. Gokul Chand Das	01/03/2017 – 29/02/2020
12.	Mr. Md. Moinul Islams	Since 15/09/2020
Life Member		
13.	Dr. Md. Ziaul Haque Mamun	30/01/2011 – 31/12/2011
14.	Mr. Md. Syed Ahmad Khan	29/04/2012 – 28/04/2013
15.	Mr. Sultan-ul-Abedine Molla	04/03/2014 – 03/03/2017
16.	Dr. M. Mosharraf Hossain, FCA	04/04/2018 – 25/08/2020
Non-Life Member		
17.	Mr. Nobo Gopal Bonik	30/01/2011 – 29/01/2014
18.	Mr. Juber Ahmed Khan	04/03/2014 – 03/03/2017
Law Member		
19.	Mr. Md. Fazlul Karim	04/04/2011 – 03/04/2014
20.	Mr. Md. Murshid Alam	14/09/2014 – 13/09/2017
21.	Mr. Md. Borhan Uddin Ahmed	02/10/2017 – 11/05/2020
22.	Mr. Md. Dalil Uddin	Since 10/06/2020

Insurance Development and Regulatory Authority.

বীমা শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১ম জাতীয়
বীমা দিবস-২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বীমা দিবস-২০২১ এর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বীমা দিবস-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বীমা ব্যক্তিত্বদের মাঝে সম্মাননা স্মারক প্রদানের ছবি।

জাতীয় বীমা দিবস-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' সনদ প্রদানের ছবি।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সম্মেলন-২০২১ এর গ্রুপ ছবি।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সম্মেলন-২০২১ ।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বীমা দিবস-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি বক্তব্য রাখছেন

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' ২০২২ এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভা-২০২১।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে
মতবিনিময় সভা-২০২১।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে স্থাপিত
মুজিব কর্ণার-২০২১।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর সাথে বীমাকৃত সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ

বঙ্গবন্ধু টানেল

পদ্মা ব্রিজ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

মাতার বাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প

মেট্রোরেল

ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে, ফরিদপুর

শাহজালাল বিমান বন্দর (টার্মিনাল-৩)

শাহজালাল বিমান বন্দর (টার্মিনাল-৩)

জাতীয় বীমা দিবস ২০২২

উদযাপন কমিটি/ উপ-কমিটি

কেন্দ্রীয় কমিটি

মানমীয় অর্থমন্ত্রী	উপদেষ্টা
সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সহ-সভাপতি
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন	সদস্য
চেয়ারম্যান, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
চেয়ারম্যান, জীবন বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম	সদস্য
সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি	সদস্য
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
শ্রম ও কর্মসংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
সেতু বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
অর্থ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বিদ্যুৎ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সহ সদস্য-সচিব
অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

র‍্যালি বিষয়ক উপ-কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (বাণিজ্যিক অডিট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আহবায়ক
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম	সদস্য
জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া, সদস্য (নির্বাহী কমিটি), বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ হাছান, ম্যানেজার (বিপণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম খান, ম্যানেজার (হিসাব), জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
সহকারী সচিব (গ্রহণ বিতরণ ও সেবা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ শফিউদ্দীন, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
কাজী আব্দুল জাহিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
মির্জা আবু ইউসুফ, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব আব্দুর রহমান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

অভ্যর্থনা ও আসন বিন্যাস বিষয়ক উপ-কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আহবায়ক
প্রকল্প পরিচালক, বিআইএসডিপি	সদস্য
সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ লিয়াকত আলী খান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (গ্রুপ ডিভিশন), জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব তালুকদার মোঃ জাকারিয়া হোসেন, সিইও, ইউনিয়ন ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
ব্রিগেঃ জেনারেলশফিক শামীম, পিএসসি (অবঃ), এক্সিকিউটিভ সদস্য, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক, বীমা অধিশাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব আলা উদ্দিন, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব এমদাদুল হক, অফিস সহকারী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ মাসুম শাহরিয়ার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

আলোচনা সভা বিষয়ক উপ-কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (প্রকল্প), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আহবায়ক
সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
উপসচিব (প্রকল্প), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (বাজেট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব পি. কে. রায়, এফসিএ, সদস্য নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব এ. এইচ. এম. নাজমুছ শাহাদাৎ মিঞা, অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ আবদুল করিম, ম্যানেজার (বিপণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ বিভাগ), সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদুল মুসলিম, সিনিয়র নির্বাহী কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব তানজিদ-উল-ইসলাম, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব ওমর বিন খলিল, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক উপ-কমিটি

সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (গ্রহণ বিতরণ ও সেবা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম	সদস্য
জনাব মোঃ ইমাম শাহীন, সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
সিইও, রূপালী ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ	সদস্য
সি: সহ: সচিব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা-১, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ ফজলুল ফারুক, ম্যানেজার (উন্নয়ন বিভাগ), জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ শফিউদ্দীন, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব হামেদ বিন হাসান, জু. অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মুহাম্মদ শামছুল আলম, জু. অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠান উদযাপন বিষয়ক উপ-কমিটি

নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব এন. সি. রুদ্র, সিইও, মেঘনা লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	
জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ আমিনুল হক ভূঁইয়া, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পুনঃবীমা বিভাগ), সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
শেখ খায়েরুজ্জামান, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (উন্নয়ন) জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব কেএনএম খোরশেদ আলম (বাদল), প্রেসিডেন্ট, বাইসাএ	সদস্য
বাংলোদেশ ইন্স্যুরেন্স, সার্ভেয়র্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
মিজ নাজিয়া শিরিন, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
কাজী সাদিয়া আরবী, জু. অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
মিজ ফারজানা খালেদ, জু. অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ বিপ্লব হোসেন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশনা বিষয়ক উপ-কমিটি

সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
অতিরিক্ত সচিব (পুঁজিবাজার), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি	সদস্য
জনাব মোঃ জালালুল আজিম, সদস্য, নির্বাহী কমিটি (বিআইএ)	সদস্য
জনাব আপেল মাহমুদ, ফাইন্যান্স সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সোনার, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব মোঃ শামসুল আলম খান, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ আবু মাহমুদ, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ সোহেল রানা, জু. অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

মিডিয়া ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি বিষয়ক উপ-কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আহবায়ক
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (লিটিগেশন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব এম এম মনিরুল আলম, সিইও, বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
সিইও, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ	সদস্য
সিইও, চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ	সদস্য
জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব সমির চন্দ্র সরকার, জু. অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব রুকসানা আসাদ বন্যা, জু. অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব সুফিয়া আক্তার, অফিস সহকারী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

আমন্ত্রণপত্র ছাপা ও বিতরণ বিষয়ক উপ-কমিটি

নির্বাহী পরিচালক (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
উপসচিব (গ্রহণ বিতরণ ও সেবা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (এমআরএ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিশেষায়িত ব্যাংক), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মিয়া, সিইও, সোনার বাংলা ইন্স্যুঃ লিঃ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
ড. এস. এম. নুরুজ্জামান, সিইও, জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুঃ লিঃ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
সহকারী সচিব (প্রকল্প-২), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, নির্বাহী কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব রুমানা জামান, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব ফাহমিদা সারওয়ার, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ তানভীর হোসাইন সজীব, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটি

সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
যুগ্মসচিব (নীতি ও আর্থিক প্রণোদনা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা-১), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম	সদস্য
জনাব মোঃ কাজিম উদ্দিন, সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সোনার, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব জিনিয়া আক্তার, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
সৈয়দ শরীফুল হক, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ক উপ-কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (পুঁজিবাজার), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আহবায়ক
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
নির্বাহী পরিচালক (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
জীবন বীমা কর্পোরেশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
উপসচিব (লিটিগেশন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-কমিটি

যুগ্মসচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আহবায়ক
যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব এস এম শাকিল আখতার, নির্বাহী পরিচালক (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
কম্পিউটার অপারেটর, বীমা শাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন ও কল্যাণ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য-সচিব

আপ্যায়ন বিষয়ক উপ-কমিটি

নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপ-প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	সদস্য
জনাব শামিম হোসেন, সিইও, সিটি জেনারেল ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
সহকারী সচিব (গ্রহণ, বিতরণ ও সেবা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বীমা শাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব নাজিয়া শিরিন, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব মোঃ রশিদুল আহসান হাবিব, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব তাহমিনা আক্তার, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব সুস্ময় মন্ডল, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

তথ্য ও প্রযুক্তি (ICT) বিষয়ক উপ-কমিটি

নির্বাহী পরিচালক (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
উপসচিব (আইসিটি), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
প্রকৌ. শুভাশীষ কর্মকার শুভ, প্রোগ্রামার জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সহকারী পরিচালক (BISDP), বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, সিস্টেম এনালিস্ট, জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
সহকারী সচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
আইসিটি শাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
আইসিটি শাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব নাজিয়া শিরিন, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
কাজী শবনম ফেরদৌসী, কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব সামিয়া আরা চৌধুরী, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারীকে পুরস্কার/সম্মাননা প্রদান বিষয়ক উপ-কমিটি

ট্রেজারার, হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, বিজনেস স্ট্যাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহবায়ক সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
সদস্য (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
যুগ্মসচিব (কেন্দ্রীয় ব্যাংক), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
নির্বাহী পরিচালক (আইন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
সহকারী সচিব (সচিবের দপ্তর), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
সহকারী সচিব (বাণিজ্যিক অডিট), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব
জনাব মোঃ মোস্তফা আল মামুন, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
জনাব অমিত মজুমদার, জুঃ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
মোছাঃ পাপিয়া সুলতানা, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য

সকল নন-লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি/কর্পোরেশনের লোগো

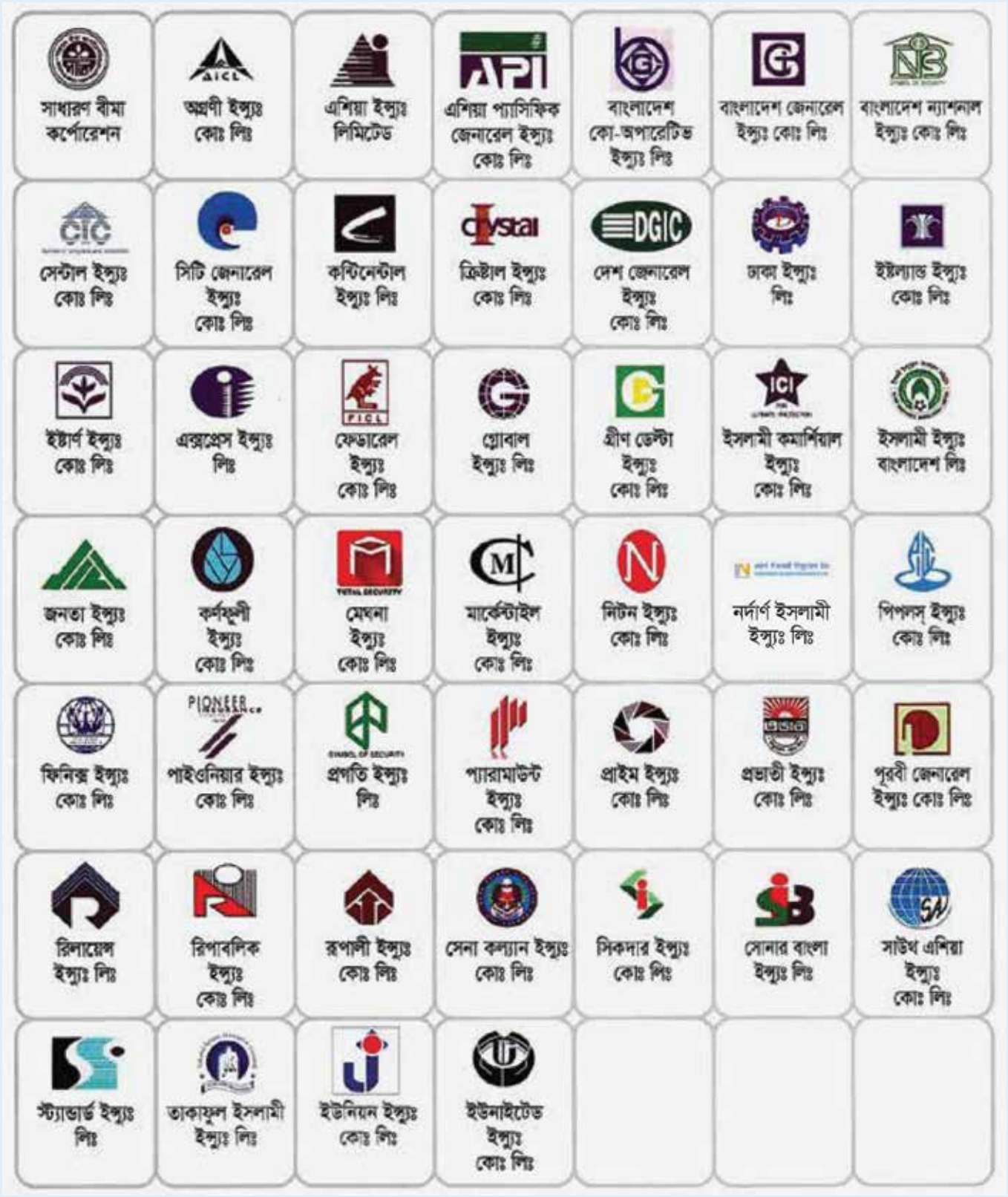

সকল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি/কর্পোরেশনের লোগো

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর ডিজিটাল বীমা সেবা গ্রহণ করুন

অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

০৯৬৭৮১৭১৭১৭

বেঙ্গল ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

জীবনের সাথে

স্বাস্থ্য ও জীবন বীমায় আস্থার প্রতিক

যমুনা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড পরিবারের পক্ষ থেকে বীমা দিবস উপলক্ষে সকলকে প্রাণঢালা

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

JAMUNA LIFE
symbol of security

www.jamunalife.com; facebook.com/jamunalifeinsurance

LIC
আন্তর্জাতিক
বীমা সংস্থা
LIC
এখন
বাংলাদেশে
LIC Bangladesh
নব জীবন আনন্দ
ফিনান্সিয়াল
অ্যাসোসিয়েট
রিক্রুটমেন্ট
যোগদান করতে
দ্রুত যোগাযোগ করুন
LIC
Bangladesh
ইয়ং সিটিজেন
LIC
Bangladesh
পেনশন প্লান
LIC Bangladesh
গ্রো ফাস্ট
জীবন বীমা নিন, সুরক্ষিত থাকুন
CONTACT INFO
Uday Tower (7th Floor)
57-57/A, Gulshan Avenue,
Gulshan - 1, Dhaka, Bangladesh
www.licbangladesh.com
co_licbd@licbangladesh.com
09604-109012

HOSPITAL
স্বাস্থ্য বীমা
প্রগতি লাইফের স্বাস্থ্য বীমা নিন
নির্ভাবনায় কাটুক দিন
সুবিধাসমূহ
দেশি-বিদেশি যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ
হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায়
- রোগ নির্ণয়ের জন্য সকল প্রকার পরীক্ষা
- ডাক্তারের পরামর্শ ফি
- অপারেশন খরচ
হাসপাতাল ভর্তির পূর্বের ১৫ দিনের চিকিৎসা খরচ
হাসপাতাল ছাড়ার পরের ৩০ দিনের চিকিৎসা খরচ
অ্যাম্বুলেন্স খরচ
বীমা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরণে সম্পূর্ণ বীমা অংক নমিনীকে প্রদান
প্রিমিয়াম এর উপর আয়কর রেয়াত সুবিধা
২৫০+ নেটওয়ার্কযুক্ত জেলাব্যাপী হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টারে ৪৫% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সুবিধা
সুবিধা | প্যাকেজ - ১ | প্যাকেজ - ২
মৃত্যু ঝুঁকি | ৫ লক্ষ টাকা | ১০ লক্ষ টাকা
হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসা | ৫ লক্ষ টাকা | ১০ লক্ষ টাকা
বার্ষিক প্রিমিয়াম শুরু ১০,৭৮৫/- টাকা থেকে (বয়স এবং প্যাকেজের ভিত্তিতে)
০৯৬৭৮৭৭১২০৮
(সকাল ৯টা - বিকাল ৬টা) (শনি - বৃহঃ)
আরো জানতে স্ক্যান করুন
প্রগতি লাইফ
ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
আজীবন বিশ্বস্ত

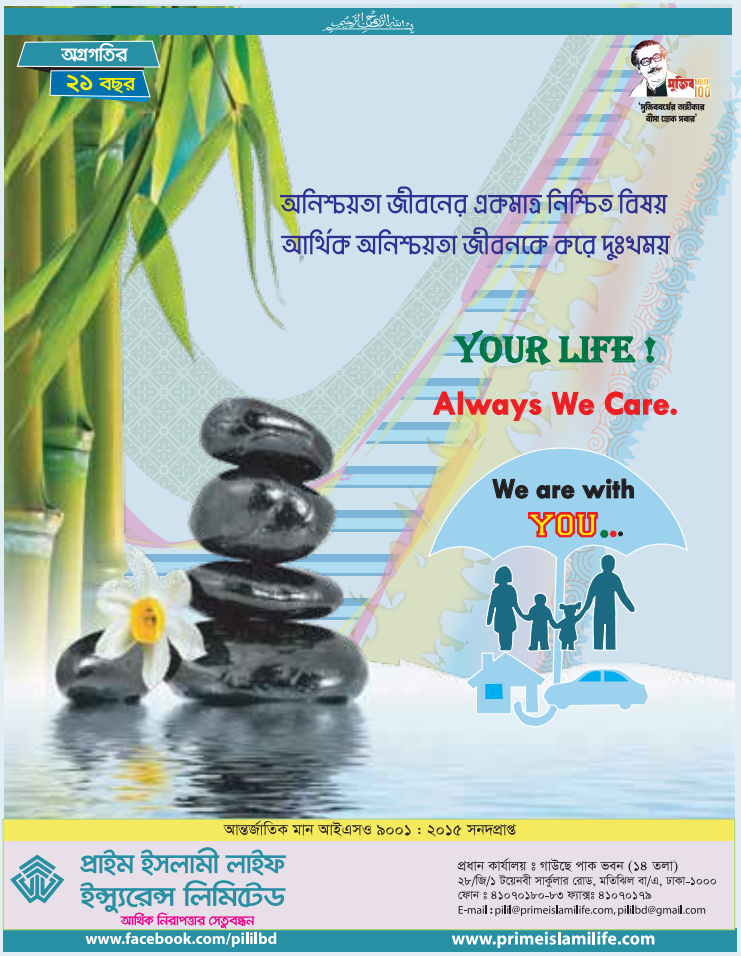

অগ্রগতির
২১ বছর
অনিশ্চয়তা জীবনের একমাত্র নিশ্চিত বিষয়
আর্থিক অনিশ্চয়তা জীবনকে করে দুঃখময়
YOUR LIFE !
Always We Care.
We are with
YOU...
আন্তর্জাতিক মান আইএসও ৯০০১ : ২০১৫ সনদপ্রাপ্ত
প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
আর্থিক নিরাপত্তার সেতুবন্ধন
প্রধান কার্যালয় ঃ গাউছে পাক ভবন (১৪ তলা)
২৮/জি/১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪১০৭০১৮০-৮৩ ফ্যাক্সঃ ৪১০৭০১৭৯
E-mail : pilil@primeislamilife.com, pililbd@gmail.com
www.facebook.com/pililbd
www.primeislamilife.com

Hotline : 01841512277, 01841512288, 09678432432
অভিনন্দন
সাফল্যের ২১ বছর
ভবিষ্যৎ জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি
ও স্বচ্ছ জীবনের অঙ্গীকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কোম্পানির পরিকল্পসমূহঃ
একক বীমা (মেয়াদী বীমা, কিস্তি বীমা, হজ্জ বীমা, মোহরানা বীমা, শিশু নিরাপত্তা বীমা, পেনশন বীমা)।
মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে ডিপিএস বীমা। ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক সঞ্চয় বীমা।
গ্রুপ বীমা। স্বাস্থ্য বীমা। স্বল্প আয়ের সঞ্চয়ীদের জন্য সুজন বীমা ও সুহৃদ বীমা।
প্রিমিয়ামের টাকা ব্যাংকে অন লাইনের মাধ্যমে জমা দেওয়া যায়
Janata Bank-A/C No. -SND -04900320000377
Pubali Bank-A/C No. -SND -2438102000160
Islami Bank-A/C No. -SND -20502230900004309
Dutch Bangla Bank-A/C No. -SND-191 120 371
যে কোন মোবাইল এর সাহায্যে আপনার পলিসির তথ্য জানা যাবে ৩৬৫ দিনই এই সেবা পাওয়া যায়
এসএমএস (SMS) করার নিয়ম ঃ
MESSAGE
PLICL 000101489742
22323
Name:Mr. Sayhan
SA:52000,
Prem Paid:15000,
Inst Paid: 12,
Due DT: 28/10/2013,
Update DT: 30/10/2013,
Condition Apply,
Progressive Life.
তবে প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য আলাদা কোড ব্যবহার করতে হবে যেমন ঃ
Akok- 0001 Akok, DPS & Sujan - 0002 Takaful Khuddra - 0003
Surid- 0004 Darussalam - 0005
পুরানো Policy এর ক্ষেত্রে উক্ত Digit Add করে নিতে হবে।
প্রগ্রেসিভ জীবন, আর্থিক নিরাপদ জীবন
মোবাইলের মেসেজ অপশনে যান
নিজের পলিসি নম্বর টাইপ করুন 22323 নম্বরে মেসেজটি পাঠিয়ে দিন
PLICL< space >XXXXXXXXXXXX
পলিসি নম্বর
ফিরতি মেসেজে আপনি জানতে পারবেন আপনার পলিসি সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাবলী
* SMS - প্রদানকৃত তথ্যাবলী কম্পিউটার দ্বারা তৈরীকৃত। পলিসি সকল সুবিধাবলী পলিসির বিধি এবং শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল।
* SMS -এ শুধুমাত্র মোবাইল অপারেটর এর চার্জ প্রযোজ্য।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ
PROGRESSIVE
প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
জাতীয় স্কাউট ভবন (৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম তলা)
৭০/১, ইনার সার্কুলার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ২২২২২৭২৭৭, ৪৯৩৫০৩০১, ২২২২২৮৫৩০, ৪৮৩২২০৯৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৩১৫৩৭৩, ই-মেইলঃ progress@bdcom.com
২০০৮ সালের আই সি এম এ বি কর্তৃক বেষ্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড প্রাপ্ত

প্রোটেক্টিভ ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড
Protective Islami Life Insurance Limited

Protect Your Future

Investment

Shariah Plans

Bancassurance

Group Term Life Insurance

Health Insurance

Savings

Head Office: H.R Complex (5th Floor), 100 Bir Uttam A K Khandakar Road, Mohakhali C/A, Dhaka-1212
web: www.protectivelife.com.bd || Call center : 09617000017

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।
আল কোরআন- সূরা বাক্বারাহ- ২৭৫

স্বাচ্ছন্দ্য হোক জীবনের পথচলা

৫০ লক্ষ টাকা বীমা দাবির চেক হস্তান্তর

১০ লক্ষ টাকা বীমা দাবির চেক হস্তান্তর

১০ লক্ষ টাকা বীমা দাবির চেক হস্তান্তর

আমাদের সেবা সমূহ...

- অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।
- আধুনিক কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান।
- দক্ষ জনবল দ্বারা দ্রুত কার্যকর ও বিনীত সেবা প্রদান।
- দ্রুত সময়ে বীমা দাবি নিষ্পত্তিকরণ।
- Trust App এর মাধ্যমে পলিসির তথ্য সহজে জানতে পারা।
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দ্রুত কর্মী/কর্মকর্তাদের পেমেন্ট এবং গ্রাহকদের প্রিমিয়াম গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিঃ
تراست إسلامي لائف إنشيورنس ليميتيد
TRUST Islami Life Insurance Ltd.

প্রধান কার্যালয়: পকেট চায়না টাউন (১৮ তলা পশ্চিম টাওয়ার), ৬৭/১ নয়া পল্টন
ডি আই পি রোড), ঢাকা- ১০০০। ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬৬৭০, ৪৮৩১৬২৫৯

E-mail : info@trustislamilife.com
Web : www.trustislamilife.com

আপনার সন্তানের
একটি সুন্দর
ভবিষ্যতের জন্য
একটি পলিসি
করে রাখুন
মোবাইলে প্রিমিয়াম জমা
*322# 1 700
*247# 3 01841 01 77 00
বিস্তারিত জানতে : Hot Line : 09612006700
সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
web : sunflowerlife.com

আমাদের আকর্ষণীয় পরিকল্পসমূহ
"হজ্জ বীমা পরিকল্প"
"মেয়াদী সঞ্চয় বীমা ও ডিপোজিট পেনশন স্কীম (ডিপিএস)"
"তিন কিস্তি বীমা ও দ্বি বার্ষিক বীমা"
"দেনমোহর বীমা"
"শিশু নিরাপত্তা বীমা"
"ফিক্স ডিপোজিট স্কীম"
"শিক্ষা বৃত্তি বীমা"
"গ্রুপ বীমা"
"পেনশন বীমা"
সানলাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
নিরাপত্তা ও নির্ভরতার প্রতীক
HEAD OFFICE : BTA Tower, 29 Kemal Ataturk Avenue, Road # 17, Banani C/A, Dhaka-1213, Bangladesh
Tel: 9821562-4, 9821567, Fax: 88-02-9821565, E-mail: Sunlife@dtechltd.com, www.sunlifeinsbd.org

আপনি কি আপনার নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন ?

রূপালী লাইফের

যে কোন একটি পলিসি আজই গ্রহণ করে ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত করুন

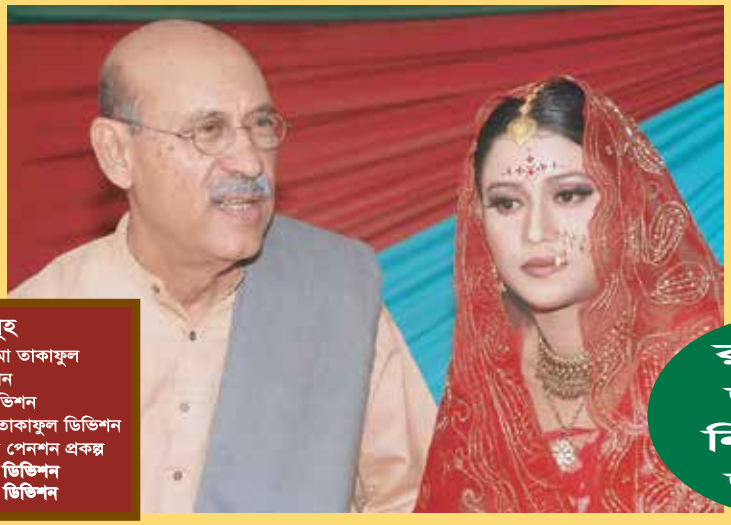

আমাদের প্রকল্প সমূহ

- ইসলামী জীবন বীমা তাকাফুল
- একক বীমা ডিভিশন
- সামাজিক বীমা ডিভিশন
- রূপালী ক্ষুদ্র বীমা তাকাফুল ডিভিশন
- শরীয়াহ্ ডিপোজিট পেনশন প্রকল্প
- রূপালী সঞ্চয় বীমা ডিভিশন
- আল-আমানত বীমা ডিভিশন

রূপালী জীবন নিরাপদ জীবন

রূপালী লাইফ
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়
রূপালী লাইফ টাওয়ার
৫০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৮৮-০২-৮৩৯২৩৬১-৪
কল সেন্টার : ০৯৬১৭ ২০ ৩০ ৪০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩৯২৩৭০
E-mail : info@rupalilife.com

www.rupalilife.com E-mail : rupali_life@yahoo.com

zenith
ISLAMI LIFE INSURANCE LTD.
জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ

"বীমায় সুরক্ষিত থাকলে এগিয়ে যাব সবাই মিলে"

Avcbvi Aw_©K fwel¨r wbðZ
†Rwb_ Bmjvgx jvBd BÝy¨‡iÝ wjwg‡UW
Av‡Q Avcbvi cv‡k

- হজ্ব বীমা
- সঞ্চয়ী বীমা
- যুগল বীমা
- চার কিস্তি বীমা
- তিন কিস্তি বীমা
- পেনশন বীমা
- গ্রুপ বীমা
- দেনমোহর বীমা
- শিশু নিরাপত্তা বীমা
- শিক্ষা ব্যয় বীমা
- গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা

এখন সহজেই আপনার প্রিমিয়াম প্রদান করুন ঃ
bKash ০১৭৭৭ ৭৭৬৬৯৯
নগদ ০১৭৭৭ ৭৭৬৯০০
২২১০

প্রধান কার্যালয়ঃ জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ
আজিজ ভবন (৯ম তলা), ৯৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
যোগাযোগঃ ৮৮-০২-২২৩৩৮০৩৩৮, ০১৭৭৭ ৭৭৭০৭০
ওয়েবঃ zenithlifebd.com, ই-মেইলঃ zililbd@gmail.com

আমরাই আপনার বীমাকৃত সম্পত্তির সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিচ্ছি

শাখা সমূহ ঃ

ঢাকা ঃ স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল শাখা, দিলকুশা শাখা, প্রিন্সিপাল শাখা, ভি.আই.পি রোড শাখা, পল্টন শাখা, ডি.আই.টি শাখা, গুলশান শাখা, উত্তরা শাখা, যাত্রাবাড়ী শাখা, বি.বি. এভিনিউ শাখা, কাওরান বাজার শাখা, বংশাল শাখা, বারিধারা শাখা, মৌলভীবাজার শাখা, মিরপুর শাখা, তেজগাঁও শাখা, নারায়নগঞ্জ শাখা, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, গুলশান সার্কেল-২ শাখা, ফকিরাপুল শাখা, নিউমার্কেট শাখা, রমনা শাখ এবং হাটখোলা শাখা।

AA
CREDIT RATING

চট্টগ্রাম ঃ
আগ্রাবাদ শাখা, শেখ মুজিব রোড শাখা, খাতুনগঞ্জ শাখা, জুবিলী রোড শাখা, কদমতলী শাখা, লালদিঘী শাখা।

অন্যান্য ঃ
যশোর শাখা, বাগেরহাট শাখা, কুষ্টিয়া শাখা, রংপুর শাখা, জামালপুর শাখা, পাবনা শাখা, ফরিদপুর শাখা, ময়মনসিংহ শাখা, রাজশাহী শাখা।

বীমা খাতে নতুন সংযোজন অনলাইন ইন্স্যুরেন্স সেবা পেতে
ভিজিট করুন **www.bnicl.net**
Hotline : 09613-112233

bnic
BANGLADESH NATIONAL INSURANCE CO. LTD.
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

Head Office : Rashid Tower (3rd Floor), Plot # 11, Road # 18, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Hotline : 09613-112233,Tel : 8832234-5, 8832215, 8832217 Fax : 88-02-8832154 E-mail : mail@bnicl.net, web: www.bnicl.net

গৌরবের ২১ বছর পেরিয়ে

A reliable Company
for Fire, Marine, Motor &
Miscellaneous Insurance

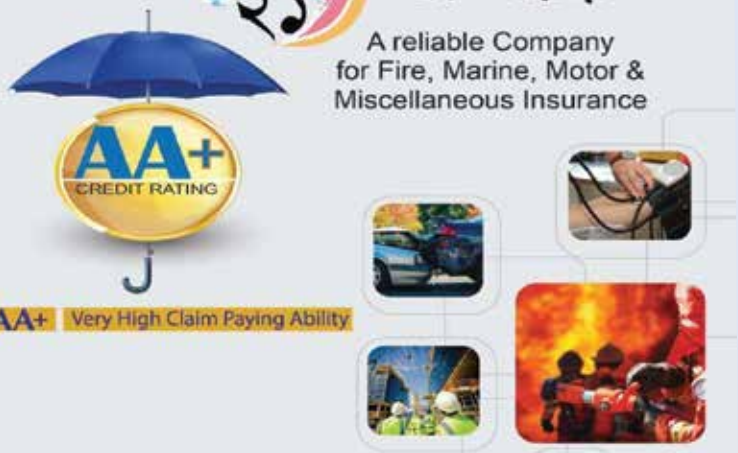

AA+
CREDIT RATING

AA+ Very High Claim Paying Ability

Maintaining Sustainable
Growth and Operational
Excellence

Asia Insurance Limited
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

REGISTERED OFFICE
Bangla Motor, Dhaka-1000, Bangladesh.

www.asiainsurancebd.com

বীমা জগতে
গ্রাহক সেবায়
বছর
পদার্পণে আমাদের সম্মানিত সকল গ্রাহক,
পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা
আমাদের সেবা সমূহ
অগ্নি বীমা
নৌ বীমা
মটর বীমা
ইঞ্জিনিয়ারিং বীমা
বিবিধ বীমা
ওভারসীজ মেডি ক্লেইম ইন্স্যুরেন্স
গৃহস্থালী বীমা
দায় দায়িত্ব বীমা
স্বাস্থ্য বীমা
AA+
CREDIT RATING
API
এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
ASIA PACIFIC GENERAL INSURANCE COMPANY LTD.
Head Office : Homestead Gulshan Link Tower (6th Floor), Ta-99, Gulshan-Badda Link Road, Dhaka-1212.
Phone: +88-09666-771771, Fax : +88-02-8834170, E-mail : apgic@bdcom.com

Credit Rating:-AA2
Hot Line: 01312-001211
করোনার জন্য স্বাস্থবিধি মেনে চলুন
আপনার সম্পদের নিরাপত্তার জন্য
ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স এ বীমা করুন
ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ
UNION INSURANCE CO.LTD.
প্রধান কার্যালয়ঃ
DR Tower (15th Floor), 65/2/2 Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka 1000
Phone: +88 02 55112914-19, Fax: +88 02 55112913
E-mail : info@unioninsurancebd.com
Web: www.unioninsurancebd.com

ঝুঁকিমুক্ত সম্পদ সমৃদ্ধির সোপান
বীমা নিরাপত্তাই এর সর্বোত্তম বিধান

পেশাগত দক্ষ সেবাই আমাদের আদর্শ
সর্বোত্তম বীমা নিরাপত্তাই আমাদের উদ্দেশ্য

অগ্নি, নৌ, মটর এবং বিবিধ বীমার
জন্যে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
CENTRAL INSURANCE COMPANY LTD.
সিআইসি টাওয়ার (৪র্থ ও ৫ম তলা), ৭-৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ফোন : পিএবিএক্স: ৯৫৬০২৫১-৪

city insurance
Insuring your future... Today

সুরক্ষায়
পাশে আছি

ফায়ার, মেরিন, মোটর, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যান্য সকল ইন্স্যুরেন্স সেবা গ্রাহকের কাছে দ্রুততম উপায়ে পৌঁছাতে আমরা বদ্ধপরিকর। কথা দিচ্ছি, আপনাকে নিরাপদ রাখতে সবসময় পাশে থাকব অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে।

সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

cityinsurance.com.bd cityinsurancebd info@cityinsurance.com.bd

Growing Stronger!

Continental Insurance Limited

Upgrade AA to AA+

Alpha Rating upgrades long-term rating to "AA+" (Pronounced as "Double A Plus") from "AA" (Pronounced as "Double A") and affirms short-term rating "ST-2" on very high claim paying ability of Continental Insurance Ltd. with stable outlook.

The Rating has been awarded on the basis of an in-depth analysis of the operational and financial performance of the company (based on audit financial statements of the year ending 31 December 2020).

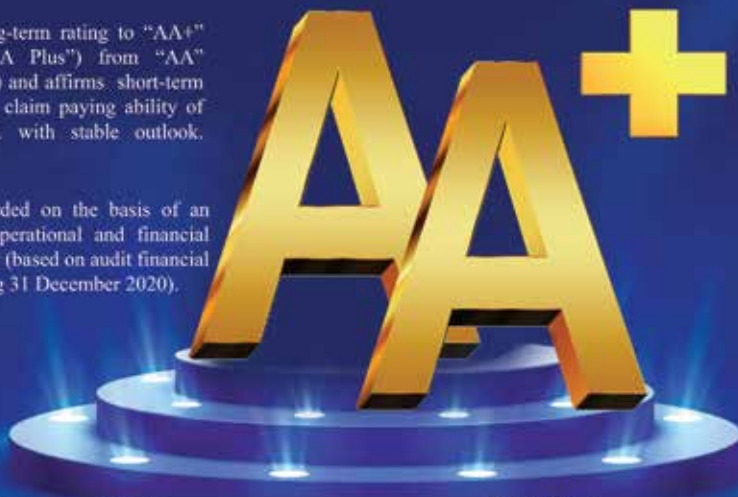

কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
Continental Insurance Limited
Service is Ideal

Head Office:
Advanced Noorani Tower (13th Floor)
1, Mohakhali C/A, Dhaka-1212, Bangladesh.
Pabx: 880-2-58817491-6, Hotline: +8801713370245
E-Mail: info@cilbd.com | Website: www.cilbd.com

36 YEARS OF ACHIEVEMENTS 1986-2022

EASTLAND INSURANCE CO., LTD.

The name you have learnt to Trust

Awarded Best Corporate Award by ICMAB for 4 consecutive years 2012 2013 2014 2015

Awarded ICAB Certificate of Merit for Best Presented Annual Report 2013

Awarded ICAB National Award for Best Presented Annual Report 2020

AA+

Rated by Credit Rating Information & Services Limited (CRISL)

Eastland Insurance started it's journey as one of the first generation Non-Life Insurance Companies in the private sector from 5th of November, 1986. The present **Authorized Capital of the Company is Tk. 1,000** million and the **Paid-up Capital is Tk. 839** million, **Total Asset is Tk. 3,192** million, **Total Reserve Fund is Tk. 1,249** million and **Total Investment Portfolio is Tk. 1,184** million. The **Total Claims settled so far is Tk. 3,419** million. Eastland has been paying 'Double Digit' dividends to it's shareholders ever since it's inception including stock bonus in recent years.

Eastland offers a comprehensive range of insurance packages from its **28** branches throughout Bangladesh, which includes **Fire, Marine, Hull, Motor, Industrial All Risk, Engineering, Aviation, Personal Accident, contractors' All Risks (CAR), Overseas Mediclaim Scheme and Miscellaneous Risks.** Eastland has the credit of being insurer to a host of clients ranging from distinguished individuals to big trading firms, Banks and Financial Institutions as well as large national and multi national companies.

The Company is living up to its promised slogan: *The name you have learnt to Trust* by upholding its personalized services in both Sunny & Rainy days! As such, Eastland's name has been embedded in the hearts of thousands of its clients.

Eastland- Committed to Excellence.

EASTLAND INSURANCE COMPANY LIMITED
ইষ্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
ESTD.1986

Head Office: 13 Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX : +8802223384600, Fax : +8802223385706, Hotline : 09610001234
E-mail: info@eastlandinsurance.com, www.eastlandinsurance.com

Another Leap Forward
ACHIEVED HIGHER
CREDIT RATING
LONG TERM AA-
SHORT TERM ST-2
2020
LONG TERM AA
SHORT TERM ST-2
2021
Our growth is based on our strength
Heartfelt gratitude to our valued clients and well-wishers for their wholehearted support. Have confidence on us. We shall reciprocate with top-class service.
ISO 9001:2015 CERTIFIED
গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
Global Insurance Limited
Symbol of Security & Peace

GLORIOUS
36 Years
THERE IS NOTHING TO WORRY
NOW RISK IS OURS!
Hotline:
+880-1309-001077
We cover the following Risks:
Fire, Marine, Motor, Aviation,
Engineering & Misc Insurance
জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
JANATA INSURANCE COMPANY LIMITED
Corporate Office: Ga/95/D, Link Road, Middle Badda, Gulshan-1, Dhaka-1212
PABX : 02-222262181-2, E-mail: info@jiclbd.com www.jiclbd.com

Committed to
take over
your property risk
FIRE INSURANCE
MARINE INSURANCE
MOTOR INSURANCE
ENGINEERING INSURANCE
HEALTH INSURANCE
MISCELLANEOUS INSURANCE
পিপলস্ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
PEOPLES INSURANCE COMPANY LIMITED
বীমা শিল্পে একটি বিশ্বস্ত নাম | A great name in insurance since 1985
Peoples Insurance Bhaban (15th Floor) 36, Dilkusha C/A, Dhaka-1000
PABX : 9564166 (Auto Hunting) Phone : 9578319-20, Fax : 88-02-9564795
E-mail : peoples@peoplesinsurancebd.com, www.peoplesinsurancebd.com

Fire
Insurance
Livestock
Insurance
Mediclaim
Insurance
Flood & Cyclone
Insurance
Engineering
Insurance
Marine Cargo &
Hull Insurance
Personal
Accident
Insurance
Motor
Insurance
Earthquake
Household
Insurance
Miscellaneous
Insurance
PHOENIX
INSURANCE
PHOENIX INSURANCE COMPANY LIMITED

TO GET YOU SET
SOON AGAIN
PIONEER INSURANCE COMPANY LIMITED
caring for you, forever...
PIONEER INSURANCE COMPANY LIMITED
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
Head Office: Rangs Babylonia (5th Floor), 246 Bir Uttam Mir Shawkat Sarak
Tejgaon, Dhaka 1208, Bangladesh.
www.pioneerinsurance.com.bd. mail: piclho@gmail.com

PRIME INSURANCE
COMPANY LIMITED
09613262222
FIRE
INSURANCE
MARINE
INSURANCE
OUR
PRODUCTS
ENGINEERING
INSURANCE
MISCELLANEOUS
INSURANCE
MOTOR
INSURANCE
Prime Insurance Company Limited (PICL) is one of the leading non-life insurance companies in Bangladesh with specialized and significant expertise both in traditional and non-traditional insurance businesses. The Company offers all conventional general insurance products along with innovative products. According to Credit Rating Information and Services Limited (CRISL), the Surveillance Ratings of the Company is AA- (pronounced as double A Minus) for the year 2019 based on the financial performance, up to December 31, 2019 which indicate very high claims paying ability. The Company continues to deliver improved and innovative products and services taking due care of the compliance requirements with good underwriting and financial performance.
www.prime-insurance.net

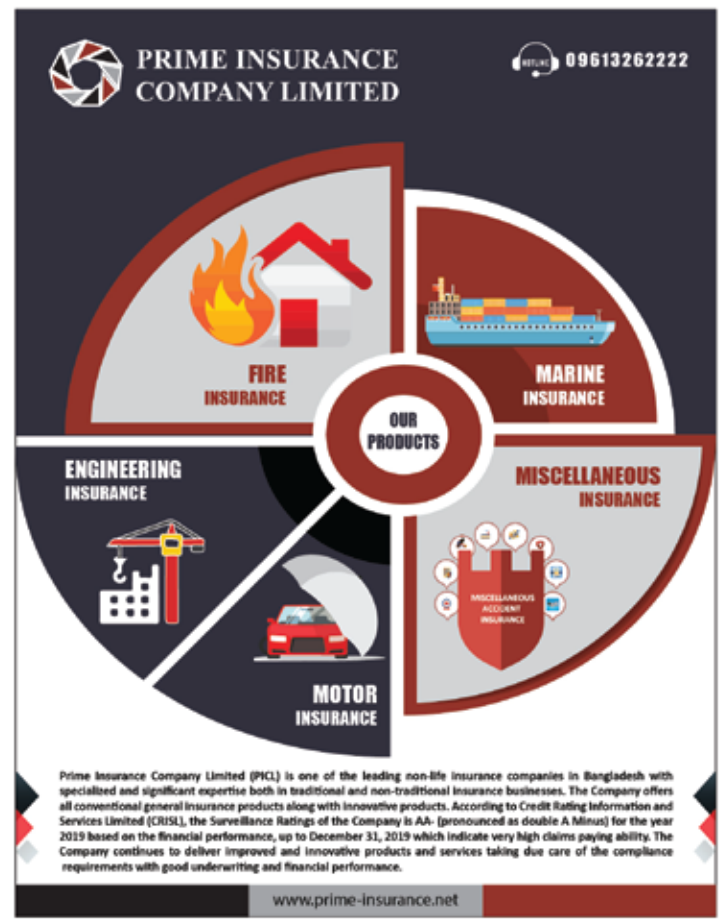

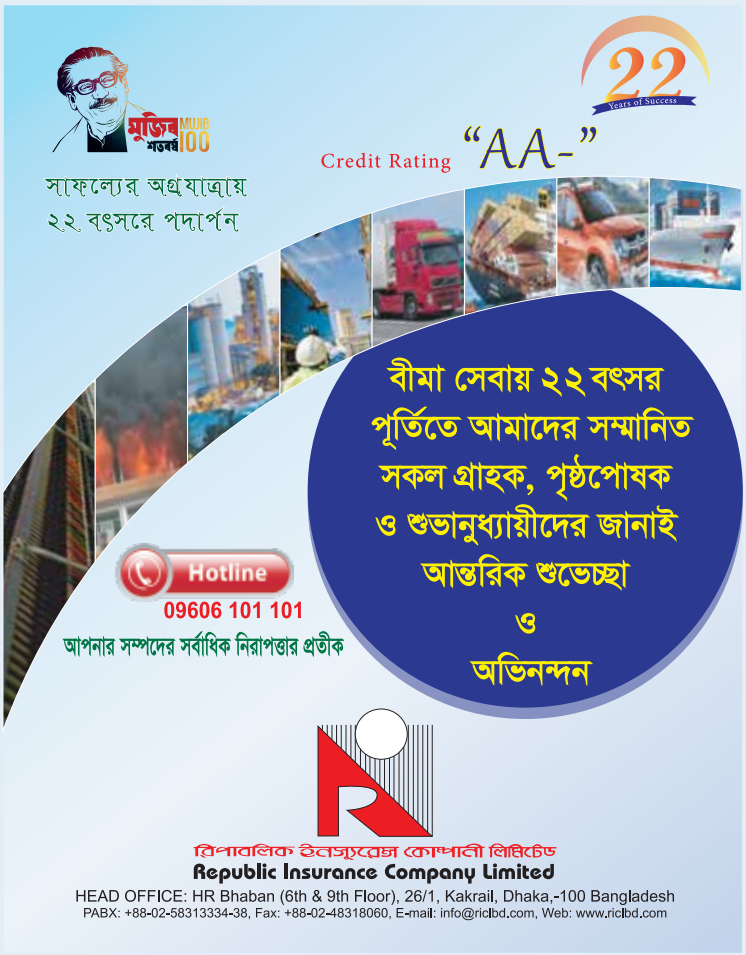
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
22 Years of Success
Credit Rating "AA-"
সাফল্যের অগ্রযাত্রায়
২২ বৎসরে পদার্পন
বীমা সেবায় ২২ বৎসর
পূর্তিতে আমাদের সম্মানিত
সকল গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক
ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দন
Hotline
09606 101 101
আপনার সম্পদের সর্বাধিক নিরাপত্তার প্রতীক
রিপাবলিক ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
Republic Insurance Company Limited
HEAD OFFICE: HR Bhaban (6th & 9th Floor), 26/1, Kakrail, Dhaka,-100 Bangladesh
PABX: +88-02-58313334-38, Fax: +88-02-48318060, E-mail: info@riclbd.com, Web: www.riclbd.com

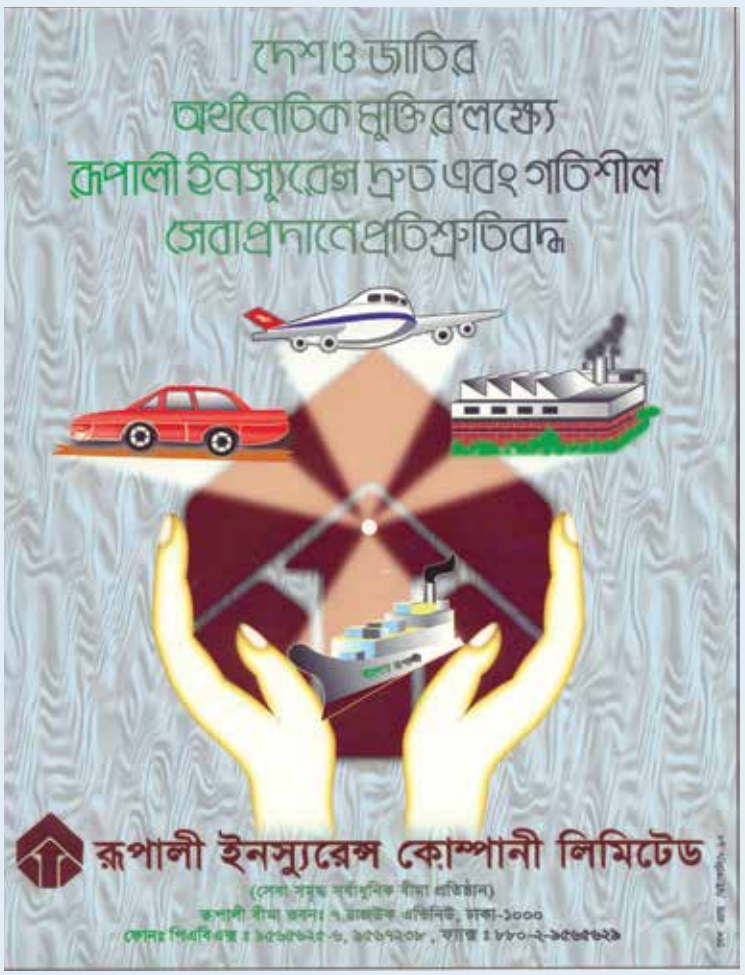
দেশ ও জাতির
অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে
রূপালী ইনস্যুরেন্স দ্রুত এবং গতিশীল
সেবাপ্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
রূপালী ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

সাউথ এশিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
SOUTH ASIA INSURANCE COMPANY LTD.

OUR SERVICES:-

- Fire Insurance
- Motor Insurance
- Marine Cargo Insurance
- Marine Hull Insurance
- Miscellaneous Insurance
- Engineering Insurance
- Overseas Mediclaim Insurance
- Personal Accident Insurance

Head Office

Shawdesh Tower (5th, 6th & 7th Floor), 41/6, Purana Paltan, (Box Culvert Road), Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone (PABX) : 880-2-47111151-53, 9552113, 9551762, 9550056, Mobile: 01729-230591
E-mail: saic@bol-online.com, ceo@southasiainsurance.com, Web. www.southasiainsurance.com

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক
অগ্নি, নৌ, মোটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসায়
প্রকৃত তাকাফুল বাস্তবায়নে
আমরাই এগিয়ে

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১. শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত;
২. লাভ-লোকসান বীমা গ্রহীতা ও কোম্পানীর মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন্টন;
৩. সুদমুক্ত খাতে বিনিয়োগ;
৪. তাকাফুল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা;
৫. ব্যবস্থাপনায় খোদাভীরুতা ও পেশাদারিত্বের অপূর্ব সমন্বয়।

Takaful Islami Insurance Limited

তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
Takaful Islami Insurance Limited
(সহমর্মিতা ও নিরাপত্তার প্রতীক)

প্রধান কার্যালয় : মনির টাওয়ার (৮ম, ৯ম, ১০ম তলা)
১৬৭/১, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, মতিঝিল (ফকিরাপুল), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৪১০৭০০৭১-৩, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৪১০৭০০৮৩
ই-মেইল : takaful@dhaka.net, ওয়েব : takaful.com.bd

৩য় জাতীয় বীমা দিবসে "বাইসাএ" এর সকল সদস্যগণ এর পক্ষ থেকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমরা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত জরিপকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিম্নলিখিত শ্রেণীর জরিপকার্য/সেবা প্রদান করে আসছি।

অগ্নি, মটর, নৌ-কার্গো, নৌ-হল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এভিয়েশন ও অন্যান্য বীমা দাবী।

আমরা বীমাকারি ও বীমা গ্রহীতার মাঝে সেতু বন্ধন।
আমাদের সততা এবং নিষ্ঠাই বীমা ব্যবসার প্রসার ও সমৃদ্ধির মূলশক্তি।
আমরা সম্মিলিত ভাবেই "বাইসাএ"

জাতীয় বীমা দিবস

এছাড়াও আমাদের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত

প্রি-শিপমেন্ট এন্ড পোস্ট-ল্যাডিং সার্ভে, সুপারভিশন অফ ডিসচার্জিং কার্গো, ভেজিটেবল অয়েল, পেট্রোলিয়াম দ্রব্য, জাহাজের কন্ডিশন সার্ভে, কন্টেইনারের কন্ডিশন, স্টাফিং এন্ড আন-স্টাফিং, অন-হায়ার, অফ-হায়ার, ড্রাফট সার্ভে, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, প্রি-ইন্সপেকশন, ভ্যালুয়েশন অব ফিক্সড এসেটস্ ও অন্যান্য।

আমাদের সেবার তালিকায় রয়েছেন

নন লাইফ বীমা কোম্পানী, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়র্স এসোসিয়েশন
BANGLADESH INSURANCE SURVEYORS ASSOCIATION

Office : Chand Mansion (6th Floor), 66 Dilkusha C/A, Dhaka 1000, E-mail : info@bisa2018.org, Website : www.bisa2018.org

জাতীয় বীমা দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

জীবন বীমা কর্পোরেশনের
পলিসিসমূহ হতে আপনার পছন্দনীয় পলিসিটি বেছে নিন

আপনি আপনার বীমা পলিসির প্রিমিয়াম অগ্রণী ব্যাংক, ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সকল শাখায়, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (রকেট, নগদ, বিকাশ) এর মাধ্যমে সহজেই জমা দিতে পারেন।

জীবন বীমা কর্পোরেশন

একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় ঃ ২৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

Email : info@jbc.gov.bd, Web : www.jbc.gov.bd

১৯৭৩ সন থেকে

Chartered Life
Secured Life

শীঘ্রই আসছে
চার্টার্ড লাইফ-এর
ইসলামী জীবন বীমা

B arakah

চার্টার্ড আল-বারাকাহ্

চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

Delta Life Insurance Company Limited

বর্তমানের পরিকল্পনা অবসর জীবনের নির্ভাবনা

The Smart Way to Retire

পেনশন বীমা পলিসি :

অবসর জীবনে যখন নিয়মিত আয়ের কোন নিশ্চয়তা থাকে না, পেনশন বীমা পলিসি ঠিক তখনই নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। অবসর জীবনের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে ডেল্টা লাইফের রয়েছে পেনশন বীমা পরিকল্প। এ পরিকল্পের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আজীবন পেনশন সুবিধা পেয়ে থাকেন। যে কোন পেশায় নিয়োজিত মানুষ এই পলিসি নিতে পারেন।

এই পলিসি আপনাকে দিচ্ছে:

- নিশ্চিত আয়।
  অবসরকালীন সময় থেকে আমৃত্যু নির্দিষ্ট হারে পেনশন পাওয়ার নিশ্চয়তা।
- প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর আয়কর রেয়াত।
- অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে সম্পূর্ন অক্ষমতায় প্রিমিয়াম মওকুফ ও নির্দিষ্ট সময় পর নিয়ম অনুযায়ী পেনশন প্রদান।
- পেনশন শুরুর পূর্বে বীমা গ্রাহকের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় মনোনীতককে এককালীন বার্ষিক পেনশনের ১০ গুণ টাকা (বীমা অংক) প্রদান।

Help Line : 01885 060000

ধরা যাক, আপনার বয়স ৩৫ বছর এবং আপনি ৫০ বছর বয়সের পর থেকে বার্ষিক ১,০০,০০০/- টাকা করে পেনশন নিতে আগ্রহী, তাহলে আপনার পলিসির মেয়াদ হবে ১৫ (৫০-৩৫) বছর এবং প্রতি বছর প্রিমিয়াম দিতে হবে ৪৫,৬৬০/- টাকা। একইভাবে-

বর্তমান বয়স	পলিসির মেয়াদ	পেনশন শুরুতে বয়স	বার্ষিক প্রিমিয়াম	ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম
৩৫	১৫	৫০	৳ ৪৫,৬৬০	৳ ১২,৫৫৭
৩৫	২০	৫৫	৳ ২৭,৯৩০	৳ ৭,৬৮১
৩৫	২৫	৬০	৳ ১৯,০৮০	৳ ৫,২৪৭

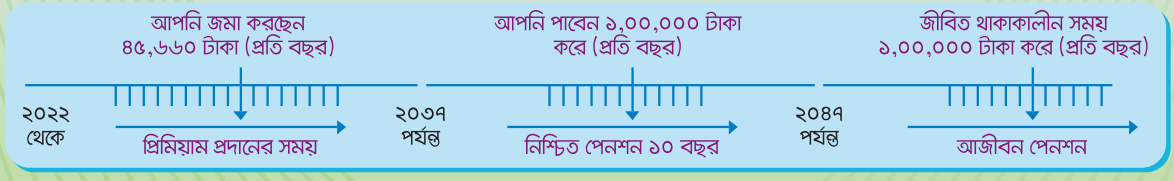

মনোনীতকের প্রাপ্য:

- পেনশন শুরুর পূর্বে বীমা গ্রাহকের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় মনোনীতককে এককালীন বার্ষিক পেনশনের ১০ গুণ অর্থ (বীমা অংক) অর্থাৎ ১০,০০,০০০ টাকা প্রদান।
- পেনশন শুরুর ১০ বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে বীমা গ্রাহকের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় মনোনীতককে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য পেনশন প্রদান।

info@deltalife.org | www.deltalife.org | www.facebook.com/deltalife.org

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
বীমা হোক সবার

মেঘনা লাইফের সাফল্যের

২৫ বছর

- প্রায় ২৬,৭০০ জনকে মৃত্যুদাবী এবং ৭,৫৮,৫০০ জনকে মেয়াদোত্তীর্ণ দাবী খাতে ৩,০০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- লাইফ ফান্ড ১,৯০০ কোটি টাকা।
- পরিসম্পদ ২,১০০ কোটি টাকা।

মেঘনা লাইফ-কর্ণফুলী বীমা ভবন

সম্মানিত পলিসিহোল্ডার,
শেয়ারহোল্ডার, শুভানুধ্যায়ী
ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ
সবার প্রতি

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা
ও শুভেচ্ছা

মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
MEGHNA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

www.meghnalife.com www.facebook.com/meghnalife. 09613 440440

আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষায়, আজও কালও

360Health,
আপনার প্রতিদিনের স্মার্ট হেলথকেয়ার পার্টনার

- **ফ্রি ডক্টর কনসালটেশন**
- **স্পেশালিস্ট ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট**
- **হেলথ মার্ট** (অনলাইন ফার্মেসি)
- **ডিজিটাল লাইফ কার্ড** (মেডিকেল ডিসকাউন্ট কার্ড)
- **হেলথ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট**

MetLife | 360Health

MetLife
Non-MetLife

ANDROID APP ON Google Play

কোম্পানির এন্ড্রয়েড অ্যাপ

আমাদের আকর্ষণীয় পরিকল্প সমূহঃ

১. ইসলামিক মেয়াদি বিমা

২. ইসলামিক মাসিক ২ কিস্তি বিমা

৩. ইসলামিক ৩ কিস্তি বিমা

৪. ইসলামিক হজ্জ বিমা

৫. ইসলামিক মাসিক সঞ্চয়ী বিমা

৬. ইসলামিক শিশু সুরক্ষা বিমা

৭. ইসলামিক সুরক্ষিত দ্বিগুণ প্রদান এককালীন বিমা

৮. গ্রুপ লাইফ ও স্বাস্থ্য বিমা

ডাউনলোড করুন আমাদের অফিসিয়াল এন্ড্রয়েড অ্যাপ
Google Play Store এ "NRB i-Life" লিখে Search করুন

পেমেন্ট করুন অনলাইনে

নগদ | রকেট | bKash | SSLCOMMERZ

www.nrbislamiclife.com/PayPremium

Hotline

09617999977

+88 02 55168099

info@nrbislamiclife.com

www.nrbislamiclife.com

জীবনের সহায়ক শক্তি

এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

إن أربي اسلامي لايف إنشيورنس ليميتد

NRB Islamic Life Insurance Limited

Head Office: Navana Zohura Square (7th Floor), 28 Kazi Nazrul Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000

ICMAB Best Corporate Award 2020

SILVER AWARD (2ND PRIZE)

সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ সম্প্রতি **লাইফ ইনস্যুরেন্স ক্যাটাগরিতে** আইসিএমএবি **বেষ্ট কর্পোরেট এ্যাওয়ার্ড-২০২০** এ ২য়স্থান **(সিলভার)** অর্জন করেছে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান **মহোদয় জনাব মুজিবুল ইসলাম, মাননীয় মন্ত্রী, বানিজ্য** মন্ত্রণালয়, **গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার - জনাব টিপু মুন্সী**, এমপি এর হাত হতে **এ্যাওয়ার্ড** গ্রহন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র কোম্পানীর পরিচালক, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ICMAB Best Corporate Award 2020

জীবন বীমা ক্ষেত্রে শীর্ষ নাম

সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

AA2 CREDIT RATING

বিনিয়োগ করুন নিশ্চিন্তে

বাংলাদেশের প্রথম আইটি সুবিধা প্রদানকারী সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, যেখানে আপনি খুব সহজেই অনলাইন এর মাধ্যমে নিরাপদ ও স্বচ্ছতার সাথে নিজের বীমা করতে পারবেন, আপনার প্রিমিয়াম জমা দিতে পারবেন এবং নিজেই নিজের বীমার হিসাব পর্যবেক্ষন করতে পারবেন।

সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

SONALI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত জীবন বীমা কোম্পানী

সরকারী নিবন্ধন নম্বরঃ লাইফ ০২/২০১৩

68/B, DIT Road, Chowdhury Para, Malibagh, Dhaka-1219,
Phone: 09678200004, Mobile: 01976625488, 01976625499, Web: www.sonalilife.com

ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ

EASTERN INSURANCE CO. LTD.

(The Symbol of Comprehensive Security)

১লা মার্চ ২০২২

জাতীয় বীমা দিবস

Whatever Wherever
covered by
Eastern Insurance
The power on your side

A helping hand
whenever you need it

Services
Fire, Marine
Motor, Accident
& Travel Insurance Policies

Rest easy with Eastern Insurance on your side

36 Years of Comprehensive Service

Head Office

44, Dilkusha Commercial Area, 1st & 2nd Floor, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 02223383033-4, 02223384246-8
www.easterninsurancebd.com, e-mail : eicl@dhaka.net

Zonal Office

Agrabad : NIB House, 32, Agrabad C/A, Chittagong, Phone: 031-711309, 031-712491
Rangpur : Holding # 86 (1st Floor), Road No # 01/Ga, Hajee Lane, Central Road
Ahale Hadis Mosjid Gali, Tel : 02589964362, eiclrangpur@gmail.com
Khulna : 87 Khan a Sabur Road, Dak Banglar Moor, Khulna, Phone : 02477729846

e-mail : eicl@dhaka.net **www.easterninsurancebd.com**

NORTHERN ISLAMI INSURANCE LTD.

Rated AA+

ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক যাত্রা

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে সকল গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, অধিকতর গ্রাহক সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নর্দার্ণ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ নতুন প্রত্যয়ে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য

নর্দার্ণ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিঃ

নামে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে।

HOME OF ASSURANCE

নর্দার্ণ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিঃ

NORTHERN ISLAMI INSURANCE LTD.

ডাব্লিউ ডাব্লিউ টাওয়ার, ৬৮, মতিঝিল বা/এ (লেভেল-১২ ও ১৩), ঢাকা-১০০০।

নতুন ইমেইল: info@niil.com.bd, নতুন ওয়েব: www.niil.com.bd

হট লাইন : ৪৭১১০১৬০

Pragati Insurance
Limited
Achieved

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় অনবদ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং "AAA" অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশের বীমা শিল্পে এক অনন্য রেকর্ড।

Pragati Insurance Limited made an outstanding record by achieving International standard "AAA" Credit rating in the non-life Insurance sector in Bangladesh.

Symbol of Security

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
Pragati Insurance
Limited

25 October 2020

Phone : PABX: 88-02-55012680-2
Web: www.pragatiinsurance.com

25 YEARS SILVER JUBILEE
1996 - 2021

Visualize Provati
Materialize Dream

Fire Incident — Don't worry

Earthquake Disaster — No tension

Cargo Loss — We're everywhere

Cyclone Catastrophe — No matter what happens

Flood Damage — We're not away

Motor Accident — Get into a new life

Stay with Provati
and be safe

প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
PROVATI INSURANCE COMPANY LIMITED

Head Office : Khan Mansion (11th Floor), 107, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 02223381431, 02223381441, 02223389563, Hotline : 01552-471311 (24 Hours)
e-mail : contacts@provati-insurance.com, provatiinsurance@gmail.com
web : www.provati-insurance.com

জাতীয় বীমা দিবস

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে

বীমা শিল্পে ন্যাশনাল লাইফের গৌরবময় অর্জন

ইমার্জিং এশিয়া ইনস্যুরেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮

ইমার্জিং এশিয়া ইনস্যুরেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯

আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড-২০২০

সাউথ এশিয়ান বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২১

বীমা খাতে সাউথ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সিইও অ্যাওয়ার্ড-২০২১

- ইমার্জিং এশিয়া ইনস্যুরেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮
- ইমার্জিং এশিয়া ইনস্যুরেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯
- আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড-২০২০
- সাউথ এশিয়ান বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২১
- বীমা খাতে সাউথ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সিইও অ্যাওয়ার্ড-২০২১

১০ ডিসেম্বর ২০২১ কলোম্বোতে শ্রীলংকার সাবেক রাষ্ট্রপতি মাইথ্রিপালা সিরিসেনা থেকে 'সাউথ এশিয়ান বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন সিইও মোঃ কাজিম উদ্দিন। পাশে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ রিয়াদ হোসেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি থেকে আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড-২০২০ গ্রহণ করেন সিইও মোঃ কাজিম উদ্দিন।

আমরা গর্বিত, আমরা অনুপ্রাণিত

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী

www.nlibd.com

NITOL
INSURANCE
দেশের একমাত্র ডিজিটাল কম্প্রিহেন্সিভ প্রাইভেট কার ইন্স্যুরেন্স।
নিরাপদ
অ্যাপভিত্তিক সেবা
ভেহিকেল ট্র্যাকিং
অনলাইন ক্লেইম ম্যানেজমেন্ট
নিটল ইন্স্যুরেন্স নিয়ে এলো দেশের প্রথম ডিজিটাল কম্প্রিহেন্সিভ প্রাইভেট কার ইন্স্যুরেন্স যাতে রয়েছে EMI দ্বারা প্রিমিয়াম প্রদানের সহজ সুযোগ।
এক্সিডেন্ট, চুরি কিংবা আগুন লাগা সহ গাড়ি সংক্রান্ত যেকোনো দুর্ঘটনায় শতভাগ সুরক্ষিত থাকুন।
ড্রাইভার ও যাত্রীর জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত কাভারেজ।
কোন প্রকার শর্তে ছাড়া সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ক্লেইম স্যাটেলমেন্ট।
Bike Insurance
Nirapod Car Insurance
Track Your Car
গাড়ির ১০০% সুরক্ষা এখন হাতের মুঠোয়!
বিস্তারিত জানতে কল করুনঃ
+৮৮-০১৭৫৫-৬৬০৩৩১
NITOL INSURANCE COMPANY LIMITED
Police Plaza Concord (6th Floor), Tower-2,
Plot-2, Road-144, Gulshan-1, Dhaka-1212.
Connect with our Digital Presence on:
www.nitolinsurance.com

প্রথম জাতীয় বীমা দিবস ২০২০ এর উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা স্মৃতি বিজড়িত ১ মার্চ কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করেছে। সে উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এম.পি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে জাতীয় বীমা দিবস ২০২০ এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির হোসেন, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট এবং পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও বি এম ইউসুফ আলী। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

জীবন বীমায় বিশ্বস্ত নাম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষে

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

পদ্মা সেতু

মেট্রো রেল

মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট

বঙ্গবন্ধু টানেল

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ৩য় টার্মিনাল

সরকারের মেগাপ্রকল্পসমূহের বীমা ঝুঁকি গ্রহণ করে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন পরিবার গর্বিত।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় দেশ, এ অগ্রযাত্রায় সাথে আছে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

- বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী **সাধারণ বীমা কর্পোরেশন** এর পরিশোধিত মূলধন ১০(দশ) কোটি টাকা থেকে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; এর ফলে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বহির্বিশ্বে পুনঃবীমাকারীদের নিকট কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে **সাধারণ বীমা কর্পোরেশন** এর বার্ষিক মুনাফা বিগত ৫ বৎসরে (২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বৃহৎ করদাতা ইউনিট (কর)- এর পক্ষ থেকে সেরা করদাতা সম্মাননা- ২০২১ অর্জন করেছে **সাধারণ বীমা কর্পোরেশন**।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট)- এর পক্ষ থেকে ভ্যাটসপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষে সর্বোচ্চ পরিমানে ভ্যাট প্রদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা অর্জন করেছে **সাধারণ বীমা কর্পোরেশন**।
- বীমা, পুনঃবীমা ও দাবী পরিশোধসহ সকল ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক ভিত্তির আলোকে বিগত ৫ বৎসর পর্যায়ক্রমিকভাবে **'AAA'** ক্রেডিট রেটিং অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে **সাধারণ বীমা কর্পোরেশন**।

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

www.sbc.gov.bd

বীমায় সুরক্ষিত থাকলে
এগিয়ে যাব সবাই মিলে

INSURANCE DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

IDRA

BANGLADESH

www.idra.org.bd

Hotline: 16130